



## বিজ্ঞাপন ।

সেইরক্ষীনাটকের প্রথম খণ্ডে যে যে মহোদয়গণ ~~অনুগ্রহ~~ পূর্বক সাহায্য, পুনস্কার বা অধিক খণ্ড পুস্তক গ্রহণ দ্বারা উৎসাহ, দান করিয়াছেন ; তাহাদিগের শ্রীযুক্ত নাম সকল এই খণ্ডের শেষে কৃতজ্ঞপূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ করিলাম ।

দ্বিতীয় খণ্ডে যে যে মহোদয়গণ সাহায্য, বা উৎসাহ দানে বাধ্য করিবেন তাহাদিগের নাম পরে প্রকাশ করিব ।

শ্রীদ্বারকানাথ সরকার ।

নাট্যোদ্ভেদিত ব্যক্তিগণের নাম ।

কক—যুধিষ্ঠির	{	পাণ্ডুরাজ পুত্র ।
বল্লভ—ভীম		
বৃষ্ণল—অর্জুন		
বিরাট		বিরাটরাজ্যধিপতি ।
কীচক		বিরাটের শ্যালক ।
কীচকানুজ		কীচকের কনিষ্ঠ সহোদর পুত্র ।
বিরাটরাজসভার সভ্য এবং মচীবগণ প্রভৃতি ।		
সৈরিন্দ্রী	দ্রৌপদী	পঞ্চপাণ্ডবের গৃহিণী ।
অদেব		বিরাটরানী ।
উত্তর		বিরাটরাজকুমারী ।
তিনজন রাজমহিলা		বিরাটান্তঃপুরবাসিনী ।
নিপুণীকাদি সখীগণ		উত্তরার সখীগণ ।
পরিচারিকা		অদেবের দাসী ।
বৃদ্ধদূতী		কীচক প্রেরিত দূতী ।
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচারক		কীচকের পরিচারক ।
ছায়ারূপীদৈত্য		দ্রৌপদীকে কীচক হইতে—
		রক্ষা কারণ সূর্য প্রেরিত অলঙ্কার ।
ছায়াপান যন্ত্রীগণ ইত্যাদি ।		

# সৈরিক্তী নাটক ।

দ্বিতীয়. খণ্ড ।

প্রথম দৃশ্য ।

বিরাট নগর ।

মদনপুর কীচকের প্রমোদগৃহ ।

কীচক নিদ্রা হইতে শন্যবাস্তে

পীত্বোপান পূর্বক গণ্ডে কর স্থাপন করিয়া উপবেশন ।

কীচক ( কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক স্বগতঃ ) হেঃ কি এ! আমি, আমি নরকে না মারো! আমি আছি কোথায়! ক্ষুদ্রজন্ম জন্মের কপোল কপিত নরকের গম্পটা সভা না কি? কি এ! আমি কি বস্তুই যমদূতের আঘাতের যজ্ঞনা সহ্য করছি। (ক্রন্দন) আমি কি সভ্য এই এটা অনন্তরূপের মধো ক্রমাগত পতিত হুচি হার, আর চতুর্দিকে বিকটাকার রাক্ষসেরা কখন অক্ষুণ্ণের আঘাতে আমার হৃদয়কে ব্যথিত করছে; কখনো কতকগুলো রক্তমাংস-লোলুপ কন্যাকার পক্ষী আমার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে আহ্বার করেছে! সভ্যই কি আমি এই অবস্থায় রয়েছি! ( চতুর্দিকে অবলোকন ) ঠেক কিছুই ত দেখিতে পাই না! চতুর্দিকই গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন! কি! ঝাঁ! কি এ! ওঃ! কি ভয়ানক যজ্ঞনা! অনায়াস যুদ্ধকারী শত্রুর বিষযুক্ত শেলেতেও ত এত যতন দিতে পারে না! ওঃ তাই

## সৈরিক্কী নাটক।

শান্তিকই নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি, না কি? উঃ হঃ হঃ!  
 ভয়ানক অন্ধুণের তাড়নাতে, যেন, একটা লোহনির্মিত,  
 জ্বলন্ত অজ্ঞার সদৃশী নারী মূর্তিকে আলিঙ্গন করতে হচ্ছে, কে যেন  
 একটা তপ্ত লোহখণ্ড দিয়ে আমার ইঞ্জির গ্রাম সকল ছিন্ন ভিন্ন  
 করে ফেলেছে! ওঃ! যাতনা যে আর সহ্য হয় না। কি! ও  
 হো, হো, হো! (শয্যোপরি করতালে, স্পর্শ বোধে) এ কি!  
 এত আমার শয্যা দেখছি! তবে কি! (চতুর্দিক দেখিয়া) এ কি  
 এ! এত আমার প্রমোদ গৃহ না? এই যে, সম্মুখেই আমার রাস-  
 লীলার সেই প্রেমরসোজ্জ্বলী প্রতিমূর্তি!—আমিই কি আমি?  
 না! নাই বা কেন? আমিই ত কীচক, জীমান্ কীচকচন্দ্রই  
 বটে? তবে আমার প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিমূর্তি সছিতই আমাকে  
 হৃদয়ের মধ্যে ফেলছিল না কি? না, তবে এটা কি? (উঠিয়া)  
 এই ত আমার প্রদত্ত নামদারী মদন পূর মধ্য আঘাত  
 সেই প্রমোদ গৃহই বটে তাই ত! এ! নিত্যাংস্তায়  
 কিণ্ড হয়েছিলাম না কি! (পরিভ্রমণ) হো, হো!  
 কোথায় নরক, কোথায় রক্তমাংস পিশাচী দামবী,  
 কোথায়ই বা অন্ধুশ (ভূমিপদাঘাত ক) ছো! কীচকের একরূপ  
 অবস্থা, স্বপ্নে কল্পিত হওয়াও তাঁর পক্ষে অপমান!—হস্তী পদ  
 মধ্যে নিপতিত হলে ভেঁকেও পদাঘাত করে! স্বপ্নে, স্বপ্নে  
 নয় ত কি? বোধ হ'ল, যেন কতকগুলি ক্রমিতে আমার হৃদয়  
 রক্ত শোষণ করচে! হুঁ! এত মনের ভয়ানক বিপর্যয় অবস্থা  
 এরূপ হওয়াও নিতান্ত গর্হিত—(স্মরণক) গত রাতে প্রমদাসদ  
 বীন হয়ে শুয়েছিলাম, বটে, ? ওহে, তজ্জন্যই এরূপ বিকার ঘটেছে!  
 আ! সৈরিক্কীলাভ—বটেই ত! কি মিছে কালক্ষেপ করছি!  
 আজ যে আমার সৈরিক্কীমাণি, হৃদয়মণি, কীচক-মানস-সরসত  
 কমলিনী আদ্যবার কথা রয়েছে, কি মিছা সময় নষ্ট করছি?  
 মিশ্রী অবসান হয়েছে বোধ হচ্ছে, দেখি, (দেখিয়া) না, “

## মৈরিক্তী নাটক

শূকরচন্দ্র আমারি শত্রু কি না, কীচকচন্দ্র এর রূপের গর্ব চূর্ণ  
করেছেন কি না ? হুঁ, ও আবার ভক্ত লোক হবে ?

নেপথ্যে সঙ্গীত ।

রাগিণী ভৈরবী । তাল আড়া ।

তরুণ অরুণ দেহ, আহা, কিরণ বসনে ;  
ঢাকিয়া স্বজনী দেখ, আসি, উদিল। গগণে ।  
দেখ দিনকর করে, কমলিনী শোভাকরে  
মুনির মানস হরে ; নিজ বদন কিরণে ।  
নলিনী রবি মিলন, দেখি সুখে দ্বিজগণ,  
গায়িছে প্রণয় গান ; শুন সুমধুর তানে ।  
প্রভাত প্রকৃতি দোহে, রয়েছে বাসর গেহে,  
নায়ক মানস মোহে ; নিজ চঞ্চল নয়নে ।  
বিকচ কুমুম দল, হাসি রঞ্জে ঢল ঢল,  
খলি বদন কমল ; শোভে ; সৌরভ বসনে ॥

কীচ । এ সঙ্গীতটা বুড় বিরাটের বাটী হতে হল ! হুঁ, বুড়, রসে  
উচ্ছসিত ! কে আমার মদনপুরের প্রমোদ গৃহবাসী গায়কেরা  
এখনও আরম্ভ করে নাই যে ? •

নেপথ্যে পুনরুর্বার সঙ্গীত ।

উঠ উঠ সেনাপতি, যত বীরের প্রধান ।  
দেখুন প্রভাত শোভা হরা তাজিয়া শয়ান ॥  
তব ছাদি সিংহাসনে, যারা প্রেম আলাপনে,  
মাতিয়া রম রমনে ; ছিল সুখেতে শয়ান ।  
আজি সেই বালাগণ, গগণে দেখে তপন,  
হুইয়াছে ক্ষুণ্ণ মন ; ভাবি বিরহ বেদন ॥

হলে নিশি আগমন, হইব পুন মিলন

বলি প্রবোধ বচন; তোষসকলের মন।

কীচ। আ হা! হা! তানয় ত কি, আ, হা, হা!!—

প্রেমরসে মজিয়াছে যেই,

—বুঝিয়াছে সেই;—

আহা! রতিশাস্ত্র যেন। আলাচনা করে, তার জন্মটাই বুঝা,  
সে মনুষ্য নয় পশু, পশু! (উঠিয়া) বাহগু, আজ উত্তম করে প্রমোদ  
গৃহটিকে সুসজ্জ কর্তে হবে; আপনি প্রেমলাভ আশয়ে আগত  
‘রমণীকে’ সন্তুষ্ট করবার উপযুক্ত ত্রী কর্তে হবে এখন পরি-  
চারকদের সুশিক্ষিত করা যাগ। ওরে!!!

একজন পরিচারকের প্রবেশ।

পরি। আজ্ঞা।

কীচ। দেখ, তোকে যে আমি এতদিন পালন করলাম, তার রূতজ্ঞতা  
আজ দেখাতে হবে।

পরি। স্বগুতঃ। সর্বনাশ করেছে! কোন কুলকামিনীর মাথা খেতে  
বলবেন, বুঝি? তা আমি প্রাণ থাকতেও পারব না।

কীচ। উত্তর দিস না যে?

পরি। আজ্ঞে, আমাকে এঁটা বলবেন না। আমি সকল করতে পারি  
আর আপনার কাছে থেকে না করছিই কি? আহা! আমাকেই  
এর পর ভুগতে হবে। পাপের ভোগটা গরিবের ঘাড়েই বেশি।

কীচ। আরে বেটা, আমি কি বলছি, ও কি বুঝছে?

পরি। বাহগু মশাই, আমাকে মাপ ককণ, আমা হতে হবে না।

কীচ। গর্দভ! যতবড় মুখ ততবড় কথা। ‘মশায়’ আমি শূকর,  
তোমার মশায়। সামান্য ভক্তলোকর মত তুই আমার মশায়  
বল্‌নি। (চপেটাঘাত) যাও হারামজাদ। দূর হয়ে যাও; বেরও  
আমার সন্মুখ হতে।

পরি। আপনার কর্ম করে স্বর্গপদ পাওয়ার চেয়ে, ভিক্ষে করে  
খাওয়াও ভাল।

কীচ। কি? জান না? আমার সাক্ষাতেই এত বড় সাহস! (চপেটাঘাত)  
ভাল বাসি বলে! কুকুর আদর পেলেই মাথায় উঠে, বটে?  
বেরও! দূর হ! (চপেটাঘাত করিতেই বহিষ্কৃত করিয়া; আত্মগতঃ)  
এখনও আমার লোক মহারাজাধিরাজ বলে সম্বোধন করে না?  
কি আশ্চর্য! আর লোকেরই বা দোষ কি? এত আমারই অনবধানতা!  
রস, যদি সৈরিক্তী রত্ন লাভ হয়, যদি আজ সেই স্থানীল পদ্মটিকে  
হৃদয়ে ধরতে পাই; তবে আজই বিরাটকে পদচ্যুত করে অমনি  
সৈরিক্তী রূপ রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সিংহাসন বসব; আজ লোকে  
বুঝবে, যে আমি 'মহাশয়' কি মহারাজাধিরাজ থাক, এখনও কথা  
মনেই থাক, আপাততঃ অন্য কোন উপযুক্ত পরিচারককে  
আহ্বান করে প্রেমোদ গৃহ কি রূপে সুসজ্জিত করতে হবে শিক্ষা  
দেওয়া উচিত। প্রতিমূর্তি গুলি যেখানে যেভাবে রাখা আবশ্যিক;  
পার্শ্বের গৃহমধ্যে কৃত্রিম জলকেলির যন্ত্রটী যে রূপ অবস্থায় রাখতে  
হবে;—প্রথম মিলনে প্রেমরসের উৎফুল্লা তকণীত আমার  
হাড়ে বেন না—আজ অষ্টম প্রহরই প্রায়, অষ্টম প্রহর কেন?  
আজ হতে চির কাল, যত কাল জীবিত থাকব, নিয়ত, প্রতিমূর্ত্ত, অমৃতময়  
প্রেমরসে নিমগ্ন করে রাখব। বারবিলাসিনী,—যদিগে  
ইচ্ছা অনেকটা উত্তর অবস্থাতেই প্রেমরসে মগ্ন থাকতে হয়,—  
তঁরাই আমাকে এক মূর্ত্ত্ত অবকাশ দেন না; তায় আবার বিরহিনী  
সৈরিক্তী, অবকাশ দিবে? হা। হা। হা। যাহা, এখন রূপ  
সময় নষ্ট করার আবশ্যক নাই। দেখি, আর কে ওখানে আছে—  
আর কে ওখানে আছিল রে?

( দ্বিঃ এক জন পরিঃ প্রবেশঃ )

দ্বঃ পঃ। আজ্ঞে।

কীচ। দেখ আমি যে রকম বলব অবিকল করতে পারিবে?



পঃ । পারবনা কেন । হুজুর যা বলবেন তাই করিতে পারব ।

কীচ । ( হাস্যমুখে ) যেমন রাজা তদধিক সঙ্গী, সামন্ত ; হা, হা, হা, তা  
না হলে কি মিলে ? আচ্ছা । তুই যে আমার হুজুর বল্লি, তা  
হুজুর অর্থ জানিস্ ।

পঃ । আজ্ঞে জানুবনা কেন ? হুজুর কিনা জার জোর ।

কীচ । হা হা হা, তা নয়, রে বেটা, তা নয় । হুজুর মহারাজকে  
বলে ।

দ্বিঃ পঃ । আজ্ঞে হাঁ মহারাজকে বলে বৈকি ।

কীচ । আচ্ছা দেখ, এক বিশিষ্ট কুলের স্ত্রী আমার সেবা কর্তে  
আসবেন । বুঝেছিস্

পঃ । আজ্ঞা বুঝেছি—কিন্তু বিশিষ্টকুলের স্ত্রীর মধ্যে বাকি আর  
কে আছে, তবে, রাণীই যদি—

কীচ । হা হা হা! তুই বেটা বড় চতুর । যাগ্-বেলা কত হয়েছে বল  
দেখি ?

পঃ । আজ্ঞে বেলা এক প্রহর পেরিয়ে গেছে ।

কীচ । বটে ? আমি মনে করি এইমাত্র প্রাতঃকাল হল । এঃ তাইতঃ  
প্রভাতিক সঙ্গীত অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, নয় ?

পঃ । আজ্ঞে হাঁ, তার পরে আপনি গান্ধোস্থান করে এক জনের  
কর্তা—

কীচ । আঃ সে বেটা বড় পাজিরে সে বেটা বড় পাজি । গর্দভ—আমি  
এক বলি সে এক বুঝে । তা যাগ্-দেখ, আপাততঃ এ গুলি কর  
গে যা । আমার এই মদনপুরের চতুর্দিক রাস্তা বেস করে পরিস্কার  
রাখতে বল্গে যা । বিরাটের বাটী থেকে আমার প্রেমোদগৃহ  
পর্যন্ত অধিক মূল্যের পথসজ্জা বিস্তার করে রাখিস্ । বরাবর রাস্তার  
দুধারে জলপূর্ণ স্বর্ণকলস থাকবে । আর কোষাধ্যক্ষকে বলে রাখিস.  
আজ যে কেহ প্রার্থী হয়ে আমার বাটীতে আসবে তাকে  
বেন আশার অতীত দিন দেওয়া হয় । ( গাথক মুখে দেখিয়া )

ইস তাইত,বেলা অনেক হয়েছে। তা এখন চ আমি স্নান করবার সময় আর যা যা করতে হবে সব বস্বে।

পঃ। স্বগতঃ। ইস্ দাতাকর্ণ যে না মরতে মরতেই অবতার দেখতে পাই। আজ এত ফুর্তির কারণ কি? সত্যিই বা রানী—তা এ বেটার অসাধা, নেই।

কীচ। চ, আমি যাচ্ছি।

পঃ। যে আজ্ঞে প্রস্থান।

কীচ। (দর্পণ সম্মুখে) আহা! হু, প্রমদা কুলেরই দোষ কি? এমন অলৌকিক রূপ সম্পন্ন পুরুষকে দেখে কার এমন পাষণ অন্তর আছে যে বিগলিত হয়? কিন্তু 'সৈরিক্তী' বোধ হচ্ছে, যদিও আমার রূপে মোহিত হয়েছেন, সন্দেহ নাই, নিতান্ত সহজে বশ হবেন না। সে দিন তাঁর যে রূপ ভাব দেখা গেল তাতে বোধ হয়, ওরই মধ্যে, একটু কষ্ট করতেও হবে। তা হুগ, তাতে আরও প্রেমটা গাঢ়তরই হয়ে থাকে। (পুঃ দর্পণে দেখিয়া) এখন, কিছু হুন্দিল হুনে দোষ হয়েছে (উদরে হস্তক্ষেপ) তা হুগ, ত্রুটা না হলেও আবার একালে কেউ 'বড় লোক' বলে না। (শস্ত্র-তে হস্তক্ষেপ) আহা! কি সুন্দর বদনজী! মরি মরি দক্ষিণ দিগের গগুদেশটা কিছু শুক হয়েছে—তা হবেই না বা কেন? আদিরসপূর্ণ কীচকের সুন্দর শরীরের রস ত থাকবার যো নাই। হা, হা, হা। (পশ্চাৎ দেখিয়া) যাই এখন, বেলাও অনেক হয়েছে। প্রেমলাভ আশয়ে আগতা, সুরসিকা সৈরিক্তীর মন মোহন করবার উপযুক্ত রূপে সুসজ্জীভূত হওয়া যাগগে। প্রথম মিলন? হা হা হা (সম্মুখে দেখিয়া) এই যে প্রায় সময় হয়ে এল, যাই পূর্ব কার্যগুল শেষ করা যাগগে?

(প্রস্থান)

## প্রথম গভাক

বিরটি অন্তপুরে দৌপদীর গৃহ ।

( দৌপদী সুধাপাত্র হস্তে প্রবেশ )

দৌপ । আশ্রয়গতঃ ।

অনুরোধে কেন আজ বিরটিভাবিনী,  
সদা পতীহিতচিন্তারত আহরিতে,  
সুধা কীচক নিকট হর্তে ? শুনি ণ্টে,  
বিষকারী সেই সতীত্ব পথের নিত্য,  
মহাপাপী অসত আচারে সদা সুখী,  
কি সাহসে রানী পাঠাতেছে মোরে  
নিকেতনে তার, একাকিনী অসহায়।  
অবলা, আমি কি সাহসে বা পারি যেতে  
নিলারেতে তার ? নিরপরাধিনী বলে  
কুরঙ্গিনী কভু পায় পরিজ্ঞান, পড়ে  
যদি শার্ঙ্গিলের গ্রাসে ? আর, সেইদিন  
আলাপনে তার বুঝিলাম অভিসন্ধি  
বড়ই নিষ্ঠুর । কে জানে ছরাজ্ঞা যদি  
পাতি থাকে প্রতারণা জাল, পরামর্শী  
ভগিনীর-সনে অসমাহিতা হরিনী  
পায় যবে ব্যাধ, বধে সে তারে যেমতি  
বিনা দয়া ধর্ম, পাপীর অসাধ্য কিবা—  
সম্পূর্ণে পাপ ইচ্ছা তার—কে বাধিবে ?  
অনাখিনী, মোরে উদ্ধারিতে কে বাধিবে  
অস্ত্র তবে ? যদি ফিরে গিয়ে বলি, ক্ষম  
গো বিরটিপ্রাণ, আহরিতে সুধা আমি

## সৈরিক্কী নাটক ।

৯

হুলাম অক্ষম ; হানিবে মহিলাসবে—  
 ‘কই গো, সৈরিক্কী, গন্ধর্ব্ব, কিয়র তব  
 পতিগণ কোথায় এখন, তবে বুঝি  
 ভুতের ভয় দেখাও আমাদের ?—বলি,  
 দিবে টিটকারী । কিঙ্কা, কীচক জীবিকা,  
 বিরতা দেখিয়ে মোরে আদেশ পালনে,  
 তাজে ভাতরনুরোধে ; নিরাশ্রয়া প্রতি  
 অত্যাচার ঘটিতে ত পারে বহুরূপ ?  
 মুকতি কি রূপে তবে রাক্ষসের জুর  
 গ্রাসে ? হায় ! কে রক্ষিবে কমলিনী মত  
 করীকরে ?—লব্ধশরণ কারইবা  
 এখন, সুরক্ষিবে কে অনাধিনী ? হায় !  
 কাঁদিতে কি স্বহায়, উপায় হীন হল  
 মোরে আজ—মহানন্দে গায় ঘাঁর গুণ  
 একতান মনে, দেব দৈত্য, কাঁদিল কি,  
 বিধবার ন্যায়, হৃদয় ভাগিনী তাঁর—  
 অনাধিনী, আশ্রয় মিহীনা, নিঃস্বহায় ?

( এক জন রক্ষার প্রবেশ )

স্বঃ । কই গো, সৈরিক্কী কোথা গো ( দেখিয়া ) আহা ! তুমিই সৈরিক্কী !  
 আহা ! ধনী রূপ ! আহা ! বাছা, যেন আমার দক্ষী দাঁড়য়ে  
 আছেন । আহা, তুমিই সৈরিক্কী, মা, তুমিই সেই ভাগিয়ানী ।

দ্রোপ । কেন মা, আমিই সেই দুঃখিনী সৈরিক্কী বটে ।

স্বঃ । বালাই, দুঃখিনী ! আজও তুমি দুঃখিনী, যেপুরুষের মন মজুয়েছ,  
 মা, সে কি সামান্য পুরুষ ! তোমার ভাগিয়ার কি আজ সীমা  
 আছে ? আজ তুমিই বা কে, আর সুদেষ্কাই বা কে ? দেখ  
 বাছা, কাকেও প্রকাশ কর না, একটা কথা বলি ( কর্ণের নিকট )

হুমায়ুন নামে রাণী, কীচক মহারাজ বলেছেন, আজই তোমাকে—

—বুকেছ বাছা—মহারাণী—

জ্যোপ। স্বগতঃ। তবে আমি যা সম্ভেদ করেছি, সত্যই তাই ঘটেছে, এর কথায়ত নিশ্চয়ই তা প্রমাণ হচ্ছে। তবেত আমি ভয়ানক বিপদে পড়েছি! অহো! সুদেষ্ণার মনে এই ছিল? বাহগু, এর কাছে কিন্তু আনুভবিক ভাব গোপন করাই উচিত। (প্রকাশে।) দেখ, মা, ও কথাগুলি আমার নিকট বন্ধুর আবেশাক নাই।

রঃ। আহা, যেমন রূপ, যেমন গুন; মরি, মরি। আমাদের কীচক চন্দর সাধ করে কি গাজেছেন? প্রাতঃকাল থেকে উঠে, বাছার মুখে আর কোন কথা নেই কেবল বলেছেন ‘কতক্ষণ নীল গাফিটী’ মা, কি বজ্জে, বাছা, আমি ভাল করে বলতে পারিনি বুকে আসুবে? —

জ্যোপ। স্বগতঃ। হা ক্রম! এসব কথাও আমাকে কর্ণে শুনতে হল? হে পাণ্ডু তনয়গণ! তোমরা যদি আজ্ঞা স্বচক্ষে আমার এই দশা দেখতে!— (উপবেশন)

রঃ। আহা, বাছা, আমার কীচকচন্দরের নাম শুনেই, বিবল হয়েছেন। তা হয়, হয়, আমাদেরও এককালে অমনি হত বাছা! —

জ্যোপ। হেঁ মা, আমি যদি এখন না যাই।

রঃ। হু! বাছা,—

এখন যারে পায়ৈ চেল যটবনের ভরে :

হুদিন বাদে সাধুতে হবে, তারি পায়ৈ ধরে।

তাই ঘটবেশেষে; এমন কর্ম্ম, করনি, করনি; বাবা, আমার এমন অভিমানো নয়, তা হলে এর পর আবার—

জ্যোপ। মা, আমার কথা গুলি আগে শুন?

রঃ। ও কথা হবেনা বাছা, আহা, বাবা আমার ঘরে ছটফটাজ্ছে; এক একবার স্বর্গীপানে দেখছে আর অস্থির হচ্ছে। বাবাকে আমার

যেন অমনি, এক শ বিছে কামড়াচ্ছে । তোমার দেরি হচ্ছে বলে, আরও আমাকে দৌড়ে পাঠিয়ে দিলেন ; বল্লেন, দেখে এস । পাছে তুমি না যাও বলে বাছার আমার কত ভয় ? আর তোমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেই বাবার আমার কত যত্ন ? সকাল থেকে আপনি বেছে ২ বাবা আমার ভাল ২ গহনা, হীরে, জহরৎ—তার এক এক খানার দামে আর এই রাজ্যীটার দামে সমান, এমন সব, তাও কি হুখানা টারি খান, বিশজন দাসী বয়ে আনতে পারে না, এত সব—বার করে রেখেছেন । আমার বল্লেন, তুমি সম্বাদ আন গে, আমি দাসী দিয়ে এই সব আমার পরাণ সৈরিক্তীর জন্যে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি । শুধুই কি গহনা ? কত কাপড়, কত চোপড় ? আহা,—

প্রোপ । ( দীর্ঘ নিশ্বাস ) হাঁ মা, আমার কি নিঃশব্দই যেতে হবে ?

রঃ । আহা ! প্রথম মিলন, বাছার আমার কত রকম ভয়ই হচ্ছে ? তা, কিছু ভয়নেই, বাছা, কিছু ভয় নেই । আমি বলছি । আর অমন দেখতে শুনতে, সোনার পাতুল, নবীন নাগর, কোথায় পাবে বল দেখি ? তোমার ভাগ্যী ।

প্রোপ । মা, তুমি রুদ্ধা, তোমাকে আর কি বলব, ও কথামূল আমার কাছে আর বল না, তুমি চল, আমি যাচ্ছি ।

রঃ । আচ্ছা, আচ্ছা, তা যাবে বৈ কি, অমন নাগরের কাছে যাবে না ত, আর, যাবে কার কাছে । আহা, বাবাকে এত সব ভাল ভাল মেয়ে মাল্যে সাধে, তাকারও উপর যদি বাবার, আমার, মন পড়ে । এইত এত দিন পরে, বাছা, তোমার উপর একটু মন পড়েছে । তা যদি মন যুগিয়ে থাকতে পার, তবে তোমার পার কে ? বাছা ! তবে আমি আসি, ( গমনোদ্যত হইয়া ) একটা কথা শিখিয়ে বাই ; —

আঁচলে পেয়ে রতন ফেলো নাকো দূরে ।

আপুণোষিতে মরুতে হবে কিছু দিন পরে ।

সেটা যেন না হয়, বাছা ! দেখ ।

দ্রোণ । (স্বগতঃ) সিংহীর, শূণালী হস্তে অবমানিত হওরা অপেক্ষা  
 . মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয় । এ আর সহ্য হয় না । (প্রকাশে) দেখ,  
 মা, তুমি এখান থেকে যাও ।

ব । (স্বগতঃ) হুঁ ! গহনা পাবেন শূনেই এত তেজ ; বাবা !! পোলে  
 আর কতই না হবে (প্রকাশে) আচ্ছা; আচ্ছা, আমি যাচ্চি, তুমি  
 এখনই আস্ছ ত ।

দ্রোণ । আমি ত এইমাত্র বলেছি, তুমি অগ্রসর হও ।

ব । বলেছ, বলেছ ; আচ্ছা, তা দেখ, আমি চল্লুম আর দেরি কর না ।

প্রস্থান ।

সুবিচার এই কি গো! তব, হে বিধাতঃ !

সাহসে শূণাল মোহে হরিবর প্রাণ ?

ধরিতে চক্ষুমা বামনে বাড়ায় কর ?

ভুঞ্জে দিলে যে নিভাস্ত বারম্বার তবু

কি, গো, ক্ষোভ না মিটে তোমার ? যত ভুঞ্জে

দিলে তুমি, ভুলিলাম সে সকল চাহি

পতিবুধ ; কিন্তু, ততপরি এ আবার

কি ? এ অপমান দাবানল সম দহে

নিরন্তর সহে না যে আর ? স্বপনেতে

চিস্তি নাই কভু ক্রপদের বাল্য, পার্থ,

নিবাত কবচ হস্তা দেবরাজপুত্র,

প্রিয়তমা, কাঁদিবেক অনাধিনী সম,

আক্রমণে দুর্জ অস্তুরের । দময়ন্তী,

মহাদেবী, ক্রুর ব্যাধ প্রভাড়ে ভীত।

রোদিলা যেমতি, মহাবিপদে পতিত,

একাকিনী, মোর সেই দশা আজ্জ । কিন্তু,

কি কল বিলাপি বুধা ? অশ্রুবারিধারা

জ্বালা মনের আগুণ বাড়বাগ্নি সম,  
সমধিক—যুত হোমাগ্নি যেমন । তবে,  
বর্তমান যিনি নিত্য বন্ধু রূপে, দেন  
পদছায়া দীনে, বিরাজেন নিজতেজে  
ভারত অন্তরে, ধর্ম সেহু রূপে ; সঁপি  
প্রাণ, মন, আত্মা, তাঁরি করে, যাইচলি,  
নির্ভয় অন্তরে : দেখি না তারেন তিনি  
নিতান্ত ধর্মতি যদি পরিশিতে অঙ্গ  
করিবে সাহস, করি ক্লেশ, নাম তবে  
ছাড়িব, এদেহ তখ্‌নুই । মধুশূদন !  
‘দেখ, নাথ, প্রিয়সখী তব, পার্শ্ব প্রাণ,  
ভীতা পাষণ্ড পীড়নে লইল শরণ  
শ্রীচরণে । কলহ তোমার, রাখানাথ,  
তাঁহে প্রাণ দাগী, স্বহায়, উপায় হীনা ।  
আহ ! সম্ভবে কি, নাথ, তব প্রিয়সখী  
কাঁদে চিরছুঁখিনীর মত, নাশ্রয় ?  
দূরদশ! দেখ মোর আত্ম, মনকোভ  
মিটি কাঁদিব যে তব কাছে অবসর  
নাহি তার—গঞ্জিবে বিরাটরানী ভয়  
মনে? একান্ত বাধিত চলি সংগ্রামিতে  
পাপের সহিত, আবরহে অঙ্গমোর  
অভেদাকবচ ধর্ম আবরণে, যেন  
পরশিতে অভাজন না করে সাহস—  
ক্লেশপ্রিয়তমা সখী অঙ্গ কলষিতে  
নায়ে কদাচন । সঁপি তব শ্রীপদেতে  
আত্মা, মন, প্রাণ, যাই, নির্ভয় হৃদয়ে,  
ধর্মতি কর-কবল দূরে রেখ মোরে ;



## সৈরিকী শ্রুটক

যদি নাহি হয় দয়া, তবে এভারতে  
এ দাসীর শেষ নিবেদন এই, নাথ,  
দেখ ও পদযুগল, অভিমানী দাসী,  
পুজে যাহা, পাই জন্মান্তরে । নমে, নাথ,  
পুজে শেষ পূজা, দাসী প্রার্থয়ে প্রার্থনা  
অস্তিম, জীপদে, তবে শেষ নমস্কার ।

( কিছুক্ষণ মৌনভাবে বলহীন কবির )

প্রকাশিয়ে পূর্ণ জ্যোতি হৃদয় মাঝারে  
দিতেছে আশাস, কে যেন আমার । আহা !  
ধরি সেই আশা, ( জলমগ্ন জন যেন  
ধরে তৃণ, মনে করি এই মম ভেলা )  
মরি ! আশা কত সুমধুর ;—চলি এবে, দেখি,  
যদি না তারেণ তিনি, তবে নিকপায় ।  
যত কাঁদি কেহ যেন যোগালেন বল,  
তত মনের ভিতরে ; কুসপনে ভীত  
মানব যেমতি লভে বীরভাব, ক্রমে  
বিমোচনে নিভ্রা । যাই হুগ, পুজী এবে  
ইষ্টদেব, বর দাতা মম, যাই চলি,  
জাতুকুলবধু স্বরূপে প্রকাশিবে  
তিনি, সম্মান নাই তার । রক্ষে ছিলে, হে,  
মরীচিমালি ! যেমতি, ভীষণ গহনে  
মোরে, অতিথি সেবার অক্ষম স্বরূপ  
মহাপাপে ; কাঁচাও তেমতি ছায়নাথ,  
পুনঃ, ছুট হস্তে, কুলকন্যা তব । যদি  
প্রকাশিতে বল ছুট, পায় অঙ্গসর,  
মোর প্রতি নিতান্ত কলঙ্ক তব, প্রভো,  
তব কন্যা আমি, কলাকাজ পুত্র বধু ;

বুঝে ধনহীনা, নিরাশ্রয় মোরে, দেখ,  
দেব, করিতে উদাত গনিকার ন্যায়,  
বধেচ্ছারিণী, মহাপাপী, আগ, । রক্ষ,  
হে দৈতাহা ! বিরাজিত সদা সাক্ষীরূপে  
জগতের তুমি, লইল শরণ দাসী ।

দৈববাণী ! অগ্নি কৃষ্ণে ! তুমি নির্ভয়ে গমন কর, আমি তোমার রক্ষা  
জন্য অলক্ষ্যে গ্রহরী নিযুক্ত করিলাম ।

নব জলধর স্বনে কে স্বনল, মরি,  
বরষিল সুধা যেন মৃত দেহে—ভীত  
মৃতা ভরে জন, জানে কত সুমধুর  
আশা বাক্য—বরষা ভীম নিদাম পার,  
চিরবিহীনী কর্ণে পতির বারতা :—

দেব গ্রহরী ! জয় সতীর জয় : জয় সতীর জয় ।

রক্ষা করে দেবগণ, যার, অনুচিত  
মৃত্যু হইতে ভীত তার । নমস্কার  
তোমার চরণে, হে দেব গ্রহরি, রক্ষ  
অনাথিনী আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নমি  
ওপদেতে শরণ নিলাম তব । — আর,  
অনুচিত অপেক্ষিতে ; নির্ভয় হৃদয়ে  
যাই এবে, যার হৃদয় ভাগিনী আমি,  
ভীক যদি মম পক্ষে নিতান্ত অন্যায় ।

( গমনোদাত হইয়া ) দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ আদি যত  
শরণ নিলাম সকলের ; পতিপ্রাণা  
যুবতী রক্ষণে করে অবহেলা, কে বা হেন,  
নরাদম ভুভারত থাকে, রক্ষিবারে  
ধর্ম্ম ধন, থাকে পাছে, কে হেন পামর ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কীচকালয় । কীচক প্রবেশ ।)

উপবেশন ।

কীচ । (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য ! এখনও সূর্য্যটা মধ্যপথে আসে নাই ! হুঁ ! অতীক্ষু বুদ্ধি পাষণ্ড শাস্ত্রকারেরা ওঁকে আবার কমলিনীনাথ সর্বগনাথ ! এইসব নামদিয়ে আদর করেছেন । দূর ! দূর ! অগ্রেমি-কটা প্রিয়সীর কোঁন দেশ হতে কিরূপে মধুপান করিতে হয় তাই জানে না । যদি চতুর্থ প্রহরের মধ্যে মুহূর্ত্ত মাত্র বাধা হয়, ঠিক স্থানে যায় : তাও সে সময় আবার নিতান্ত নিষ্ঠুর, উগ্র ভাব । হুঁ, ক্রীতদাশ চণ্ডাল কি না ? দূর, দূর ! (কিছুক্ষণ নিমগ্ন থাকিয়া) অঃ গতরাত্রের স্বপ্নটা মনে পড়লে এখনো সর্বাঙ্গ শিউরে উঠে ! যে সব ঘটনা দেখা গেল, তাতে কীচকের নিভীক হৃদয় বলে তাই, অন্য কেউ হলে, হয়ত ভয়ে সৈরিক্কীর আশাই ত্যাগ করত । দূর কর, সে গুল এখন মনে করা আবশ্যক নাই । (উঠিয়া) ঠেক, মনমোহিনী আমার এখনও আসছেন না কেন ? রজ্জ্বা দূতী এসে বললে, আসছেন ; কিন্তু, ঠেক ! এখনও ত দেখা নাই । ওঃ আর যে অপেক্ষা সহ্য হয় না । কোন বিষয় হল না কি ? না তা হওয়াও সম্ভব নয় । তবে কি হল ? হয়তঃ মনোহর বেণুভূষা করতে দোর হচ্চে ? আহা ! আহুন, আগে, তাঁর উপহারহিত শরীরে প্রকৃতি যে রূপ নিপুণতা প্রকাশ করেছেন, তাতে কোন সজ্জাই যে অনাবশ্যক, সেটা আজ বিশ্বাস করিয়ে দেব । (অগ্রে দেখিয়া) আঃ এখনও না । (শরীর কম্পন পূর্ব্বক) উঃ হুঃ হুঃ আর যে অপেক্ষা সয় না ! (নেপথ্যে পদ ও অলঙ্কার সঞ্চালন শব্দ শুনিয়া) এই আসছেন বুঝি ? দেখি প্রভুদামনের কবিতাটা মনে আছে ত ?

বিচ্ছেদে তোমার, প্রিয়ে, দংশিল, লো, ফণী-  
শত, এস মর্হোষধী রূপ তব মুখ-

সুধা করি পান, হইব অমর, আজ ।

আঃ হাঃ হাঃ কি অরসগর্ভপূর্ণ কবিতা, মরি, মরি ।

( বারনারী চুইকায়ের প্রবেশ )

আঃ এ বানরীগুলি এ সময়ে অত্যন্ত প্রতিবন্ধক হইল দেখ্টি ।

প্র.মা. বার । হৃদয়চোর ! তুমি নিশ্চিন্ত বসে আছ শুনে, নয়ন মন  
চরিতার্থ কর্তে এলাম । ( বামপার্শ্বে উপবেশন )

কীচ । ( স্বগতঃ ) আঃ বিপত্তি করলে দেখ্ছি ! আপাততঃ কোন রূপে  
এদের বিদায় দেওয়াই বিধিসিদ্ধ ! কিন্তু, প্রেমের ভিখারী  
যুবতীগণের প্রতি, অন্যায় আচরণ করাওত অতুচ্ছিত ।

দ্বিঃয়া । প্রাণকান্ত ! হঠাৎ হৃদয় মধ্যে তোমার অল্পমরুপবিশিষ্ট  
সুচেহারার, সুন্দর 'ইবি' প্রতিভাত হওয়াতে, স্বাস্থ্যময়ী নিম্বাদেবীর  
সেবাতে অভিকর্ষ হইল না, তাই ক্ষতপদবিক্ষেপে তোমার  
মদনামল নির্ঝলক্ষ্ম বক্ষ মধ্যে শয়ন করবার জন্য এলাম ।

( সন্মুখে উপবেশন )

কীচ । ( স্বগতঃ ) আহা ! এরা যে নিতান্ত কীচকগতপ্রাণ্য সে বিষয়ে  
'আমার' অনুমাত্র সন্দেহ নাই । টেমরিক্কুরগ নীলপদ্মটি লাভ  
হলে, একেবারে নাও পারি, ক্রমে ক্রমে, এদিকে সান্ত্বনা  
করে পরিত্যাগ করা যাবে ।

তঃয়া । রসিক চূড়ামণি ! একে প্রথমে রবিতোজে সন্তপ্ত, তার  
উপর আবার বিরহিনী উন্মত্তকারী কন্দর্প একাকিনী পেয়ে আমাকে  
নিতান্ত দগ্ধ করছে, এইজন্য তোমার নিকট শীতল হতে এলাম ।

প্রাণ নাথ ! ভরায় উপায় কর, প্রাণ যায় ! ( অঙ্গে অঙ্গস্পর্শ, অসীনি )

কীচ । ( স্বগতঃ ) ভগিনী যে বলেন, 'এ'র নিতান্ত অর্থপিপাসী, সে  
কথাটিরও বিচার কর্তে হবে ।

চ, র্থ। অরিজীবিত নাথ! এদেখ, ছুরাঙ্গা মদ্যথ তোমার পদ্যচকু  
মধ্যে লুক্কায়িত হয়ে আমার মনকে সাতিশয় উন্মথিত করছে—  
প্রাণঘায়, রক্ষা কর; আমি মদনবাণে পীড়িতা হয়ে,  
জোয়ার শরণাপন্ন হলাম। (ক্রোড়োপরি উপবেশন)

কীচ। আঃ! রস, রস,— (ক্রোড় হইতে নীয়ে স্থাপন।)

চ, র্থ। (রোদনস্বরে) আমিই কি সকলের চেয়ে অগ্রাহ্য হলাম?

কীচ। (হস্তধারণ পূর্বক) না, না, বলছিলাম কি? বলি, তোমরাত  
অরসিক নও, বিবেচনা আছে, বুদ্ধি আছে—আজ একটা রজি  
কার্যে • অনামনস্ক আছি :—আ যত মনে করি, ঐষমিক  
চিন্তাকে মনে স্থান দিব না, ততই বিরাট আমার উপরে  
ছুরছ কার্যের ভার দেন।

চ, র্থ। তুমিই বলেছিলে, ‘আমি যখন কোন মনের অশুভ  
থাকিব, তখন তোমরা অধিককরে আমার সঙ্গে প্রেম আলাপ  
করবে। আর তুমিইত আশীর্বাদিগে ঐ সকল কবিত্তে শিখিয়েছ—  
আমাদের আগেই কেন বল্লেন না, অপমান করা কেন? তুমিই বল,  
তোমাদিকে না দেখলে একবারও বাঁচি না!’

কীচ। (হস্ত ধারণ) আমি বলি বলে, প্রেম আলাপ কর? যথাথ  
বল, সত্যবল?

অন্য সকলে। না, না, ও যেমন বারবচ্ছরের ছুরুর মতকথাকইলে?

চ, র্থ। কেন, আমার কথাটার দোষ কি? আমরা কুকুরীর জাত,  
যে আদর অপিক্ষে কর্ণে তারই কাছে যাব। আর, কথাতেই  
বলে, ‘খোলাখুলী করে কাম, দিই তারে মন প্রাণ’।

কীচ। ও পিশাচি! ও দানবি! তবে সাদ্বী ভগিনী আমার যা বলে-  
ছিলেন, সে সমুদয়ই সত্য। (কএকজনকে ধাক্কাদিয়া) চল। যাও।  
বারনারি! কুলকলঙ্কি, বলবীর্ষাহারি, সকল ব্যক্তির উচ্ছ্রমে!  
কোইহ্যার রে! (একজন দ্বারবানের প্রবেশ) দেখো, এ লোক  
কো আবি বাহার কর দেও!

দার। আঁও মারি। বাহার আঁও। (স্বগতঃ) জল্ দী কূচ কাম করা

ভাল হয়, কাজানি ?

চ. র্থা ভিন্ন অন্যতিন জন। (স্বভয়ে) কেন আমরা কিসেদোযী হলাম ?

কীচ। (দারবানকে) কোয়। তোম এ লোক্ কো ভাগ্যেন সেব্তা নাই ?

দার। (স্বগতঃ) নাই, কূচ খারাপি হয়। ঠিকবাৎ। (হস্ত ধারণ পূর্বক।

চল্বে ! তোমারা ইঁয়াকা অনন্ উঠাহ।

দ্বি. য়া। (অনোর প্রতি।) কি ভাই। আজ এ কি ভাব ? —

কীচ। তোমরা প্রেতিনী, তোমারা মহামতি বীরসিংহ কীচকের ভাব

কি বুঝবে ?

দ্বি. য়া। আমরা যদি আজ প্রেতিনী হলাম, তবে নিজে কি ?

কীচ। কি ! এত উচ্চ কথা, জান ন ? আচ্ছা, আজ ই জানি।

চ. র্থা। তুমি আর অধিক কি জানবে, আমাদের এক দার বন্ধ

শত দার মুক্ত !

কীচ। (দারবানকে চপেট দাত করিয়া।) তোম্ সেকেজে নাই ?

দার। আলবৎ, যো লকুম মহারাজ্কে। চল্হো তোম্ গুধিনি, প্রেতিনি,

ভুতিনি, স্কুন্তনি ! চলো। অ-রে ! (ধাক্কা দিয়া) গিধিড়ী ভাল

মানুষ্ কোপার জোর করতাহায়, রে। (অন্তরালে এক জনকে)

চলো হামার সাথ্ কেত্তা বড়া আদর মিল্বে।

চ. য়া। আচ্ছা, তুমি আমাদের দারবানের হস্তে অপমান করলে,

আমরা এখনই রাজ সভায় গিয়ে এ বিষয় জানাব।

কীচ। (কোষ হইতে অসি নিকাসন করিয়া।) কি, পাণীয়সি, পুন্নরায়

ছোট মুখে বড় কথা ?

দার নারীগণ। বাবা, গো ! ! (প্রস্থান)

কীচ। ই, কীচকে রাজ সভায় ভয় দর্শান, নিতান্ত নির্বোধ কি না ?

(কণেক পরে) যাহ্গ, আমার আজ্কার ব্যবহারে নিতান্ত

অরসিক, প্রেমনীতি শাস্ত্রাজ্ঞতা প্রকাশ হয়েছে—কিন্তু, তদাধো একটি

গুঢ় কথা আছে—প্রেমনীতি শাস্ত্রবিশারদ মহাজ্ঞার বলেন—

কমলিনোমাধ, রসিকবর অমিরাজ মধুবিহীন প্রাণতমীকে পরিত্যাগ  
করতে কখনই কুণ্ঠিত হন না; আ, হা, হা, ধন্য কীচক,  
ধন্য তোমার রতি শাস্ত্র আলোচনা, ধন্য তোমার দৃষ্টান্ত দর্শীতা  
ওণ! (নেপথ্যে মৃদঙ্গাদির শব্দ) ঐ বোধ হয়, বাদ্যকরেরা এল।  
আহা, স্বলোচনা, সর্বদ্বন্দ্বময়ী, সমূহ যুবা অর্থাৎ রসজ্ঞ যুবাবাঞ্ছিত  
গুলি ভূষিত। সখী সৈরিক্রীর অভিনন্দন উপযুক্ত কত প্রকার আয়ো-  
জন করাগেল, কিন্তু প্রিয়া এখন এলেন না কেন? দেখি,  
নিষ্ঠুর প্রেমরসোচ্ছেদক, বেল্লিক সুর্ঘ্যাট কি করলে, (গবাক্ষে দর্শন)  
এখনও অভিলিপিপিত স্থানে আসছে না? (পুনঃ দেখিয়া) কিন্তু,  
অপ্সমাত্রই অবকাশ আছে। আহা, এই সামান্য কাল অপেক্ষা  
করাও আমার পক্ষে অসহনীয় হচ্ছে! ততক্ষণ, নাহয়, প্রেমরসো-  
চ্ছেদক মনোহর মদ্রীতবিদ্যার আলোচনা করাযাগু; কিজানি, সর্ব-  
শূণ ভূষিতা প্রিয়া যদি আমার সংগীত শুনতেই চান? (নেপথ্যে-  
ভিষুখে বন্দ্রীগণের প্রতি) বন্দ্রীগণ, প্রস্তুত হয়ে উপস্থিত হয়েছ?

নেপথ্যে বন্দ্রীগণ। আজ্ঞে হাঁ, হুজুর।

কীচ। আচ্ছা, আমি একটি রমণীয় অভিনব গীত গান করি, তোমরা  
যথোপযুক্ত সঙ্গত কর।

রাঃ!!! তাল!—

বিধি কি, হইবে সদয়।

মিলাইবে সেই নিধি, প্রাণ যারে মদ্য চায়।

হৃদয় আকাশে মম, সুধাপূর্ণ চন্দ্রময়, নিত্য সে  
নাশিবেতম, শশীরূপে, হইয়ে উদয়। ‘বসে’—মানস  
সরসে মম, ফুল কুমুদিনী সম, মধুপান ‘করাইবে’  
কীচক ভৃঙ্গ মহোদয়;—মধুপান কর্বেন স্নেহে,  
কীচক ভৃঙ্গ মহোদয়। আঃ হা হা!!! ২

(যজ্ঞীদিগের প্রতি) তোমরা নিরন্তর হওত! (স্বগতঃ) যেন অতি দীর্ঘ পদবিক্ষেপের শব্দ শুনা যাচ্ছে না? কি আশ্চর্য্য! সমস্ত অঙ্গ এত কম্পিত হচ্ছে কেন? হৃদয়রাজ বজ্রধারীর বিপক্ষে দাঁড়াতে সক্ষম, মহাবীর কীচকের হৃদয়, আজ ভীতিচিহ্ন প্রকাশ হচ্ছে কেন? অঃ এই সময়েই আবার সেই সপ্তটাও মনে হল! কি পাপ! শূলদর্শী শাস্ত্রকরেরা এই সকলকে অলক্ষণ বলে থাকে,—কিন্তু শূলদর্শী কীচক মহাজ্ঞানের স্মৃতিপথে আজ এ অনাবশ্যকীয় কথাটা উদ্ভিত হল কেন? [ক্ষণকাল মৌন ভাবে থাকিয়া] আচ্ছা, যদি সৈরিক্তী-রূপ অমূল্য রত্নটিকে লাভ করতে পারি, তবে নাহয়, গোপনে এক দিন গরুড় বাহনের নাম করবো; স্তুত্বে আমায় মদন পুরী মধ্যে যে সকল দেব দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাঁহাদিকেও নাহয়, সকলের অগোচরে, একবার দর্শন করে আসব—অহো! আমার অন্তঃকরণে আজ এ সমূহ ভীকতার লক্ষণ দৃষ্টি হচ্ছে কেন? যাহা, ক্ষতি কি? যেকোন উপায়ে, অসৎ বা সৎ বিচারে আবশ্যক নাই, আমার মানস সিদ্ধ হলেই হল!

(দ্রোণদী স্তম্ভাপাত্র হস্তে প্রবেশ)

কীচ। (প্রত্যুদ্যমানে উদ্যত)

হায়ারূপী দৈত্য। (ভীষণ মূর্তি আদি প্রদর্শন।)

কীচ। (স্তম্ভিত প্রায় দণ্ডায়মান।)

দ্রোণ। বিরট সেনাপতে! মহারানী স্তুত্বে তোমার নিকট স্তম্ভা যাচ্ঞা কারণ আমাকে পাঠালেন।

কীচ। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য! মুখচাম্রমার প্রতি দৃষ্টি করিতেও সক্ষম হলাম না! হঠাৎ চাইতে বোধ হল, যেন সপ্তদৃষ্টি, বিকটাকার দানব একটা গুঁর পশ্চাৎ হতে আমাকে বম দণ্ডের ন্যায় একটা ভীষণ অস্ত্র দেখালে; আমি প্রত্যুদ্যম করবার জন্য যে



সকল সুরসমুজ্জ্বল কবিতা অভ্যাস করে রাখলাম, তার একটিও  
স্মরণ হচ্ছে না ? আঃ—

দ্রোণ । কীচক ! তোমার সহাদর্য আমার জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন :  
আমার শীঘ্র বিদায় কর ।

কীচ । (পুনরায় সুরসমুজ্জ্বল বাক্য উচ্চারণে সমুদাত ।)

হার্যরূপী দৈত্য । (অতি ভীষণ আকার দর্শাওন ।)

কীচ । (বস্তুকাবনত পূর্বক স্বগতঃ) আঃ মৃত্যু হউক, এটা কি ?

আরে গেল যা ! আমার চক্ষের কোন দোল ঘটল নাকি ?

আঃ কি পাপ ! (চক্ষু মুছিয়া) কিন্তু যা থাক অদৃষ্টে,

এমন অবকাশ নষ্ট করাও অকর্তব্য । কিন্তু, কি আশ্চর্য্য !

আমার তালু শুষ্ক হয়ে এল : বাকস্পর্ধি হচ্ছে না !

হৃদয়, স্থির হও ! (প্রকাশে) হৃদিবিভ্রামিনি ! কোন

মা, মারাগীর নাম উল্লেখ কর্চ ? তুমিই এই অসীম বিরাটরাজ্যের

মহারানী । আজ বিরাটাবলম্বন কীচক তোমার সঙ্গে রাজ্যসং-

হাসনে উপবিষ্ট হয়ে জীবন সার্থক করবেন !

দ্রোণ । মহাশয় ! এরূপ অসঙ্গত কথা দাসী সৈনিকীর কণ যোগা

নয় ! তোমার তুরভিসন্ধি থাকে অন্তর্গত জন তাতে অজ্ঞাত

থাকাই উচিত !

কীচ । সুশীলে ! আমার এরূপ অভিল্যম্বের কারণই তুমি । দেখ, আমি

তোমাকে ত্রিজগতের সকল নৃপেন্দ্রভাবিনীর অপেক্ষা সমধিক

ভাগ্যবতী কর্বে ; দেবানুর যুবতীদিকে তোমার সেবাতে অহরহঃ

নিযুক্ত করিয়া দিব ; দ্বিতীয় ধনপতি যে আমি, আমার অতুল

ঐর্ধ্যার্থের অধিকারিণী করিয়া দিব, অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে হৃদয় মধ্যে

লুকায়িত রাখ্বে । ভুবনমোহিনি ! আগে এইটীর মধ্যে

আপনাকে দেখে, পরে তোমার প্রতি অনুরাগ জন্য আমায়

তৎসর্না করিও (এক ধ্যানিদর্পণ, দ্রোণদীর সম্মুখেধারণ করিয়া)।

চিত্ত বিকারিণি ! কোন ইঞ্জিয়সংঘমী পুরুষ এমন বিদ্যাধরী-

## সৈরিক নাটক

বিনিমিত, প্রেমপূর্ণ, অতুলরূপ দেখে কুহুমচাপ দেব রতিপতির  
বাণে আহত না হন ? নিকপমে,—

দ্রোণ । সুদেষ্ণাসহোদর ! আমি তোমাদিগের আশ্রিত দাসী, নীচরক্তি  
অবলম্বন করে তোমাদের আশ্রয়ে বাস করছি, এই সকল কথা  
আমার অশ্রাব্য—তুমি ক্ষমা কর, আমি কালব্যাজ করতে  
পারি না, এতদুর্নী কুপিত হতে পারেন। (সলজ্জভাবে)  
সুদেষ্ণাসহোদরের অভদ্র ব্যবহারে আমি লজ্জিত হচ্ছি।

কীচ । স্বগতঃ । এ কি হল ? ২. যুগ্মীর বিপরীত ফল হয় দেখছি ?  
না, না অপেক্ষা করা নয়। (প্রকাশে ।) সৈরিক । প্রাণতমে, কীচক-  
মনমর্দ্দিন, জীবন মর্ক্ষয় ! যদি তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ না কর,  
তবে এই স্থানেই আমাকে হত্যা করে যাও। ক্ষদিবিহগরিণি ! যদি  
হামার কামনা সিদ্ধ না কর, তবে পুরুষহত্যা পাপ তোমাকে  
দর্শিবেক।

দ্রোণ । কীচক ! রাণী সুদেষ্ণার অনুরোধে তোমার নিকট যে জন্য  
এসে হলাম তার অর্থসাদন না হই। (পাত্র রাখিয়া) আমি  
চন্দ্রাম । তোমার পাপালাপ যে কর্ণে স্থান দিয়েছি, সে জন্য  
অন্তাপ করি।

কীচ । মনোরমে ! আমি তোমাকে দেখে নিতান্ত বিমোহিত হয়েছি,  
তাই বাক্যক্ষুণ্ণি হচ্ছি না ; কিন্তু তুমি জন্য যেন অরসিক বা  
অপ্রেমিক মনে করে, অগ্রাহ্য কর নী। (দ্বারমুখে দণ্ডায়মান)  
ও ময়ি ! তুমি আমাকে চরিতার্থ কর ; নচেৎ কোন মতেই যেতে  
পাবে না ; তোমাকে কোন মতেই যেতে দিব না। আহা !—

দ্রোণ । দুঃখতে ! আমি তোমাকে সুদেষ্ণাসহোদর বলে ক্ষমা  
করেছি ; দ্রায় দ্বার মুক্ত কর, নচেৎ অনর্থ ঘটবে।

কীচ । হা, হা, হা ! মানময়ি ! কীচকের প্রতি অনর্থ ঘটায়, এরূপ কেহ  
জগত মধোর ত কথাই নাই, সপ্তস্বর্গ বা সপ্তপাতালেও  
আজপর্যন্ত জন্ম গ্রহণ করেন নাই ! তুমি নিশ্চিত জেন,

আমি বলাৎকার করলে তোমার গুরুপতিগণ কোন প্রতিকারেই সক্ষম হবেন না। আমি এখনও তোমাকে সম্মান-হতক বাক্যে আমন্ত্রণ করি, এসো অগ্রে হৃদয় তৎপর বিরাট সিংহাসনে উপবেশন করাই।

দ্রোণ। মূখ! তুমি পাপমুখে আমার দেবতুল্য প্রাণেশ্বরদিগকে মিল্লা করলে, এর প্রতিকল তাঁরাই দিবেন। এখন পথ পরিস্ফুট কর, নচেৎ নিশ্চিত জান তোমরা অন্তীমকাল উপস্থিত! (গমনে উদাতা) •

কীচ। সৈরিকি! তোমার 'সুগঠনৌ, মধুর মুরতি' দর্শনে তোমাকে প্রিয়তমা রূপে লাভের আশা অত্যন্ত বলবতী হয়েছে; এই জন্য তুমি ঐ সকল কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিয়াও পরিত্রাণ পাচ্ছ। এখনও, আমি বারম্বার তোমাকে অনুনয় করিয়া বলছি। তুমি আমাকে রূপা কর। সুধামুখি! তুমি নিশ্চিত জেন, কীচকের ইচ্ছা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কারও নাই; এই কর কবল হতেরক্ষা কর বার শত সহস্র বিরাটেরও ক্ষমতা নাই। আহা! আমি তোমার নিকট যেরূপনম্রতা স্বীকার করছি, তাতে আমি আপনাআপনিই আশ্চর্য্য হচ্ছি। যা হাও, অধিক বাব্যব্য করে রুখা সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না; এই দেখ, যদনানল আমার শরীরকে প্রজ্বলিত করছে; আমার সর্কাদ্ব রোমাঞ্চিত হয়ে তোমাকে আলিঙ্গনে উদাত হইবে; তুমি এর প্রতিকার কর, নচেৎ প্রাণ যায়!—

দ্রোণ। ছুরাচার! তুমি এখনই আমাকে পথ দেও; আমার মহাবল-পরাক্রান্ত প্রাণপতিগণ সর্বত্রগামী, তাঁরা তোমাকে এই অসৎকার্য্যের সমুচিত শাস্তি দিবেন।

কীচ। সৈরিকি! তোমার স্বভাব তোমার বৃত্তি অনুযায়ী, এই জনাই অযাচিত মহোচ্চ পদের মূল্য উপলব্ধি করতে অক্ষম হচ্ছ। আরও, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হচ্ছি যে নিম্ন মুখেই

বহুপতি স্বীকার করে আপনার কুলনারীত্বই স্বতাব প্রকাশে লজ্জিত হচ্চ না।

দ্রোণ। দেবহিংসুক! আমার নরশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞা। আমিদিগের মহত্ত্ব তুমি কি বুঝবে? তুমি সুদেফা-সমোদর, এই জনাই, তোমার অভদ্র ব্যবহার এখনও সহ্য করছি: এখনও তোমার নিতান্ত দুর্বীক্য সকলেতে উপেক্ষা করছি, নতুবা আমি কিরূপ মহাসিংহের কেশরী, তোমাকে এখনই অনুভব করাতাম।

কীচ। কি! দাসী!! -

দ্রোণ। আমি দাসী কি না, সেবিষয় শুনবার দোণা পাত্র তুমি নয়। আর, যদিই কোন বিশেষ কারণে দাসীত্ব স্বীকার করে থাকি, কিন্তু তোমার অভদ্র নাচ ব্যবহারের পাত্রী নয়।

কীচ। স্বগতঃ। না! ক্রমে শেষ উপায় অবলম্বনই বিধেয়। (প্রকাশে) দেখ, সৈরিক্তি! তুমি যে সকল মানহানিকর, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ কর্চ, জাতি ক্রমে আমার কোপ উজ্জেক হচ্ছে। তোমাকে এখনও বলছি, আমি তোমার প্রতি অনিষ্ঠ-আচরণ করলে, কষ্টই রক্ষা করতে সক্ষম হাবেন না। আর, তুমিই একটু স্থির হয়ে বিশেষনা করে দেখ দেখি, যে আমাকে সমুদ্র করলেই কি ফুল, আর অসমুদ্র করলেই নী। তোমার কতদূর অমঙ্গল সম্ভাবনা। আমি এখনও তোমাকে সমাদর করে বলছি, তুমি মেম্বীবাড়িও কীচকসহায়স লাভে অগ্রাহ্য করে নিতান্ত অস্পৃহ বৃত্তির কার্য কর্ছ।

দ্রোণ। তোমার প্রলোভন বাক্য তোমার মন্তকেই বজ্রপাত করুক। অভদ্র! তুমি আপনাকে বীরপুরুষ বলে পরিচয় দেও? অবলার প্রতি অসম্মতির কর্তে কিছুমাত্র লজ্জিত হচ্চ না? এখনও আমাকে স্বচ্ছন্দে যেতে দাও, আমি তোমায় কমা করব।

কীচ। (স্বগতঃ) আশালতার মূলচ্ছেদ হয় দেখছি; আর অপেক্ষা করা নয়। (প্রকাশে) কুকুরী সমাদর পেলেই ক্ষত্রে উঠবার অভিপ্রায়

করে, অগ্রাহ্য ব্যক্তিকে তোমামোদ করলেই ক্ষীত হয়; দাস দাসীর  
সকল সমাজ ব্যবহার বা পরিহাস করলেই প্রভু হয়েছেন; নীচ  
শ্রমীর যুবা প্রেমের পেলেই মস্তকে উঠে; কিন্তু, ঈশ্বরিনীর অতি-  
মান রক্ষা করলে সকল রকমেই সর্বনাশ! আমি রতিশাস্ত্রকার-  
দিগের অমূল্য উপদেশ অবহেলা করতে একান্ত কাতর, তাই এতক্ষণ  
সহিষ্ণুতা অবলম্বন করলাম; এখন, (দক্ষিণ হস্ত ধারণ) কীচক  
হত্যাক উদ্ভিত হল, দেখি, কে তোমাকে রক্ষা করে? তোমার  
গন্ধর্ব্ব পতি, উপপতি সকলকে স্মরণ কর, আমি অর্থ সাপিত না  
হলে তোমায় ছাড়ব না। তুমি কিরূপ মহাসিংহের কেশরী, সেটা  
রতিযুদ্ধেই বুঝা যাবে। হা, হা, হা! —

হাঃ রুঃ দৈত্য। (ভয়ঙ্কর রূপ আদি প্রদর্শন।)

কীচ। (হঁসু শ্লথ করিয়া দণ্ডায়মান।)

দ্রোণ। পাপিষ্ঠ! তুই অতি পাতকী, তাই, আমার প্রতি দুঃভিসন্ধি  
করেও, তোর মস্তকে বজ্রাঘাত হতে না। কিন্তু, আর তোর  
নিস্তার নাই। —

হাঃ রুঃ দৈত্য। (অতীব ভয়ঙ্কর ভীষণ আকার প্রদর্শন।)

কীচ। (ক্রোধে ও মোহে কম্পবান্।)

দ্রোণ। আমি কিরূপ হরিবরের প্রাণতম, তা তুমি শীঘ্রই জানবে :—  
(সবলে কীচককে ভূতলে পাতিত পূর্ব্বক — প্রস্থান।)

কীচ। (কিছুক্ষণপর) ও, হো, হো! — হো, হো, হো! কি অপমান!  
সামান্য অবলার হস্তে? তাও আবার একটা দাসী? হায় হায়, হায়,  
হায়! কি? যাঁ! আমি কি অশ্রু দেখছি? না! এত জাগ্রত  
অবস্থাই বটে! যাঁ, ছি, ছি, ছি! কি অপমান! অনাগাসলভ  
বরাদ্দনাদিকে বিনা কারণে অপমান করলাম, তারই কি হাতে  
হাতে ফল হল? কি দুঃখ? সামান্য একটা রমণীর হাতে পরাস্ত?  
হা! বীরকেশর মহাবাহু কীচকের কি আজ কোমলাঙ্গ-কামিনীর  
হস্তে এই দশা? আহা! আমার সকল দিকে সর্বনাশ! বার

আমার কীচকগতপ্রাণ প্রিয়জনাদিকে অপমান অনলে দগ্ধ কর-  
লাম, বার জন্য কীচক হৃদয়সমন প্রার্থিনী, রূপসীদিকে বুধা  
হলনা করে তাগ করলাম—তার হাতেই আমার এই অবস্থা ?  
(উপাদান মধ্যে মুখ লুকাইয়া রোদন) হা ! আমার কেন এমন  
হল ? কেন আমি—হো, হো, হো ! —

(রুদ্ধাদৃতীর প্রবেশ)

দুতী। রাক্ষসী, রাক্ষসী, বাছাকে আমার একবারে মেরে গেছে ;  
আছা ! এর মধ্যে বাছা আমার পাত্থানি হয়ে গেছেন । (নিকটে  
উপবেশন) দেয়ে নয়, রাক্ষসী, বাবা, ধনি মেরে, ধনি মেরে !  
(কীচকের মুখ তুলিয়া) বাবা ! পিয়াস লেগেছে, জল এনে দেব ?  
ও মা ; বাছা আমার কান্দছে যে, এরই মধ্যে পেঁম এত বঁধেছে ?  
কীচ। বাছার বাও হারামজাদি !

দুতী। কেন বাবা, কেন বাবা ! তার কান্না কি ? আবার  
এনে দেব !

কীচ। (চপেটাঘাত পূর্বক) বেরও পাত্তী বেটী ! তুই আমার  
পরিহাস করতে এলি ? বেরও, দূর হ !

দুতী। (অগতঃ) রাক্ষসীত সর্বনাশ করে গেছে, বেটি একদিনেই  
আমাদের উপর মন চটে দিলে দেখতে পাচ্ছি ? তখনই আমি  
জেনেছি বেটি ভারি ষাগী ! বার করছি বেটীর পাকাপনা, বার-  
করছি— (ধূল লইয়া)

তন্তর মন্তর দ্বিটে কোঁটা আর ধূল পড়া ।

ওর পরাণে মোর পীরাণে লেগে জাগ জোড়া ॥

চেকির যেন আঁকশলি, বিস্কর যেন গোড়া :

তেমনি ওর আমি হব, ও আমার ভেড়া ॥

আকাশ বুড়ির ধূল তুই তোর মায়ের কিরে ।

হাড়িকী চণ্ডীর আজ্ঞা নিবি পরাণ কেড়ে — (কৃত)

কীচ। ডাকিনি। প্রেতিনি। বেরও। বীরসিংহ কীচক কি তুণ্ডী,  
তোম মস্তে বশীভূত হবে?

রূঃ দূতী। মস্তর খাইছে না কেন? পাবতী ভাঙ্গা হল না কি?

কীচ। এখনও দাঁড়য়ে আছিস? হারামজাদি? (ধাক্কা দিয়া বহিস্কৃত  
করণ)

রূঃ দূতী। ও বাবারে! রাক্ষসী আমার বাহাকে সত্যি সত্যিই পাগল  
করে দেগেছে।

কীচ। এখন তুমি বেরও হারামজাদী। (ধাক্কা দিয়া বহিস্কৃত পূর্বক  
স্বগতঃ) যাহগু, কিন্তু এ অপমানিত সহ্য করা হবে না। এখন  
এইরূপ করা বিধিসিদ্ধ। — সৈরিক্তী যেমন সূদেবার ভরসা  
আমাকে হত্যার করলে, তেমনি আমার কর্তব্য, সূদেবার  
সমুখেই তাকে বলাৎকার করা; তাহলে আমার দূলা  
বৃদ্ধিতে পারবে। আর যদি বিরাট সভায় গিয়ে থাকে, হুঁ,  
তবে, সকলের সাক্ষাতেই তাকে লজ্জা মানব্রষ্ট করাই, উচিত।  
আমার ইচ্ছা-প্রোতের বেগ রোধ কর্তে বিরাটের চৌদ্ধপুত্রেরও  
ক্ষমতা নাই। এতে বিশেষঃ ফল এই হচ্ছে যে সর্বসম্বাদিতে  
আমার কতদূর প্রতিপত্তি তাও সৈরিক্তী বৃদ্ধিতে পারবে।  
এই করাই কর্তব্য, উচিত, বিধি নাকি! বিরাটের মন্তক-  
স্বরূপ কীচক মহাজনের আশা তুণ্ড না করে, কার সাধ্য  
সম্মুখে থাকে? (ভূমিতলে মুঠাঘাত) কার সাধ্য কীচক  
মহাশার্ঙ্গীলের গ্রাস অপনীত করে? মহাবাহু, অদ্বিতীয় বীর  
কীচকের লাঙ্গুলে আঘাত করে, কে কোথা পরিভ্রাণ লাভ  
করেছে? কীচকের করকবল হাতে কার সাধ্য, কার ক্ষমতা  
আজ সৈরিক্তীকে রক্ষা করে? (গাজোথান পূর্বক  
গণ্ডদেশে চপেটাঘাত) এখন কীচক ব্যাত্র হল, কার সন্ধে  
বহু মন্তক আছে, সৈরিক্তীকে রক্ষা কতে অগ্রসর হক।  
বিরাটের এতদূর স্পর্ক! সূদেবার এত গরিমা! আমি কিছু

বলি না বলে, আমাকে, নিতান্ত, ছেদ, করতে, আরম্ভ, করেছে ॥  
জানে না ॥

(গর্জ্জন করিতে করিতে আলু খালু-বেশে—প্রস্থান উদ্ভূত)  
যজ্ঞী। (প্রবেশ পূর্বক) মহাশয়! আমাদের প্রতি কি অনুমতি হয়?  
কীচ। আমি এক বিষয়ে হতাশ হয়েছি, তোমরাও সেই জন্য  
বিজ্ঞপ কর্চ নাকি?

যজ্ঞী। আপনি কোন বিষয়ে পূর্ণমাণ হঠেন, কি হতাশ হঠেন  
তা আমাদের দেখ্‌বার ক্ষমতানাই!

কীচ। কি বিশ্বাসঘাতক! মহাবিল পরক্রান্ত কীচক হতাশ হয়েছেন?  
এমন কথা তোর ক্ষুদ্র মুখে? (যজ্ঞীর পৃষ্ঠে চাপটামাত পূর্বক)  
যাও গর্জ্জন, দূর হইয়া যাও। আমি আর কখন তোমাদের  
মুখ দর্শন কন্তে চাই না!

(যজ্ঞী অগ্রে, তৎপরে কীচক গর্জ্জন করিতে করিতে দ্রুতবেগে—

প্রস্থান।)

প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত।



## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

বিরাট সভা ।

রাজা, সুধিষ্ঠির কঙ্কবেশে, অন্যান্য সচীবগণ এবং ভীমসেন  
বল্লভবেশে ও কতিপয় ব্যক্তি আসীন । এবং অন্য  
রাজকর্মচারী প্রভৃতি যথাস্থানে দণ্ডায়মান ।

বিরা । কঙ্কদেব ! তুমি মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হওয়া অবধি, সৌভাগ্য  
যে প্রতিদিন নূতন ভাবে আমার প্রজাকুলকে আলিঙ্গন করছেন  
এজন্য আমি কৃতজ্ঞসদয়ে তোমার নিকট নিত্য বাধ্য রাইলাম  
তোমার উপর রাজকার্যের ভার ন্যস্ত করে আমি নিশ্চিত আছি :  
প্রজাকুলকে সর্ব প্রকার সুখী করে তুমি আমার পরম মন্তোষ-  
ভূষিত করছ । আমার তোমা প্রতি যে দেবতাদ্রব্য হয়েছিল,  
তা অমূলক নয় । আমি অতিশয় প্রজাবান্ হয়ে তোমাকে  
নমস্কার করি, তুমি আশীর্বাদ কর, যেন তোমার নায় সুবিজ্ঞ মন্ত্রী  
আমার সভাতে চিরকাল বিরাজ করেন ।

সুধি । মহীপতে ! আপনি নিত্য প্রজাকুলের মঙ্গলাকাজক্ষী ; বৃদ্ধ  
অথচ পরিস্কৃত বুদ্ধি সচিবগণের সহিত যুক্তি করে সকল  
কার্য সম্পন্ন করেন ; আপনার রাজ্যের কেন না উন্নতি  
হবেক ? আপনি নিজে অসাধুভাব-বর্জিত, সভাসদগণ  
সকলেই বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে সম্যক উৎকর্ষ লাভ করে-  
ছেন, আপনকার শাসনাধীন ব্যক্তিদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি  
অবশ্যই স্ফটিকরূপে দৃষ্ট হওয়া সম্ভব । মহারাজ ! পৃথিবীর  
সকল রাজা আপেক্ষা আপনি সম্যক প্রকারে কুলীন, রাজনীতিশাস্ত্রে

সকল রাজকুমারের উপদেষ্টা, আপনি সর্ববিধারে সমস্ত নরপাল-  
দিগেরও প্রসংশার যোগ্য। আপনার কল্যাণ হউক, আমি  
প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে আশীর্বাদ করি। বিরাট সভার যেরূপ সমাদরে  
সহিত কাল অতিবাহন করছি, তজ্জন্য চিরজীবন আপনার  
নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

বিরা। কহদেব! তুমি যে নরেন্দ্রনাথের সখা বলে পরিচয় দেও,  
তাতে এরূপ শীলতা তোমারই উপযুক্ত। (দ্রৌপদী আলুলায়িত-  
বেশা, কণমাত্র দৃষ্ট হইয়া; পূরে শুভদ্রব্য আরত) এ কি? ভূতলে  
কণপ্রভার স্রষ্টি হ'ল কি প্রকারে! (দ্রৌপদী আগতা) স্বগতঃ।  
ইনি কে? নীল-নলিনীগঞ্জিতরূপ; নবীনজলধর চন্দ্ররশ্মী আচ্ছাদিত  
হলে যেরূপ উজ্জ্বল লাগিয়া প্রকাশ করে, ঐ দেহের জ্যোতি  
যেন তদপেক্ষা অধিক। আহা! কি মনোহর রূপমধুরী!  
যেন হৃদয় বোমদেব-বিনোদিনী আমার সভামধ্যে আগমন  
করছেন। বিরাটরাজ লক্ষী, তার সন্দেহ নাই। কিন্তু,  
হিমারত পূর্ণশরীর নার অতীব কমলীয় মুখচন্দ্রিমা লান কেন?  
পরপীড়িতার মত আলুলায়িত-বেশে আগমনের কারণ কি?

দ্রৌপ। (একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া) বিরাট! আমি সৈরিক্রীড়া,  
বহুদিন আপনার হৃদয়ভাগিনীর দাসীরূপে তাঁর অন্তঃপুরে  
বসতি করছি। রাজরাণী আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছিলেন, সেজন্য  
আগনি আমাকে দেখতে পান নাই। আমি এতকাল নিরাপদে  
বাস করছিলাম, কিন্তু আজ পাণ্ডা নিষ্ঠুর কীচক আমার জীবন  
সর্বস্বধন ধর্ম্মরত্ন অপহরণে উদ্যত হয়েছে। ভূপাল! আমি কুল-  
যুবতী, পাবগুদলিতা হচ্ছি, আমাকে রক্ষা করুন।

কহ। সৈরিক্রীড়া! রাজা কোন বিষয়ের তত্ত্ব জ্ঞাত না হ'লে বিচার  
করতে বাধ্য নন।

দ্রৌপ। মন্ত্রিবর! তুমি রাজসেবা করে স্মৃধে কালান্তিপাত কর; তো-  
মার এ বিষয়ে অনুসন্ধান সবার ক্ষমতা অভাব। (বিরাট প্রতি)

## সৈরিক্তী নীতি ।

বরদাস । হুজুর্জী কীচক অসদভিসন্ধি সিদ্ধ করবার জন্য প্রতারণা করে, শিববন্ধ-কেশরীর ন্যায় আমাকে নিজ আলরে অববদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিল । আমি হুজুর্জীর আদেশ মতে এই দেবদেবতার নিকটে সূখা আহরণ কর্তে গিয়েছিলাম—নচেৎ, কুলপাংশুল কীচকের ছায়া কুল-কামিনী মাত্রেই পরিত্যাজ্য । মহারাজ ! নিকপার, আশ্রয়হীন যুবতীর পক্ষে সূক্ষ্ম বিচার আজ্ঞা হ'ক ।

বিরাট । (স্বগতঃ) সৈরিক্তী কি দাসী ? কথাবার্তা বা আচারে কিছু মাত্র তা বোধ হয় না ? যাহকু, বুদ্ধিমতী সূদেষ্ঠা এঁকে আমার অপরিচিত স্থাপন করাতে অতি দূরদর্শীতার কার্য করেছেন, তার সম্মেহ নাই । কিন্তু উপস্থিত বিষয়ের রূপান্তর তাঁকে জিজ্ঞাসা না করা ত অচুচিৎ ।

(কীচক, স্থানান্তরিত হইয়া প্রবেশ পূর্বক—দ্রোণদীকে পদাঘাত ।)

বিরাট, প্রভৃতি সকলে-হাহাকার রব করিয়া মস্তকাবনত ।

হারারূপী দৈত্য । তীমমূর্তি ধারণ করিয়া কীচককে পাত্তিত পূর্বক—

(প্রস্থান ।)

উন্নয় । (করেকরম্পেসন পূর্বক কীচকশাসনে উদ্যত ; এবং যুদ্ধাঙ্গিরসারা ইঙ্গিত হওয়াতে উপবেশন ।)

(কীচক, প্রত্যাভিত শাঙ্গীলেক ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে—

(প্রস্থান ।)

দ্রোণ । বিরাট ! আপনার নিকন্তর থাকবার কারণ কি ?

আমি দস্থ্যহস্তে অবমানিত হবার ভয়ে আপনাদের নিকট উপস্থিত হলাম, হৃত্ত নারকী সকলের সম্মুখেই আমার প্রতি বল প্রকাশ করিল ? আপনি কি জন্য মৌনভাবে রয়েছেন ?

ব্রীজাত্যেবে নরপতির বিশেষঃ রক্ষণীয়, তাকি আপনার বিদিত নাই ? অচক্রে কুলকামিনীর প্রতি পৌড়ন দেখেও

নিশ্চিত থাকুক পুরুষ মাত্রেই অকর্তব্য; এতে কুলধ্বংসকারী কাজ-  
সমূহ হইবে আপনাকে বিশেষ: পাণি অর্শাচ্ছে। হে সন্ন্যাসী!  
তোমরা সকলেই কি কাণ্ডকারখানা, বিরাট পুত্তলিকা সকল খুঁড়ে  
রেখেচেন? আজ, জান্‌সাম, বিরাটসভার নপুংসকেরা বিরাজ  
কার থাকেন।

১ম সভা। (দ্বিতীয়ের প্রতি।) কীচকের ইটী অত্যন্ত গর্হিত কার্য  
হয়েছে, এমন নিকৃপমা কামিনীর প্রতি অত্যাচার সকলেই অসহ্য।  
২য় সভা। (অন্যকে।) কীচকের সাধুনিগর্হিত কার্য দর্শনে আমি  
নিভাত কুপিত হইয়াছি। বিরীটারাজ এনিমেষের বিচারে অক্ষম,  
কারণ তাঁর প্রাণস্বিনী-সহোদর নিভাত দীপ্ত যোগ্যহয়েছেন।  
অতীত এমন ইচ্ছা হইছে।।—

৩য় সভা। (অন্যের প্রতি) এই নিকুলন চন্দ্রবলদীকে যে মহাবীর  
হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনিই এজগতে ধন্য! কি আশ্চর্য! মহাবল  
কীচকের প্রচণ্ড আঘাতে কল্লিতমাত্রও হলেন না? ভূধরশূন্য,  
যেমন মদমত্ত হস্তীর গাত্রঘর্ষণ উপলব্ধিও করেনা, এই বীরেন্দ্র  
ভামিনীর বীরকেশর কীচকের প্রচণ্ড আঘাত যেন তদপেক্ষা  
অনায়াসসহ্য বোধ হল।

৪য় সভা। কিন্তু, মহাশয়! কীচকের ইটীও ভূপতিত হবার কারণ কিছুই  
থাকেনা। পবনদেব বীরেন্দ্র সঞ্চিত যুদ্ধকালে যেমন স্বয়ংই  
অপমান হয়ে প্রতিহত হন, ভূজবলদর্পিত কীচকেরও আজ সেই  
দশা হয়েছে, সন্দেহ নাই।

৫য় এক জন সভা। এমন কমলীরা আছে আঘাত করতে নিষ্ঠুর  
কীচকের দর। হলনা? এমন মুকোমল, পবিত্র দেহতে পদাঘাত  
করে ঈর্ষ্যভি নীচজীব; নিষাদাপেক্ষা নির্দয়তা প্রকাশ করেছে।  
আহা, এই মনোরমা ভামিনী যে গৃহ উজ্জল করেন, নারায়ণ  
হৃদবিহারিণী লক্ষ্মী নিভাত চঞ্চলা হয়েও সে গৃহ কদাচ  
তাগ করতে পারেন না।

অন্যসভা। কিন্তু সকলের সম্মুখে এই অসুপায়ন কাহিনীর প্রতি  
বাস্তবীকরণ করতে সভ্যবর্গেরই অপমান হয়েছে। এবিষয়  
মহারাজকে বিশেষরূপে জানান উচিত, যদি ক্ষুরমতি,  
নিরবলম্বী দণ্ডিত না হয় তাহলে আমাদের মানহানির  
প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়।

উসরিঙ্কি। মূখরা কাহিনীর ন্যায় বৃথা বাকানায় করে কোন কল  
দর্শান সম্ভব নয়। পাণ্ডবনাথ ঐকান্তিক নিকট প্রার্থনা কর,  
তিনিই প্রকৃত অপরাধীকে দণ্ডবিধান করবেন। আমার মতে  
সভ্যমধ্যে নীচকুল-কাহিনীর মত ক্রন্দন করে বাচলতা প্রকাশ  
করা কুলবালার অকর্তব্য।

জ্যোৎ। বিরটি! তুমি আমার বাক্যে কণপাত করলে না; আমার পঞ্চ  
গন্ধর্ব্বস্বামী র্ত্তমান রয়েছেন, তাঁরা সর্ব্বত্রগামী, তাঁরাও আমার  
প্রতি এই ভয়ানক অত্যাচার স্বচক্ষে দেখলেন; কিন্তু, শত্রু-  
দমনে মনোযোগ করলেন না? হায়, আমার মূহাই ভাল! আমি পঞ্চ  
প্রধান পুরুষের গৃহিনী হয়েও নিরাশ্রয় যুগতীর মত  
অসচ্ছিন্ন জনের হস্তে অপমান হলাম? আমি যুগেন্দ্রনাথের  
প্রণয়িনী হয়েও শৃগালপদ দলিত হলাম? আমার জীবনে  
ধিক! তাঁরা কিরূপে নিশ্চিত হয়েলেন? অতিমূর্খ, ধনহীন যুবারাও  
প্রাণগনে ভার্য্যাকে রক্ষা করে থাকেন, কি আশ্চর্য্য! কেহ উত্তর  
করলেননা? হে বিরটি, হে পুরুষবিহীন সভ্যগণ, তোমরা সকলে  
মূকের মত রয়েছ, এর কারণ কি? আমি এতক্ষণ কি  
অরণ্যে রোদন করলাম, আমি কি কারাকঙ্ক ব্যক্তির নিকট সাহায্য  
প্রার্থনা করছি? তোমরা ধর্ম্মকে কি একপারে ভাগ করছে? আমার  
বোধ হয়, প্রণয়িনীসহোদর যল বিরটিরাজ কীচকশাসনে  
উল্লেখ করছে, কিন্তু, স্নানোদ্যোগ! তুমি নিশ্চিত যেন, যুবরাজ,  
দোষী হলেও তার শাস্ত করা মনঃপতির কর্তব্য।

সমসভা। মহারাজ, এবিষয়ের বিচার নিতান্ত আবশ্যিক

ভিন্ন। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি) মহারাজ! আপনার সভা বহু  
 ব্যক্তি যাত্রেরই পরিভাষ্য। রাজা অবিচারক হ'ল পুণাশীল  
 হতে কুশল অন্তর্হিত হয়। কি আশ্চর্য্য, একজন সুবতী, নিগাজয়,  
 আপনার সভাতে অপমান হবার ভয়ে উপস্থিত হলেন, তাকে  
 রক্ষা করা দূরে থাকুক, আপনি অমাত্য ও প্রধান সভাগণ সহিত  
 স্বচক্ষে তার প্রতি অত্যাচার দর্শন করলেন? যদি প্রমান অতীব  
 হেতু এবিষয়ের যথার্থ নিকপনে প্রকট থাকেন, তবে ইহা অপেক্ষা  
 আর কি দৃঢ় সাক্ষ্য আবশ্যিক?

বির। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগানন্তর) এবিষয়ের অন্য সাক্ষ্য অনাবশ্যক,  
 সত্য, কিন্তু মহারাজার নাম বেহেতু জড়ীভূত হয়েছে,  
 ইহা তার অজ্ঞাতে বিচার্য্য নয় — বিশেষতঃ পুণাশীল। স্ত্রী  
 সকল বিষয়েরই অর্দ্ধভাগিনী। আর কীচক ও তাঁরই —

যুধি। বলভ! তুমি যুক্তশ্রেষ্ঠ তোমার নাম ব্যক্তির  
 একপ স্থলে কোপোদ্বেগ হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু বিরটি-নৃপতি  
 প্রচুরতর না করেন কেন? তাহা অগ্র জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক।  
 আপাততঃ সৈরিক্তী সূদেবার নিকটে গমন করুন—পরে রাজা-  
 জামুসারে এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাবে।

বির। কহুদেব! উপস্থিত বিষয়, বিশেষতঃ তজ্জামুসন্ধান করে বিচার  
 করতে হবে। আমি এই ঘটনার কারণ অবগত নাহলে কিছু  
 স্থির করতে পারছি না।

জৌপ। বিরটি! আপনি রাজা আপনার সম্মুখই বৈরুপ অপমান  
 হলাম, তা সভাগণ সহিত স্বচক্ষে দেখলেন। কিন্তু তব্ধাত আপ-  
 নারা কেউ এবিষয়ের মর্ম্ম বুঝতে শকা হ'লেন না? ধন্য সূক্ষ্ম-  
 দর্শন! মহারাজ, পাণ্ডবসখা জীবাশুদেব এর বিচার করবেন। এখন  
 আমি অন্তঃপুরে চললাম, আপনি অমাত্য সহিত স্বচক্ষে থাকুন।

(প্রস্থান)

## সৌরঙ্গী নাটক।

বিরাম। (নিঃশব্দে) তাগ করিয়া দ্রোণদী যে স্থানে দণ্ডায়মান  
হইলেন, সেই দিকে নিরীক্ষণ পূর্বক-স্বগতঃ) আমার কীচকের  
হৃদযাত্রাতে উপেক্ষা কর! অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, তার সন্দেহ  
নাই। কিন্তু এর মূল বহির্গত করা উচিত, মহারানী অবশ্যই  
বিশেষ: রূতান্ত বিদিত আছেন, এবিষয়ের প্রশ্ন তাঁর নিকট হওয়া  
বিধি। (প্রকাশে) কহুদেব! আমার মন অতিশয় চঞ্চল হয়েছে,  
সভাভঙ্গের অনুমতি দেন। সৈরিক্রুর বিষয় আগামী সভায়  
বিচার হবে।

(সকলে গীত্রোত্থান ও রাজার প্রস্থান।)

যুধি। মান্যবর সভাপতিগণ! মহারাজের অনুমতি অনুসারে এই বিশেষ:  
সভাভঙ্গ হল। আমি আপনাদের নিকট বিদায় হলাম।

অগ্রে সুদৃষ্টির তৎপৰ্ষ্যাত ভীমসেন—প্রস্থান।

১ম সভা। (অন্যকে) মহাশয়! সৈরিক্রুর বিষয় মহারাজকে অভ্য-  
রোধ করে স্বাক্ষরপে বিচার কতে হবে। এ বিষয়ে অমনোযোগ  
করলে সকলেই নিন্দনীয় হবে।

৩য় সভা। কিন্তু, বিরটিরাজের অমনোযোগের মূল কারণটা কতখান?।  
ব্যস্ত পাশে বদ্ধ, শৃগালমস্ত্রীতে কি কল?

৪র্থ। আচ্ছা, মহারাজ আগামী সভায় কিরূপ বিচার কবেন, দেখা  
আবশ্যক।

(নেপথ্যে সভাভঙ্গসূচক বাদ্যধ্বনি।)

অম্য সভা। সেই কথাই ভাল : এখন চলুন।

(সকলের প্রস্থান।)

(নেপথ্যে সভা ভঙ্গ সূচক সঙ্গীত।)

## প্ৰথম গভাঙ্ক !

সুদেৱৰ মন্দিৰ।

ৰাজীওঁ এৰং তিন জন মহিলা আসীন।

দ্রৌপদী। (বোকদ্যমান।) প্ৰবেশ শূৰ্ব্বক সুদেৱাকৈ সন্মোদন কৰিয়া।  
সুদেৱে। দাসীকে পীড়ন কৰবাৰ অন্য কোন উপায় ছিল না? মচ্ছন্দে আমাকে অধৰ্ম্মী ৰাক্ষসৰ মুখে পাঠিয়ে দিলেন? আপনাকে অবলম্বন কৰে আমি এখানে বাস কৰছি; পাণিষ্ঠ জনৈৰ আশঙ্কায় আপনাৰ নিকট দাসীত স্বীকাৰ কৰেও সন্তুষ্টি ৰাখিছ; নিকপাপ হইক আপনাৰ আশ্রয় গ্ৰহণ কৰেছি — কেমন কৰে আপনি আমাকে ধৰ্ম্মদাসী, পাণিষ্ঠাৰ নিকট পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত ৰইলেন? আজ্ দ্রৌপদীসখা। বাত্মদেৱৰ অমুখ্যইহেই আমি স্বধৰ্ম্ম ৰক্ষা কৰিছি; নচেৎ কে অনাথিনীকে কুলকলঙ্কী হতে উদ্ধাৰ কৰ্ত্ত ?

সুদে। সখি! ছি! বালিকাৰ মত কীদন্তে আছে? (অঞ্চল দ্বাৰা চকু মুছাইয়া) যা ঘটেছে, আমি বুঝেছি: তুমি আমাকে কৰ্ম্ম কৰ, আঁৰ কখন স্নেহেৰ দাসী হইয়ে এমন পাপ কাৰ্য্যে উৎসাহ দিব না। (মন্তমনস্ক) আহা! সখি! তোমাকে কটুকী কীচকেৰ নিকট পাঠিয়ে পৰ্যাস্ত আমি যে কত বনেন অস্থিৰ ৰাখিছ, তা জগতীপাই জানেন। ঐধৰ্ম্মই মূৰ্ষ্যেৰ ভয়ানক পাপ! আমি সামান্য ধনৱক্ষাৰ জন্য কি বিপৰীত অসৎকাৰ্য্যেই মতি কৰেছিলাম? কেন আমাৰ এমত অসদভিপ্ৰায় হল? আমি ৰাজ্যলোভ, ভাত্ৰ স্নেহকে পৰাজয় কৰে কেন ধৰ্ম্মেৰ জয় দিতে পাৰ্লাম না? কেন



স্বার্থসাধনের জন্য আমি পরের ধর্ম বিক্রয় করতে প্রস্তুত হলাম ?  
 হি, হি, কি জন্য, সামান্য অর্থ লাভস্বরূপ নিরাশ্রয় সতীর প্রতি  
 অত্যাচার সম্ভাবনা বুঝতে পেরেও তাতে উপেক্ষা করলাম ?  
 আমার এ মহাপাতকের কিসে প্রায়শ্চিত্ত হবে ? আহা ! আমার  
 এখন এমন বিবেচনা হচ্ছে, যে অদেষ্কাজুলাল যুবরাজকে ধর্মের  
 জন্য পরিত্যাগ করলেও এত মনের যত্নগণ সহ্য করলাম না !  
 প্রিয় সখি ! আমার মার্জনা কর, আমি তোমার কাছে অত্যন্ত  
 দোষী হয়েছি !

ত্রোপ। ধার্মিকে ! আপনার কথাই আমার হৃদয় দূর হল !  
 'এতে' যদি আপনার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে অমৃণোচনাতে  
 সেটা ধুঁস হয়েছে। আমি দাসী, আমার আজ্ঞামনস্তির সকলের  
 উপরেই আপনার প্রভুত্ব আছে, কীচকের নিকট যাবার  
 অনুমতি করাতেই আপনাকে অধম্য সম্ভবে না। আপুনি আর  
 শোক করবেন না, আমি শান্ত হলাম ; কিন্তু আপনকার সাহাদর  
 এই অপকর্মের কল ভরায় পাবেন।

সুদে। প্রিয়সখি ! কীচক অতি পাতকী, তা আমি জানি। তার পাপের  
 প্রায়শ্চিত্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক।

(একজন পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। বিরাজেধরি ! মহারাজ শয়নমন্দিরে আপনার জন্য অপেক্ষা  
 করছেন।

সুদে। (ত্রোপদীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি ! তুমি এখন নিজমন্দিরে  
 বিশ্রাম করগে, অদেষ্কানাথ রাজসভায় গেলে তোমার  
 টাই বিশেষঃ রক্তান্ত শুন্ব। এই বিষয় পুনরায় স্মরণ  
 করতেও আমার মনো হলে। আজকের এই ঘটনার জন্য  
 আমি আপনাকে শতবার ধিকার দিই ! তুমি আমার মাপ কর, দ্রুত  
 যাতে দণ্ড পায় তার জন্য আমি মহারাজকে বিশেষঃকপে

অস্বরোধ করবো, যাতে তোমার মান রক্ষা হয় সেজন্য  
বিশেষরূপে চেষ্টা থাকবে। এখন আমি আসি, তুমি সরল  
অন্তঃকরণে বিদায় দেও।

দ্রোপ। মহারানী! অসুগতজনকে সম্মানের মত স্নেহ করা আপনাকেই  
সম্ভব। এখন সুখে মহারাজের নিকট জান, আমার জগদীশ্বরের  
নিকট প্রার্থনা, সুদেউতামাথ আপনাকে নিত্য স্মরণে দেখুন।  
সুদে। পতিব্রতচারী সৈরিক্তি সখীর অকণ্ট প্রার্থনা, রাধাবিনোদ  
অন্যায় পূর্ণ করবেন।

(প্রস্থান)

প্রথম, দ্বাঃ মছিঃ। হেঁ গো, সৈরিক্তি সখি! কি হ'লছিল? তুমি মহা-  
রানীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলে, তাই জিজ্ঞাসা করিনাই—  
কীচক মহাশয় কেন তোমার অপমান করলেন? আহা, আমার  
প্রতি অত্যাচার করতে অনেকেরই সুখী হন! তোমার আসবার  
পূর্বে, তাই, রাজরানী যে কত মনের অস্থখ ছিলেন—একবার  
বলেন, 'সৈরিক্তিকে সুখা আনতে পাঠালাম, কিন্তু এখনো আস-  
ছেন না কেন?' তারপর আবার কতকণপরে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ  
ক'র বলেন, 'আহা, তবে বুঝি অসুগতজন্মের আজ্ঞা আমা হতেই  
সর্বনাশ হল?' দেখা সখি, মহারানী কিন্তু তোমাকে অত্যন্ত  
ভালবাসেন। তা যাঁহু, এর বিবরণটা কি বলনা, তাই?

দ্রোপ। আমার ক্ষমা করুন, আমি এ দুঃসংসারের চরিত্র উদ্ধার  
কর্ত্তেও অনেকক্ষণ।

দ্বিঃ। কেন গো? তাহা আমরা মহারানী নয় বলে কি কোন কথা  
শুনবারও অযোগ্য। হোগ, তা বুঝেছি; কিন্তু তুমি তাই, তার  
নিকট গেলেই বা কেন? আর অপমানই বা কেন হতে গেল?

দ্রোপ। শুভে! মহারানী যখন আমার সুখা আনতে অসুমতি করলেন,  
তখন ত জানতারা না, অত্যাচারী কীচকের এমন মন্দ মানস আছে।

তাও বাইনা, পাণ্ডিত্য যে বিরটিসভামধ্যেও আমাকে তাড়না করতে পারবে, তা আমার বিশ্বাস ছিলনা।

তুয়া! ওমা, সে কি গো? তুমি সভার মধ্যে গেছলে নাকি? তোমাকে রাজরাণী সহস্রবার নিবেদন করেছেন, তুমি মহারাজকে কখন দেখা দিওনা, আর তুমি কি সাহসে বিরটি সভায়, রাজার সম্মুখে বেকলে? একথা মহারাজী শুনলেতো, আর রক্ষা থাকবে না?

দ্রোণ। ভগিনি! সূদেবারাণী আমাকে মহারাজের অগোচরে থাকতে অনুমতি করেন সত্য, কিন্তু মিতান্ত্র আবশ্যক আর বিপদে পাড়েই তাঁর নিকটে বিচার প্রার্থনায় গি এছিলাম। আমার তখন এরূপ আশঙ্কাজনক, যে যদি সূদেবার নিকট গাই তাহলে এই চূর্ণান্ত আমার অসুসরণ করে দেখানোও তা আমার প্রতি অত্যাচার করতে পারে; কুলমহিষী আমাকে যদি বাজবলে উদ্ধৃত্ত পাণ্ডিত্য হতে রক্ষা করতে অক্ষম হন? তবেই ত প্রথম বিভাগে পড়ব। ভাগিনি! এই রূপ বিচার করেই বিরটি সভায় গিয়াছিলাম,—এখন আপনারা আমায় বিচার দিন, আমি নিজ প্রকোষ্ঠে গিয়া বিশ্রাম করি।

দ্বিতীয়। কেন গো, আমাদের মাজ কি চদও ভাঙ্গ করে জ্বালাপ করতেও নাই? তা হইল না, মহারাজীর সখ বলে, কি আমাদের নিকট বসতেও অপমান হইল? তা, আমাদের আর কিছু জিজ্ঞাসা নাই, বলি, তোমার পাঁচটা না সাতটা কটাক্ষবর্ষাণী সে সময় কি, আহ্নার খুঁজতে গেছিলেন?

দ্রোণ। কল্যাণী! কথার কটু অর্থ করে কেন আমায় অপরাধী করেন? আমি আশ্রিত দাসী আপনাদের সকলের কথা আমার শুধু উচিত। মনের উদ্বিগ্ন প্রভৃতিতে অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে রিজাম-কাতর হয়েছি। আমায় মার্জনা করুন, আমি অপেক্ষা কর্তে পারছি না। আর আপনি শেষে যে প্রশ্ন করলেন তার উত্তর সহজে দিবার চেষ্টা করব, এক্ষণে সূক্ষ্মবুদ্ধি কখন আমি যাই।

প্রঃ মহিঃ । তোমাদের অত্যন্ত অনায়াস, ওঁর কষ্ট হয়েছে বলছেন, অশ্রুপাতি ইচ্ছা হয়েছে, তাতে তোমাদের প্রতিবন্ধক করা কেন ?  
 দৈরিক্তি । তুমি এখন সম্বন্ধে যাও : আহা ! ক্রেশ হয়েছে  
 তার মুন্নেহ বি ?

প্রঃ প । যে আশ্রা ।

( প্রস্থান । )

কুঃ । আহা ! ( প্রঃ পদীর পশ্চাত্ত অবলোকন পূর্বক-মুখ ভঙ্গি রূ )  
 পক্ষপাতিনী সত্যি যাচ্চেন গো ? আমায় যাই ! বহুভাবিনী বেণী !  
 তার ও আবার ধর্ম রক্ষার যত্নবতী হয়ে আছেন । কি বলে ? কি ?  
 আহা ! স্বর্গ রক্ষা ভয়ে রাজ্য সমীপে গেছলেন ! আজ সখীর  
 সখীর আকাশ হবে এখন ! এ সংবাদ শুনলে দিব্যটেঘরী, হুঁউউ ?  
 পত্নীজ নিশাশিনী চণ্ডীকার মতন উদ্ভা হবেন এখন, এমন নয় !  
 প্রঃ মহিঃ । কেন ভাব ? দৈরিক্তীর দোষ কি ? মহারানীর ওকে  
 কচকের নিকট পাঠানই অনায়াস হয়েছে । তিনি ত মহোদয়ের  
 স্বভাব বিবেক রূপ জন্মেন ?

কুঃ । কেন ? তা ওর না গেলেই হত, বিরাটরানী তাতে ত আর  
 বেগদণ্ড কর্তে পার্জেন না ! আমি একর্ম কর্তে অক্ষম,  
 এই কথা বলেই হত ? উনি ত বার বার আমার পানিকান্ন, যে  
 কেউ জোর করে পাঠিয়েছেন । তখন ~~গাপনিই~~ বোধ হয় সন্তোষ  
 হয়ে গেছেন । তার পর আবার প্রথম যৌবনে অভাবভীক  
 বাসনা যেমন বদীর নিকট থেকে পালিয়ে এসে, কাঁদে, তেমনি  
 আরও কখনো । মহারানী অঞ্চল দিব মুখ মুহুয়ে দিতে যেন  
 আরো স্বস্তি হল ।

কুঃ । কথা নয় ? আবার সেবনর যে ভাই, রাগ হল, কি হয়েছে তা  
 বলা দুর্বে থাক, নিতান্ত ছেলে মানুষের মত কেঁদেই অস্থির ।  
 কি আশ্চর্য্য ! আমার নিজের কোন দায়িত্ব হলে, তৎক্ষণাৎ পুরীর  
 বাহির করে দিতাম ।

প্রঃ মা। কেন ভাই? তোমার এত রাগের কারণত কিছুই নাই।  
তোমরা সকলেই জান যে নারী জাতিতে মান ধনকে আনপণে  
রক্ষা করে থাকেন। সৈরিন্দ্ৰী সেই জাতি প্রধান স্ত্রীরা  
অপমান হওয়াতে শোকের বেগ সত্ত্বরণকরতে নাপেরেই কাঁদলেন।  
এতে ওঁর দোষ কি? আর বিশেষঃ সৈরিন্দ্ৰী সখী যে একান্ত  
স্বামীগতপ্রাণ তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; উনি ধর্ম নষ্ট ভয়ে  
ভীত হয়েই অতিশয় কাতর হয়েছেন! আহা! আমার ত  
ভাই ওঁর কান্ননা দেখে, চক্ষুতে জল এসে ছিল!

ভূঃ মা। আহা! এত গা? মাতা অকল্পিত বলেন—স্বামী ভিন্ন অন্যপুরুষ  
স্পর্শমাত্র স্ত্রীর ধর্ম নষ্ট হয়; তা স্পর্শ দূরে থাক, এক টিকে না হইয়  
নাই যদি ধর; তার উপর আবার চিনটা; কি আশ্চর্য্য, ওর গলায়  
দড়ী দিয়ে মরাই উচিত। আর মহাল কীচকের হাত থেকেই যে  
ধর্মে ধর্মে মুক্ত হয়েছে, তারই বা নিশ্চিত কি? আমার বোধ হয়  
রাজবাটির কারও চক্ষুগেঁচর হয়ে থাকবে, তাই গোপন করবার  
জন্য এত রকম উপায় হচ্ছে,—মূল শত্রু করে রাখা হচ্ছে!

দ্বিঃ মা। একথা হলেও হতে পারে, এও সম্ভব, বটে—এই কথাই সত্য।  
এতে আর কোন সংশয় নাই! ওঃ! দশসহস্র মণ্ডহস্তীরমত  
বলবান্ মহাবীর কীচকের গ্রাস হতে মুক্ত হওয়া, সামান্য কথা  
নয়! বিশেষঃ সকলেই ত জান, ভাই, তিনি ইচ্ছা করলে কার  
ক্ষমতা, নিবারণ করে; তার মন হলে মহারাজারও বাধা দিবার  
শক্তি নাই! সুদেখাত বালিকা নন, রক্ত বিরাটযক্ষী সহোদরকে  
ঝাঁটাবেন! এমন কীচক নয়, জানত?

প্রঃ মা। মানুষ যাত্রাই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী সকলকে দেখে। দম্ভ  
কাহাকেই চোর বলতে শক্তি হয় না।

দ্বিঃ মা। তুমি, ভাই, সকল বিষয়েই আমাদের বিপরীত থাক। আমার  
প্রকৃতি কি দেখলে, বল দেখি? একজন দাসীর কথা আন্দোলন  
হচ্ছে, আমরা কি তার দৃষ্টিতে মধ্যে গণ্য হলাম না কি?

প্রঃ মা। কৈ ভাই, আমি তোমাদের সঙ্গে তার দর্শন কিও দিলাম ?

তঃ মা। দিলেন নাই বা কিসে ? না ভাই, তুমি আমাদের সর্বদা তাচ্ছল্য কর ? কেমন আমাদের ওকে দোষী বলা অন্যায় কিসে ? আর তোমারই তা অসহ্য বোধ হল কেন ?

প্রঃ মা। কোন নির্দোষী ব্যক্তির প্রতি বিন কারণে দোষ আরোপিত হলে সকলেরই অসহ্য হওয়া কর্তব্য। আরো বিশেষঃ আপনার অঙ্গ প্রকৃত পরিষ্কার কি না, দেখে, পরে অন্যকে "তুমি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, তুমি আমার ছুঁ এনা" বলে উপহাস না ঘণা করা উচিত। দ্রঃ মা। তুমি আমাদের কি অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন দেখাল ?

তঃ মা। সম্ভবিত তোমার কথাই অর্থ ত ভাল নয় ? তুমি আমাদের মর্শন তখন একরূপ নির্দা কর ? আমরা কিছু বলি নাই : কিন্তু আজ বলতেই হবে, কেন ভাই ? মনে করত এখানে সকলেই সমান, তুমিই কেন আমাদের ঘণা কর ?

প্রঃ মা। কেন, ভাই, তোমরা যে সৈরিকীকে দেখা বলে তার প্রশ্ন কিসে বল দেখি ? আর কীচক যে ওঁর ধর্ম নষ্টই করেছে, তারই বা নিশ্চিত হল কিসে ?

দ্রঃ মা। আহা ! এত গম্ভীর ? বল দেখি, কোন শাস্ত্র অনুসারে ও পাঁচটি পুরুষের সহগমন করে ?

তঃ মা। তাহবার যো নাই, সেদিকে শূন্য, মাতো যা শিক্ষাদেন সেটা ওঁর গ্রাহ্য হল না। ওঁরও সৈরিকীর মত অবলম্বনে ইচ্ছা আছে বুঝি ?

প্রঃ মা। আমার যেন ওঁর মত অগ্রাহ্য করতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু অনেকেরই যে ঘোষণা-পদ্ম ফুটে অপেক্ষা নয়না, গোপনেই তচারিনী হয়ে বসে থাকেন ? সৈরিকীত বেদ বাহিতে পাঁচজনের পত্নী হয়েছে, ওঁর দোষ কি ? ওঁর মাতা বাপকে বরণ দোষী করা যায়।

দ্বিঃ। তবে তোমার আমাদের কুলটা, ব্যাভিচারিণী বলা হল ? তোমার কথা অর্থত ভাল নয় ? আজ মহারণীর কাছে, এই অভিযোগ উপস্থাপন হবে ? আমি শপথ করে বলছি, যে যদি সন্দেহের এর বিচার করেন ভালই নচেৎ আজই এ পুরী ত্যাগ করব। আমি ইচ্ছা দেবের—

তৃত্বা। সত্যইত ? কেন তুমি যখন তখন আমাদের নিন্দাবাদ দেবে ? তুমি আমাদের কি দোষ পেছ, যদি প্রকাশ করে নাও, তবে 'সপতি অনন্তকাল নরকে বাস করবে' !

প্রঃ। এত অভিযোগ নয়, আশীর্বাদ। আমরা এজন্মে যেতপ কর্ম করে যাচি তাতে স্মরণে স্থান অর্জব হবেই তার সন্দেহ নাই, তবে নরকেও যদি প্রাণপতির সঙ্গে বাস করতে পারি, তার অপেক্ষা আর কি ভাল বর রমণীর প্রার্থনা। কুলকামিনী স্বামীর সঙ্গে যেখানে থাকেন সেই স্বর্গ, তাঁর পাশে সেইটাই বৈষ্ণব। কৈবল্য-দায়িনী উমাদেবী তাই কখন ! তোমরা আজ আমাদের যে শুভকামনা কর লে, তার জন্য চিরকাল বাধা রইলাম।

দ্বিঃ। আহা ! কি আমার পতিপ্রাণে গা ? কি আমার স্ত্রী সার্বিক গা ? তবে যদি সেদিন কীচক অর্চন করে আকর্ষণ করতে না দেয়।

প্রঃ। সে মহাপাতকী আমার আচল ধর্ম উদাত হয়েছিল, সত্য, কিন্তু বিঘাট অস্ত্রপুত্র অধীন দুর্গালিনী অস্ত্র আছেন বঁরা মদোক্ত কীচকহস্তীর শুদ্ধজিত না হয়েছেন। তবু যত্নে ধর্ম পক্ষে দ্বিতীয় কৈটভ জন্মেছে ; কুলধর্ম পক্ষে ত্রয়ানক কটভ হচ্ছে ! (দাঁড় নিখাস)

দ্বিঃ। (রোদনস্বরে) তুমি এমন কথা বল ? রাজপুরী মধ্যে এমন যুবতী কেউ নাই, কীচক যার ধর্ম নষ্ট না করেছেন ? আমি মাতা অকল্পিত দিয়ে, এখন এ কথা মহারণীকে জানাব। তোমার এ অহঙ্কার কিসে হয়েছে, তাই আমার দেখতে হবে ? তুমি কেন আমাদের নানা কথা শুনাবে ? তোমার অহঙ্কার

আমরা কেন সহ্য করবো? তুমি আমাদের কেন তুচ্ছ ভাবিয়া  
করো?

তুয়া। তা সত্যইত, এখানে সকলেই সমতুল। কেন আমরা তোমার  
দল সহ্য করব? (দ্বিতীয়ার ইস্ত্র ধারণ ক্র) চলত, এবিষয় তন্ন  
করে বিচার করাতে হবে! মাতা অকল্পিতী ওঁকে কিছু ভাল বাসেন  
সেই গর্ব করেন; বটে আচ্ছা। আজ, হয় স্বর্গ নয় পাতাল, হয়  
এদিক না হয় ওদিক। চলতে এখনই এবিষয়ের বিশেষঃ রূপে  
বিবেচনা করাতে হবে। চল, ওঁর অতিশয় তেজ হএচে।

(দ্বিতীয় ও তৃতীয়ার প্রস্থান)।

প্রমো। যাও, যত পার খোঁজামোদ করগে। আমি বিনা কারণে  
দোষ দিই নাই! (অগতঃ।) কিন্তু, আমারও মাতার কাছে  
ওঁর ঈশ্বরীকীর যেরূপ কুৎসা করেন, জানান উচিত। তাহলে  
কিনীদে? বেশ মান্ন বুদ্ধি হবে এখন? আমার ইচ্ছা ছিলনা;  
একথা দেবী অকল্পিতীর বর্ণগোচর করি। কিন্তু এখন মাতাকে  
হতভাস্ত নাশনালে তিনি অবশ্য আমাকেই দোষী বিবেচনার  
ভাঙ্গনা বর্ডে পারেন। একটা স্থলে মুখরারট জিৎ।

(প্রস্থান)



## দ্বিতীয়গতাক ।

রাজ অন্তঃপুর ।

বিরাটরাজ একান্তে আসীন ।

( রাজ্যের প্রবেশ । )

বির। ( সমবাস্তে ) এস, এস প্রিয়ে ! আহা ! তোমার অমিয় মধুর নাম  
শ্রবণ হইয়াছেই মনটা এমনি ব্যাকুল হল ; যে, অকালেই সভা-  
ভঙ্গের অনুমতি কর তোমার কাছে এলাম ।

সুদে। সুদেষ্ণাদেবকে ভক্তি ভাবে নমস্কার করি ।

বির। থাক থাক, হয়েছে, বস । আহা ! তিরস ! তোমার ন্যায়  
ধার্মিক গৃহিনী লাভ করেই আমি ধন্য হয়েছি ।

সুদে। আর্ষা ! এমন অসময়ে সভাভঙ্গের কারণ কি ? আর হঠাৎ  
দাসীর নামই বা শ্রবণ হল কেন ?

বির। প্রিয়তমে ! আমি অছেদ্রিত তোমার ঐ সুধাপর হৃদয় মধ্যে  
প্রতিভাত দেখি ! তাতে তোমার ননোরণ অমৃতময় নামটি নিত্য  
স্মৃতিপথে উদ্ভিত থাকার অসম্ভব কি ? আহা, বিরাটভাবিনি !  
নিকটে ভাল করে বস না ?

সুদে। মহারাজ ! আপনার ককণ স্বভাবে এত অনুগ্রহ উপযুক্ত বটে ?

বির। বিরাটেশ্বর ! আমি একটী কথ্য জিজ্ঞাসা করি, তা পরিহার  
করে বুঝিয়ে দেবে ত ?

সুদে। কেন নাথ, আজ এরূপ আজ্ঞা কর্তার আবশ্যক কি ? দাসীকে  
কোন আদেশ পালনে অগ্রস্ত দেখেছেন ?

বির। না না, তা নয়! তবু কি না, যে বিষয়ের মধ্যে স্কাটনে সভাগণ  
সহিত না কি, অসমর্থ হলাম; তাই আমার সুভীক্ষবুদ্ধিমতী,  
অর্দ্ধাঙ্গিনীকে জানাতে বাধিত হচ্ছি।

সুদে। নাথ! আপনার প্রবীণ বুদ্ধির অগম্য কি বিষয় আছে,  
বুঝতে পারছি না। অসুমতি করুন, দাসীর সাধ্য হয়, —

বির। তোমার সাধ্য বৈ কি, সে তোমারই —

সুদে। মহারাজ! কি জন্য উতলা হচ্ছেন? এমন কি বিষয়, যে আপ-  
নার বুদ্ধিকে চঞ্চল করেছে? •

বির। না, তেমন কিছু নয়; বল্‌ছিলাম কি? বলি, তোমার ঐ নবাগত  
দাসীটী কত কাল এখানে বাস কর্‌ছেন, আর ওঁর স্বভাব চরিত্রই  
কেমন?

সুদে। মহারাজ, কোন নবাগত দাসীর তত্ত্ব কর্‌ছেন,  
বুঝ্‌লাম না।

বির। ঐ যে কি নামটী বল্লে? আহা! স্মরণ হচ্ছে না। হুঃখিনী  
যোগ্য নামটি বটে! কি নামটী বল্লে আহা! —

সুদে। সৈরিক্তী!

বির। হাঁ, হাঁ, হাঁ! সৈরিক্তী, সৈরিক্তী বটে। উনি কত দিন তোমার  
নিকট নিযুক্ত হয়েছেন!

সুদে। বিরাট অধিপতির তার অসুস্থতায় লবার কারণ কি? আর,  
তিনিই বা তাকে দেখুলেন কি করে?

বির। না না, আমি তার প্রতি 'নিরীক্ষণ' করি নাই। তবে যখন  
তিনি সন্মুখে আসেন, তখন প্রথম বোধ হইল, যেন ভূতলে বিদ্যাদোহ-  
পত্তি হচ্ছে, এ কারণেই ইচ্ছাৎ ক্ষণমাত্র দৃষ্টি করেছিলাম। তা  
ওঁকে মাননী বলে প্রতীতি জন্মাতে কিছু বিবেচনা কর্‌তে  
হইছিল, নটে, কিন্তু আমি আর ওঁর মুখচন্দ্রমার দিকে অবলো-  
কনও করি নাই।

সুদে। কিন্তু, অদৃষ্ট বস্তুর যে কেউ উপমা দিতে পারেন, তা ত শুনি নি।

বিরা। প্রিয়ে! আমার কথাটা প্রমিধান করে, তার পর অপরাধী  
কিনা বিবেচনা কর।

সুদে। কি অনুমতি করুন।

বিরা। অর্থাৎ আমার সম্মুখে উপস্থিত হবা মাত্র, মন্তক অবনত করে  
হিলাম।

সুদে। দেব! দাসীর তর্ক করা অকর্তব্য। কিন্তু নিবেদন করি, যে না  
দেখেই তর্ক করে তার মুখের বর্ণনা করা হল?

বিরা। বিরাটলক্ষি! আমি এই কথা উত্থাপন করবার পূর্বে অনেক  
বিবেচনা করেছিলাম। আমার ৩০ মনে মনে শঙ্কা ছিল, যে এই  
প্রশ্নে যদি বিরাটমোহিনী সন্দ্বিষ্ট চিত্ত হন। কিবা—

সুদে। আপনার কথায় বাধা দিতে বাধা হলাম। মহারাজ! জগদীশ্বর  
দাসীর চিত্তকে অনুরণন আপনার চরিত্রে অসন্দ্বিষ্ট রাখুন। কিন্তু  
আমার একটি নিবেদন হচ্ছে, যে সুদেবীজীবন ও বিশেষঃ রূপ  
জানেন—মনে পাওনা থাকলে কখন মানুষের শঙ্কা হয় না।

বিরা। বিরাটমোহিনী! অশেষ বিদ্যাবতী, রাজরাজেশ্বরী সুদেবার  
নিকটে বুদ্ধে মৎসাদিপ বিরাট পরাজিত হলেন।

সুদে। (স্বহাস্যে) কিন্তু পরাজিত হবাম বলেই ত পার পান না!

বিরা। প্রেমনীরিণী রাজমহিষী বিশেষঃ পরিচিত আছেন। পরা-  
জিতকে বিধি বিহিতে দণ্ডনীয় করুন। (ক্রোধে শয়ন)

সুদে। স্বগতঃ। সুদেবার মত স্ত্রী হলেই পুরুষকে এমনি করে শাস্তে  
হয়। (স্বহাস্যে—প্রকাশ পূর্বক) নিদ্রাবেশ হয়ে থাকে, শয়ন  
মন্দিরে চলুন।

বিরা। (অধঃস্বাধার পূর্বক গাত্রোত্থান কৃ) হাঁ, হাঁ, চলুন। আহা!  
আমার রাজলক্ষি! —

সুদে। স্বগতঃ। পুরুষকে বণ করবার জন্য স্ত্রীর আশ্রয় যত্ন হয়, মতা  
কিন্তু, এতটা ও আবার সময়ে ২ ভাল লাগে না।

(অগ্রে রাণী পশ্চাৎ বিরাটসমাদর পূর্ণ সম্বোধন করিতে ২ প্রস্থান।)

## তৃতীয় গভাক্ষ।

উত্তরার মহল।

( উত্তরা রহরলা ও অন্যান্য সখীগণ প্রভৃতি । )

রহঃ। উত্তরে! তুমি কমনীয়রূপে অর্জুনগত প্রাণ সুভদ্রার অপেক্ষা  
নিকট। নও, সেই জন্যই বলি, অতুলগুণে যদি তার সমান হতে  
পার, তাহলে বিরাটের নোভাগ্যের অবধি নাই। বাহগ, তুমি এত যত্ন  
করে সংগীত বিদ্যা যত দূর শিক্ষা করেছ, আজ আমার নিকট  
তার পরীক্ষা দেও। বিরাটেশ্বরী অনুমতি করেছেন, এরী মধ্যে  
একদিন তোমার নৃত্যগীত শিক্ষার পরিচয় লওয়া হবে। নবীনে!  
গুণের সন্মুখে আগে পরীক্ষা হওয়া উচিত; এতে লজ্জা কর না।  
উত্ত। ওরো! আপনাদের নিকট আমার অবৈধ লজ্জা করাই অন্যায়।  
আমি শিক্ষার পরিচয় দিতে প্রস্তুত আছি।

রহঃ। বৎসে! আগে বীণাতান্মিলিত স্বরে সংগীত আরম্ভ কর।  
( বাদ্যকরীদিগের প্রতি ) তোমাদের যন্ত্র সকল মিলিত হয়েছে?  
যঃ সকলে। আজ্ঞা, হাঁ।

নিপুঃ। রাজকুমারি! আপুনি কাল রাত্রে যে অভিনব গীতটি  
গান করছিলেন। সেইটি আগে গান।

উত্তঃ। প্রিয়সখীর মতই গ্রাহ্য। আমি করেকদিন পরিশ্রম করে  
এ গীতটিকে এক প্রকার মনের মত করেছি; সুন্দর হয়েছে,  
কি না, তা গুণদেব বিচারকর্ষেন।

( অর্জুনের অনুপস্থিতিতে উপবনে পুরবী রাগিণীতে যোগীত গান  
করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গীতানন্তর রহরলাকে সম্বোধন পূর্বক )—  
ওরো! আজ প্রাতে অন্য একটি গীত রচনা করেছি; অনুমতি

করেন ত, সেইটিও গান করি, কিন্তু দোষ উলি সংশোধন করে দিতে হবে।

রুহ! সুকুমার! রচিত গীতে আন্তরিক ভাব প্রকাশ করা যায়; সেটা স্বয়ং প্রতিপন্ন করলেই অতি পরিস্কার হয়। বিশেষ: তোমার প্রতিপাদ্য বিষয়ে সংশোধনের অভাব থাকা সম্ভব নয়।

উত্তর! রুহ! আমি আপনার আদেশানুবর্তিনী। সেই গীতটি গান করি। কুমারীর চপলতা ক্ষমা করবেন!

রাঃ ইমন। তলি একতাল্লা।

বরিশাম তারে মনে।

মন-নলিন প্রফুল্লিত বাঁচারি স্মরণে।

নিবেদন তোরে বিধি, বিলা ও সে গুণনিধি,

ভাবি যারে নিরবধি, জুড়াই তাপিত প্রাণে ॥

রুহ। স্তব্ধে! এই গীতটি সরলভাবে কোন নব প্রেমাত্মরাগিনী কুল-বালারি নিফুল্ল প্রীতিভাব প্রকাশ করছে, সন্দেহ নাই। যদি কোন সখীর অনুপ্রবেশে প্রস্তুত করে থাকে তবে সেই পবিত্র হৃদয়, প্রথম প্রণয়িনীকে ছরায় ইটী শিকি দেওয়া আবশ্যিক। গীত দুটীতেই অতি সুন্দররূপে মনোহর ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, বোধ হয়, তার মনোনিীত হবে। (অগতঃ) ইহার অর্থ আমার মনেই থাকা উচিত, আমি যে উহার প্রেমউদ্বোধকের বিষয় অবগত হয়েছি, তাহা আপাততঃ অপ্রকাশ রাখাই কর্তব্য।

উত্তর! (স্বলজ্জভাবে) রুহ! এই নূতন গীত আমার কোন আজ্ঞাসখীর অভিমতে রচনা করেছি বটে; যদি কোন দোষ থাকে এসন্ন হয়ে সংশোধন করে দিন।

রুহ। অতি উত্তম হয়েছে। গীতের ভাষা সরল হওয়াই উচিত।

উত্তর। নিপুণিকে! আমার হস্তে বীণা দেও, তুমিও আজ একটী নূতন

গীত জ্বলাপ করছিলে আমি শুনেছি, সেটি মিশ্র রাগিণীতে অতি চমৎকার হয়েছে। (বীণালইয়া) কেন ভাই, তুমিওত আমার সঙ্গে এই উৎকৃষ্ট বিদ্যা শিক্ষা কলো? গুরুদেবের সাক্ষাতে লজ্জা কি?

বুহ। অবশ্য; আমি নিপুণীকাকে অত্যন্ত স্নেহ করি, ওঁকেও যত্নের সহিত এই মনোহর বিদ্যায় সুনিপুণ করছি। তোমরা গীত বিদ্যার পরিচয় দিয়া, তার পর, উভয়েই নৃত্যশিক্ষার পরীক্ষা দিবে।

নিপু। আমাদের রাজকুমারীর বাঁপকণ্ঠ অসাধারণ। আমি কখন গোপনে একটি গীত গেয়েছিলাম, অর্ধশতাব্দী উঠেছে। সে ক গুরুদেবের নিকট প্রকাশ যোগা?

উত্ত। সে হবেন। ভাই, কেন, আমাকে আমার গীতটাই গান করতে বাধ্য? নিপুণকে! তোমাকে সেইটাই গাইতে হবে।

নিপু। আচার্য মহাশয়ের আজ্ঞা, আর রাজনন্দিনীর আদেশ, কাবে কায়েই, বাধ্য হলাম, বিধেয় নিয়ম থাক মার্জনা করবেন।

গীত—৩য় একতালি।

নট—নাগবন্ধর, রাবিক সাগর, প্রথম পায়ের; হো।

গোপী জন মন মোহন মুরারি, অধরে বাঁশরা

বাজাও; হো। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, জলধর শ্যাম,

মরি কি সূচান, রাধাবিনোদন; এসবে সত্বরে,

বিরাজ অন্তরে, মদন অনন নিবার; হো—

রাজনন্দিনি! অসুগত সখীকে অপ্রস্তুত করবার আর কি উপায় ছিলনা?

উত্ত। কেন ভগিনি, এই গীতটিতো সর্ব্বাংশে স্মরণ হয়েছে?

বুহ। নিপুণিকে! লজ্জিত হবার আবশ্যক নাই। আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তোষ—হলাম। এখন তোমরা উভয়ে তালবিশুদ্ধ

নজর : আমি স্বয়ং সরমতী মন্দির। নাম্য করি।

(রাজকুমারী ও নিখুণীকার ক্রমে সকল নৃত্যোপবেশী তালে  
নৃত্যের পর—উপবেশন)

(স্বল্প ত্রাস্রগ কঞ্চু কীর প্রবেশ)

। ওহে, নটের গুরো! আপনাকে রাজমাতা স্মরণ করেচেন,  
শীত্ৰ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্গে।

বুহ। উত্তরে! জৌমরা শ্রম অপনোদন কর, আমি বিরাটেধরীর সহিত  
সাক্ষাৎ করে আসি।

উত্ত। আসুন।

(বুহমলার প্রস্থান)

কঞ্চু। হা, হা, হা, বসিক পুরুষের চরিত্রতাই প্রধান অবলম্বন। হা, হা।  
এমন মুরসিক, সুপুরুষ যুগকেও রাজকুমারী গ্রাহ্য করেন না।  
কি আশ্চর্য্য, কিশোর বয়সে শতগুণে বিদ্যাবতী হলেও প্রেমপদ্মটি  
প্রস্কুটিত হয়না। আমি বল্পরিশ্রম করে যে, রতিশাস্ত্রটা প্রাস  
কর লুম, তা বৃথা হল। তা হগ উষ্ণ অন্নটা, শীতল করে আছা  
করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। হা, হা, হা!

উত্ত। কর্তাদাদার, কি অনুমতি হয়? আসুন, এইখানে বসুন  
কি বল্চেন কি?

কঃ। (উপবেশন—মস্তক কণ্ঠ্যন) হাঁ, তাই ত বলি, ক্রমে উন্মুল্ল  
হচ্চেন কিনা? হা, হা, হা!—বলছিলাম কি? বলি, সংগীত বিদ্যা  
শিখ্ছেন শুন্হ, তাই একবার এলাম—বলি, আমার  
কোকিলকণ্ঠ ময়ুরীটি স্বভাবের কেমন উন্নতি কর্চেন একবার  
দেখে আসি? আর একটীমূতন গীত 'নির্মাণ' করেছি, তাই  
শুনতেও এলেম, আর শুলে, আসা তো, বটেই।

নিখু। আচ্ছা, আপনার গীতটি আগে শুনান; তারপরে আমা  
দিকে যা বলবেন তাই করবো।

কঃ। হাঁ, হাঁ, তা, এমনি দাঁতাই ত বটে ? রাজকুমারীর প্রিয়সখী কিনা ?

তা হবেইত ? তা আচ্ছা, অমর মধুরভাবসম্পন্ন গীতটী আলাপ করি—কিন্তু তোমাদিকে নৃত্য করতে হবে।

নিপু। তা অবশ্য ; আমাকে আপনি যা আজ্ঞা করবেন, আমি সম্মত আছি।

কঃ। আর, কেন ? ওঁরও কি অভ্যুগ্রহ হবেনা নাকি ?

উত্ত। মহাশয় ! আমার মাপ করুন। আমি কিছু অস্থস্থ আছি।

কঃ। হাঁ, তা—কমলিনী মুকুলাবস্থায়, ভৃঙ্গরাজের আলাপে কর্ণপাত করেন না সত্য, কিন্তু তা ত নম্র, তা হবে না। তোমাকে আমার অনুরোধ রক্ষা করতেই হবে। উঠ বে না ? আচ্ছা আমিও এই অভিমান করে চলি ; মহারাজকে বলিগে, বলি, আপনার কুমারী আমার প্রত্যাখ্যান কল্লেন।

( উত্থানে উদ্ভাত )

কঃ। ( হস্তধারণ করিয়া ) না, না, বসুন বসুন, রাগ কর্তে আছে ? আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে কি একান্ত বিবাহ না করে ছাড়বেন না ?

নিপু। হাঁ, হাঁ, তাইত বলছি, সম্মত থাকা অধ্যয়ন করছেন কি না ? তা রসজ্ঞ সারগ্রাহী হবেন তার সন্দেহ কি ?—কিন্তু এত দিনের পর আমার কথাটা পুনঃপ্রশ্ন হইল যে ?

কঃ। না,—বলি, তা হলে কর্ণ-চাকুরাণী কোথায় যাবেন ?

নিপু। কেন ? তাকে পরিত্যাগ করব। সে ত নিস্পীড়িত চূত ফলের ন্যায়—বুঝেছ কি না ? —তাতে আর আবশ্যক কি ?

কঃ। রস, আমি কালই দিনীচাকুরাণীকে এই সংবাদ দিয়ে আস্চি।

নিপু। নিপুণিকে ! তোর গায় পাড়ি, তুই ব্রহ্ম হত্যা করিস না। হয়ত এ কথা শুনলে তিনি এক মাস সঙ্গে বাক্যলাপ করবেন না, এক বৎসর আমার সঙ্গে—আহা ! তা হলে, ব্রহ্ম ব্রাহ্মণের



আগটি এমন সুন্দর জীবনধারণকে অতিশয় কষ্ট দিয়েছে ত্যাগ কর্কে। আহা, ত্রাঙ্গণী আমার,—

উত্ত। সে কি মহাশয় ? আপুনি এইমাত্র তাকে ত্যাগ কর্তে চাইলেন, আবার তাঁর নামে এত প্রেম প্রকাশ কচ্ছেন ?

কণ্ঠু। না, বলি, তাকে না হয়, তোমার পাচকী করে রেখে দেব।

উত্ত। তা হবে না, আমি সপত্নীর সঙ্গে একত্রে থাকতে পারি না। সপত্নী জালা আমাদের পক্ষে একটা অভিশাপ।

কণ্ঠু। তা তুমি যা বলবে, তাইতে প্রস্তুত আছি। আরো একটা কথা বলি, এমন সুন্দর, অরসিক, স্তম্ভাচন, স্তম্ভকর, আর কোথা পাবে বল দেখি ? মহারাজ কি, অস্পৃহে আমাকে জামাতা কর্তে চান নত ? আমি আমাকে এটা ক্ষমা করুন ততই কেবল লোভ দেখিয়ে ২ ভুলান।

উত্ত। হাসতেই ত, এমন সুবাকুলের দর্পচূর্ণ, পুরুষকে কেন ! বরণ ইচ্ছা করে।

কণ্ঠু। হা ! হা ! হা ! আমি ত এই গুণেতে মুগ্ধ হয়ে আছি। 'মাতা' এমন কুমুদিনী যে চন্দের জন্যে এক্ষুটিত হচ্চেন তিনিই পৃথিবীর সম্পূর্ণ ভাগ্যবান !

নিপু। কেন, কর্তব্য কি ভয়ে পোছু হসেন নাকি ?

কণ্ঠু। নিপুণিকে ! তুমি নিত্য অস্পৃহা, কণ্ঠুটির তাৎপর্য্যটাই প্রকাশ করলে না ? এইজন্যই আমি তোমায় অরসিকা বলি।

নিপু। আপনি আমার সূণ্য করেন, আস্চা, আর আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলিব না। আমি বিচ্ছেদ ছালায় জ্বলে মরে ও যাচ্ছি, মোক্ষ স্বীকার ; কিন্তু —

কণ্ঠু। ও নিপুণিকে ! আমার রক্ষা কর। আমি তোর সঙ্গে না বধ করে এক মূর্ত্তও বাঁচব না। নিপুণিকে ! আমার রক্ষা কর, আহা 'পলকে প্রলয়জান না হেরিলে মরি' ! আমি তোর পায়ে পড়ি, তাই, তুই আমার স্বরক্ষা ধন, তুই আমার আর—কত বলবে।

পু। হি, হি, আপুনি জ্ঞান, ও কি? ও কথা কি বলতে আছে?

কঃ। হাঁ হাঁ! দায়ে পড়ে জানতে, তিনি ও, এটে—আর নাম করব না।  
বন্ধে গ্রহণ করেছিলেন।

নপু। আবার এ কথা! তবে যাও, তবে আমি কথা কইব না।

নঃ। আচ্ছা, হস্তে ধর চি কথা কও, অভিমানিনী মান ভঙ্গ কর?  
আদরিণি! তোমার—এর জীবন রক্ষা কর। আমার প্রাণ কণাগত  
হয়েচে।

নপু। আচ্ছা, আগে বলুন দেখি ঃ রাজনন্দিনী কি আমি; আপুনি  
এর মধ্যে কাকে অধিক ভাল বাসেন? তবে কথা কইবো, নতুবা  
এই পর্য্যন্ত।

কঃ। (অন্তরালে) আহ! মিশুকিকে! চক্ষুচকোর তোমার বদন-  
সুধাকর দর্শন আশে ব্যস্ত কালে, অমনি ব্যগ্র হয়ে এখানে আসি।  
ত! ওকি মহাশয়! আপনি নিপুনিকাকে যা গোপনে বলেছেন, আমি  
বুঝছি। আচ্ছা! আর আপনার সঙ্গে কখন আলাপ করবে না।  
আমি এখান থেকে দাঁড়ি, আমার উপস্থিতি আপনার নিপুনিকার  
সঙ্গে বিগেহরূপ আমোদ প্রমোদ হচ্চেনা, বুঝছি।

নঃ। অগতঃ! এই বারেই সর্বনাশ! একে মাননা করা বড় সহজ নয়,  
আচ্ছা গান শুনে এসেছিলাম—বাণ! বাহগ, দেখি,  
চেঁটার অনাথা কিছুই নাই, (প্রকাশে) তরুণে! নিপুনীকাকে  
তুমি মহোদরার মত স্নেহ কর, এইজন্যই উনি সমতুল্যরূপে আমার  
প্রাণ ভাগিনী হয়েছেন। আপনাকে আর ওঁতে কিছুবার প্রভেদ  
নাই; এইজন্য আপনাকে তুল্য অংশে বিভক্ত করে, উভয়ের অন্ত-  
রেই বিরাজ কচ্ছি।

উত্ত। এ বুঝি হৃদিক্ বজায় রাখা হল? বাহগ, এখন আপনার গীতটী  
স্মরণ করণ। আমি বীণাবাদন করি; নিপুনিকা নৃত্য করণ।

কঃ। কেন, তোমার অকুগ্রহ হবে না? তবে আমার এখানে থাকি  
অসুচিৎ।

উত্ত। সে কি, মহাশয় ! অমন কথা বলতে আছে ? আমি আপনাকে  
নমস্কার করি, আমাকে ক্ষমা করুন ।

কঃ। আচ্ছা, তবে নিপুণীকা নৃত্য কর, আমি সগুহর সংযুক্ত অমিয়  
মধুর সঙ্গীতটি আলাপ করি । (বাদ্যকরীর প্রতি) কিগো, ঠিক  
তাল দিতে পারবে তো ?

বাদ্যকরী। আজ্ঞে সঙ্গ করি নালায়ে গেলে, বোধ হয় পারবো না !

কঃ। আচ্ছা ! তার চিন্তা নাই । নিপুনিকে ! উঠ, আর লজ্জায় কাজ  
কি ? আমার নিকট লজ্জা করতে আছে ? ছি ! উঠ !

নিপু। এই উঠছি । (স্বগতঃ)। তোমায় নাচাতেই উঠলুম । (অপর  
এক সখীকে) তুমিও উঠত ভাই, বুড়ত ছাড়বে না, তামাসা দেখনা ?

অন্য সখী। আচ্ছা, কি করতে হবে বল ?

কঃ। নাচতে হবে সো। নাচতে হবে । (সঙ্গীত)

এমন দিন কি হবে । হায় !

মনের মতন, প্রাণের রতন, বিবি মিনাইবে ।

যতন করে বক্ষে ধরে, তবুও তারে প্রমাদরে ;

তোমরা তখন সাধকরে, যুগগুরুপ দেখিতে যাবে ।

(হায় ২ তোমরা ইত্যাদি।)

আহা, হা ! ২ মরে যাই, মরে যাই । নিপুনিককে ! তুমি চিরজীব  
হও ! নবীনে ! তুমি চির যৌবনা হও । আমি মনের সাহিত  
আশীর্বাদ করি । আহা ! “গজেন্দ্র গামিনোধনি, কোটিকরি অরি  
জিনি” । আমার আহা, হা ! বাথাক্ অদৃষ্টে । (উঠিয়া নৃত্য-  
রস্ত এবং গীত) “মল্লিমর বো ক্ষতি কি তায়,” ইত্যাদি ( উত্তরকে  
সম্বোধন পূর্বক, ) রাজকুমারি ! এদিকে দেখুন, কেমন ময়ূর গঞ্জিত  
পদ বিক্ষেপ দেখুন ? “হায়, হায়,” ‘সেবিনে কি বাঁচে প্রাণ ।  
কারিজন্যে মরি আমি ’—বিরাতনন্দিনি ! দেখুন একবার কল্লীদেপের  
ভাণ্ডা দেখুন ! আপনাদের দৌরায়ে রাজহংস এসে এই

—খানেই লুকিয়েছে, (নিপুণীকার উপবেশন) দেখুন একবার, আপনার নিপুণীকার আর পদক্ষেপণ দূরে থাক দাঁড়াবারও কমতা নাই ? হা ! হা ! হা !—

উত্ত । ঠাকুরদাদা ! আবার নিজের চাল-টি ভুলে যাবেন ; স্থির হন । পৃথী পাতা বাঁচুন । আশুন, আমি বাতাস করি ।

কঃ । (রাজকুমারীর হস্ত হইতে ব্যজন লইয়া) তা অবশ্য; এ প্রেমের পুরস্কার আপনি না হলে দেয় কে ? কিন্তু তাহলে যে এখানে হয় না, আপনার আদরের সুখী যে আজ, আসল কাজে যত না হগ্ লজ্জায় দ্বিতীয় সরিষরা উৎপত্তি কর্চেন । (নিপুণীকাকে ব্যজন) আহা ! জীবব্যক্তি অপেক্ষা যন্ত্রটা পরাজিতেরই অধিক হয়ে থাকে ।

নিপু । ঐ ত, আপনার কথা গুল নিতান্ত অসহ্য । (ব্যজন লইয়া) দিন-আমার দিন- (ব্যজন)

কঃ । এই দেখ দেখি, ঘুরে ফিরে কেমন আসলে দাঁড়াল ? হা, হা, হা ! পুরুষের চতুরতাই প্রধান অবলম্বন ।

(বৃহন্নলার প্রবেশ)

বহ । প্রহরেষ্টে ! রাজমাতার আজ্ঞা, কালই তোমার সঙ্গীত বিদ্যার পরীক্ষা হবে ।

উত্ত । মাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য ।

কঃ । আমাকে সঙ্গে নাচতে হবে ?

হা । আজ্ঞে হাঁ, আপনাকে সঙ্গে নাচতে হবে টৈ কি ; ঐক সঙ্গে না থাকলে কি শিষ্যের ভরসা হয় ?

কঃ । হা, হা, হা ! বুঝ ত ? আচ্ছা, রাজকুমার ! তবে আপনারা বসুন আমি আসি ?

উত্ত । আবার কাল আসবেন ?

কঃ । যাঃ আসিব না ? এরি মধ্যে পুরাতন হয়ে গেলুম বুঝি ? হি ! হা, হা, হা ।

## সৈরিক্তি নাটক

উত্ত। (স্বহাস) নানা, আপুনি আনুন, আমার ঘোষ হয়েছে।

কঃ। (স্বহাস) তাই বল—আসব বৈ কি—কোন দিনইনা আসি? নিশুণিকে! আসি তবে ভাই, মনে রেখ।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

উত্ত। সৈরিক্তি! (গাত্রোত্থান পূর্বক) এস, এস, (অর্জুনের প্রতি) রহনলে! আমি মাতার কাছে শুনেছি, রমণীতে যে সকল গুণ থাকে আবশ্যক, সৈরিক্তিতেই সেগুলি আছে, এঁকে আমার আপনার মায়ের মতন ভক্তি কর্তে ইচ্ছা যায়। (দ্রৌপদীর প্রতি) সৈরিক্তি! তজ্জে তুমি আমার কাছেই বস।

দ্রৌপ। কুমারিকুলচন্দ্রিমে! আপনার সরলতাতে বিশেষঃ বাধ্য হলাম। আপুনি মার্জনা করুন, আমি দাসী, দাসীর আসনই আমার উপযুক্ত!

উত্ত। তা হবেনা, ভগিনি! তুমি যদি এখানে বস, তবে আমিও তোমার নিকটে যাব। (নিকটে গমন)

দ্রৌপ। সুশীলে! এরূপ শীলতা রহনলা শিষ্যার পক্ষে অসম্ভব নয়।

(হস্ত ধারণ ক্র) আচ্ছা, চলুন, আমি আপনার নিকটেই বস্চি।

১রা। (২রা সখীকে) আহা, সৈরিক্তিকে দেখল আমাদের স্ত্রীবনে

সুগা হয়, দেখছ ভাই, রাজনন্দিনীর কাছে বসতে কে দাসী,—

২রা। আহা, যেন পূর্ণচন্দ্র নক্ষত্রটিকে ঢাকা দিলেন।

তুয়া। কেন ভাই আমাদের রাজকুমারী বা দেখতে মন্দ কি?

১রা। না, না, মন্দ কে বলে, এ রাজ্যে ওঁর মত আর কটা আছে, দেখাও দেখি।

তুয়া। চুপ করভাই, আস্তে কথা কও।

২রা। কেন? সত্য কথাই মার নেই; আমরাও আর কাকে নিন্দা করি না।

তুয়া। আমরা দাসী আমাদের ওসব কথাই কাজ কি, ভাই চুপ কর।

অজ্ঞু। সৈরিকীট। কীচক তোমাকে বিনা দোষে অপমান করেছে শুনে, অন্তরে বাণী পেলাম।

দ্রৌপ। নপুংসক জীহ্বাধে হুঃখিত হন, কখন শুনি নাই; আর, আপনি 'অন্তরে বাণী পেলাম' বলেই তাকারো অপমান দূর বা মান হুজ্জি হল না।

১ম। আহা, কেমন মিষ্ট করে কথা কছেন! বোধ হয় বীণাযন্ত্র মিলিয়ে সুর দিলে ঠিক মিলে! আহা, যদি কখন নারীজয় লভে হয় তবে যেন সৈরিকীট হয়ে জন্মাই।

অজ্ঞু। সুদেহাসংখি। জগদীশ্বর আমাকে ক্রীত করেছেন, আমিও বাধ্য হয়ে জীর্ণের অন্তঃপুরে বাস করছি, আমাকে এখন তাঁর মধ্যে গণ্য করাই উচিত। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে উভয়ে বহুকাল একত্রে বসতি করেছি। সুতরাং পরস্পরের হুঃখে কাতর বা হুঃখে অনন্যিত হওয়া অশরম্য নয়।

দ্রৌপ। অগতঃ কালে কত দূর বিপর্যয় ঘটতে পারে? দেবপতিশচীনাথ তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন, তিনিও আজ 'আমাকে অবলাজাতি মধ্যেই গণ্য করে' অজ্ঞান মুখ বলেছেন। কিন্তু এ অবস্থার এই আগ্রহ লওয়া কিবা? দুঃখের শাসন কর, বলে অনুরোধ করাত উচিত নয়।

উত। সৈরিকীট। অরবুদ্ধি কীচক তোমার প্রতি অত্যাচার করেছে উপযুক্ত দণ্ড পেলেন না; এইজন্য আনন্দে নিতান্ত হুঃখিত হয়েছি। বারবার মাতুলের অসং কার্যে প্রমত্তি দেখে আমি মাতার সহিত যে কত লজ্জিত আছি, তা বলতে পারি না।

দ্রৌপ। সরলে! আপনারা আমার হুঃখে কাতর আছেন, এইজন্যই আমি কোনরূপে তা সহ্য করছি। কিন্তু কীচকের দণ্ড পাওয়ার জন্য চিন্তা করবেন না; পাপের হুজ্জি অতি অল্প দিনের জন্যই হয়ে থাকে।

নিপুণিকাগ্রভূতি সর্কিলে। আহা! জগদীশ্বর করুন, তাই হোক।

দ্রোণ । তোমাদের সরলহৃদয়ের প্রার্থনা যৌপদীসখা বাস্তবে অবশ্যই পূর্ণ করেন । ( অর্জুনের প্রতি ) রহস্যে ! আমি দুঃখ জানাতে, আপনার নিকট আসিনাই ; কিন্তু উপযুক্ত শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া আপুনিত সন্তুষ্ট আছেন ; এটিই জিজ্ঞাসা কর্তে এসেছিলাম ।  
রহ । সৈরিঙ্গী ! এমন বুদ্ধিমতী, নম্রস্বভাবশিষ্যকে শিক্ষা দিয়ে আনন্দলাভ করা আশ্চর্য নয় । আমি নিয়ত অর্জুনসখার নিকট প্রার্থনা করি যেন বৎস উত্তরা, পাণ্ডবদিগের লক্ষ্মী ও অর্জুনহৃদয়বাসিনী কৃষ্ণার ন্যায়সমূহ উৎকৃষ্টগুণে ভূষিত হন ।

দ্রোণ । পাণ্ডালী মন্তকমণি পার্থের প্রিয়বন্ধু এই প্রার্থনা পূর্ণ নাকরাই অসম্ভব । ( উত্তরার প্রতি ) নিকশমে ! আমি, উপস্থিত হওয়াতে বোধ হয় আপনকার পাঠের ব্যাঘাত হচ্চে, — এখন আসি ।

উত্ত । কালু আবার একবার আসবেন ?

দ্রোণ । রাজবালে ! সৈরিঙ্গী দাসী, আপনাদের অনুমতি পালনে অপ্রস্তুত থাকাই তার অনার ।

উত্ত । ( গাণ্ডোথান-কারিয়া ) আচ্ছা, তবে আনুন ।

দ্রোণ । রহস্যে ! দুঃখ মোচন কর্তে নাপাল্লো বিজ্ঞ লোকে কাতরমাজ হয়ে শরীরশীর্ণ করেন না । তুমি সচ্ছন্দে রাজকুমারীর সহিত অবস্থান কর ; সখী সম্বোধন করে যিনি দ্রোণদীকে গৌরবান্বিত করেছেন, তিনিই তাঁকে রক্ষা করবেন ।

রহ । ভদ্রে ! আমি পাণ্ডুনন্দনদিগের স্বাক্ষসেনীর আত্মসমাগমী, স্তত্রাং তাঁর পবিত্র স্বভাব তোমাতে বিশেষঃ দৃষ্ট হয়ে থাকে ।

দ্রোণ । নিপুণিকে ! তবে তোমরা বস আমি এখন আসি ।

সকলে । ( গাণ্ডোথান করিয়া ) এস, এস, আহা, সৈরিঙ্গী ! আমরা তোমার সঙ্গে আলাপ করে কত সন্তুষ্ট থাকি তা বলতে পারি না ।

দ্রোণ । পার্থহৃদয়ভাগিনীর প্রিয়সখা তোমাদের মঙ্গল ককণ, তামরা বস, আমি আসি ।

উত্ত। বৃহৎসপ্তঃ সৈরিকীর মতন রূপ গুণপূর্ণ কামিনী আপনি আর কোথাও দেখেছেন ? আমার বোধ হয় ওঁর তুলনা নাই । আর দেখুন, ওঁতে যে একটি বিশেষ মহত্ব আছে, আর সেটা যে উনি অতি কঠোর গোপন করে রাখেন, তা ওঁর সঙ্গে আলাপ করলেই বুঝতে পারা যায় ।

নিপু। রূপগুণ সকল রকমেই বড়, আমার বোধ হয় ওঁর মত আর কেউ নাই । আহা ! উনি যাঁর সখী বলে পরিচয় দেন, তিনি যে কেমন, তা আমাদের মনেও ধারণা হয় না ।

সখীগণ। আ, হা, হা ! তা ঠিক, তার সম্বন্ধ আছে ? ওঁকে দেখলেই যেন কোন দেবী বলে, বোধ হয় । আহা, শরীরে কি যেন, কোন খানে যদি একটাও দোষ আছে ; ত্রীজয়া নিতে হয়, তবে অমনি হওয়াই ভাল ।

উত্ত। বাস্তবিকই তাই । কিন্তু মাহুল আমার কি নিষ্ঠুর, কি মহাপাতকী ? মাহুলে যে এতদূর অসৎ হয়, আমি সন্তোষ তা বিশ্বাস করিনি । পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন ওঁর মনের শীতল সুপরিবর্তন হয় ।

নিপু। ককিলীমোহন ককণ যেন উনি উপযুক্ত শাস্তি পান ।

সকলে। তা নয়ত কি ? “উনি আবার সজ্জিত হবেন ?” তা কখনই না । কলির শেষে যখন সত্যকাল হবে, তখনও বোধহয় এমন প্রকৃতির লোকে ভাল হওয়া ভার ।

অৰ্জু। বৎস, উত্তরে ! আজ তোমাদের পাঠ এই পর্য্যন্ত থাক, আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হল ; চল সন্ধ্যাদেবীর উপাসনা জন্য উপবন কেমন সজ্জা করছেন দেখে মনকে সুস্থ করিগে ।

উত্ত। চলুন,—স্বভাবের অপূৰ্ব শোভা দেখতে আমি বড় ভাল বাসি । নিপুণিকে । চল, তোমরাও আমাদের সঙ্গে চল । সকলে । চলুন ।



## চতুর্থ গভাক।

রত্ননশালা, ভীমসেন গৃহ।

( ভীমসেন নিদ্রিত এবং দ্রোপদীর প্রবেশ )

দ্রোপ। হিড়িম্বানাথ! সুখে নিদ্রা ব্যাক? যুবতী রমণীকে  
পাপাজ্ঞা। অসৎ ব্যবহার করবার সম্ভাবনা জেনেও  
নিশ্চিন্ত রওছ? ( নিকটে গিয়া ) আহা, চিরদুঃখিনী  
পাণ্ডালী, প্রাণেশ্বরদিকে সচ্ছন্দে থাকতে দেখলেই সুখী হতে  
পারে, কিন্তু, নীচমতি কীচকের পদদলিত হয়েও তার শাসনে  
উপেক্ষা করলে, মহাপাতক পবনাঙ্কুরের হৃদয়ভাগিনী বলে  
পরিচিত দিতে তাকে যে লজ্জিত হতে হবে। হায়, যে শূরবীরর  
প্রাণভাগিনী হয়ে, রাজমাতা হিড়িম্বা অসীম দাক্ষরাজ্যের  
দেখরী হলেন, তার ধর্মপত্নীই আজ পাবও হস্তে অপমান  
হল? ( পদতলে উপবেশন ) প্রাণনাথ! বীরচূড়ামণি, মধ্যম  
পাণ্ডবের অীচরণ সেবা নিতে দাসীকে আজ কুমতি  
বিরটি সেনাপতি পদাঘাত করলে?, প্রাণেশ্বর! দুঃখলানাথ  
তোমার ভগ্নিপত্নী হয়েওত এব অপেক্ষা সামান্য দোষে নিস্কৃতি  
পান নাই। ( আশ্রয়তঃ ) কিন্তু আমার এস্থানে অধিকক্ষণ  
অপেক্ষা করা উচিত নয়। ( ভীমসেনের কোড়মগ্নিদানে আগমন  
পূর্বক ) হৃদয়েশ্বর, একে তোমাদের বিরহ অনলে দগ্ধ হচ্ছি, তার  
উপর এ অপমান বিঘ যে আর সহ্য হয় না? কৃষ্ণাগ্রিম! বিরটি  
অন্তঃপুরবাসি প্রমিলাদের তাড়নাতে আমার শরীরকত শীর্ণ  
হয়েছে দেখ? নাথ! তোমার গভীর নিদ্রাত আমি স্পর্শমাত্র ভগ্ন  
হত? কিন্তু আজ তোমার সে সুখ অনুভব হচ্ছে না?

ভীম। (অপ্রাণবাহ্য) অরি পাঞ্চালি! তুমি নাই, দুর্ভাগি, সবরেই  
যম সন্মানে গমন কর্কে।

দ্রৌপ। আহা! প্রাণকান্ত! নিদ্রাবস্থাতেও তোমার পাঞ্চালীর  
দুঃখ আলোচনা কর্কে! আমি ক্রকশিশোরের নিকট করপুটে  
প্রার্থনা করি, যেন অবলামাত্রেরি তোমার মত পতী পান।

ভীম। (অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায়) কৃষ্ণ! তোমার সহিত সপ্নের আলাপনও  
নিতান্ত সুখকর।

দ্রৌপ। পাণ্ডবদাসী মহাশয়ক স্বামীর চরণে প্রণিপাত কর্কে।

ভীম। (নিদ্রাভঙ্গ) একি? বিরহদগ্ধ আমাদের দুঃখভাগিনী-কৃষ্ণা,  
কি সগাই আমার নিকট উপস্থিত হয়েছেন? অথবা প্রকৃত স্পর্শ-  
সুখ অনুভব হওয়া ত অতিশয় বিচিত্র!

দ্রৌপ। দাসী যে অনেক দিন তোমার জীচরণ সেবা কর্কে পায় নাই—

ভীম। পাণ্ডবসম্পত্তি! একি? তুমি কি প্রকারে এখানে এলে?  
এবিষয় কেউ অজ্ঞানমাত্র জ্ঞাত্রে পাগল হইত অনর্থ ঘটবে। আমরা  
যে আশ্রয় রয়েছি তাতে একরূপ অসাবধান নিতান্ত অনায়াস।  
কি জন্য তুমি আমার কাছে এসেছ, তা শীঘ্র প্রকাশ করে বল—  
প্রিয়ে! মধ্যম পাণ্ডব নিতান্ত বাধ্য হয়েই যাজ্ঞসেনীর প্রতি  
একরূপ অসমরস্বাক্য প্রয়োগ কর্ছেন!

দ্রৌপ। হৃদয়নাথ! আপনাদের সে শঙ্কার আবশ্যক নাই, আমি সাবধান  
হয়েই এসেছি। কিন্তু আমার এখানে আসবার কারণ আপনার  
কি জন্য স্মরণ নাই, তা বুঝতে পারলাম না। পাণ্ডু সন্তানেরা  
পাঞ্চালীর প্রতি নির্দিষ্ট হয়েছেন এ কথা আমি প্রাণ থাক্কেও  
বিশ্বাস করি না; আর তাকে অপমান হতে দেখেও তাঁরা যে  
নিশ্চিন্ত থাকবেন সেটিও নিতান্ত অসম্ভব। প্রাণনাথ! হৃষ্ট  
কীচক আমার প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করেও শাসিত হল না।  
এজন্য আমি হৃদেষ্কার, দাসীদের পর্য্যাপ্ত কত উপহাস সহ্য  
কর্ছি তা কি করে বলব? তারা সর্বদাই বলে, গন্ধর্ব্বরা বুঝি

সৈরিঙ্গীকে ছেড়ে গেছে? তাও বাহগ্! আপনাদের অপেক্ষায় এ সব আমিসহ্য কর্তব্য কিন্তু মলমতাব কীটক যে, যখন তখন "সৈরিঙ্গী! তৈ তোমার নপুংসক গন্ধর্কপতিগণ আমার কিছুই করতে পারেনা?" বলে উপহাস করে, সেটা বিষমুক্ত শূলের মত মর্মে ভেদ করে আমার হৃদয়কে বাধা দিচ্ছে।

ভীম। পাণ্ডবজীবন! হুঁহু! যখন তোমার অঙ্গে পদাঘাত করিল, আমি তৎক্ষণেই তাকে যম সদনে প্রেরণ কর্তে প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। কিন্তু পরমপূজ্য ধর্ম্মাজ্ঞ প্রকাশ আশঙ্কায় আমাকে ইজিত করে নিবারণ কল্লেন সুতরাং শূগাল কেশরীকে স্পর্শ করেও পরিভ্রাণ লাভ করেছে। প্রিয়ে! আমাদের অজ্ঞাতকাল অধিকাংশই গত হয়েছে, অবশিষ্ট সময় অপেক্ষা কর, আমি কীটককে এ পৃথিবী হতে অপসৃত করে বিরাটের নিকট হস্তে বিদায় গ্রহণ করব।

দ্রৌপ। প্রাণকান্ত! পাঞ্চালীর অভিলষিত কুসুম আহরণ জন্য আপুনি সমস্ত যক্ষকুলের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু আপনার আজ্ঞাকারী উত্তরে বিবেচনা হচ্ছে, অবস্থার বিপর্যয় ঘটলে আপনার মায় মহাত্মার অপরিবর্তনশীল চিত্তের ও বিকৃতি জন্মাতে পারে। নাথ! মহাযশা ভীমসেন অজ্ঞাতবসের অপেক্ষা করে শত্রুশাসনে অনুদাত ছিলেন, ভারতরাজ্য মধ্যে উটি কেহই বিশ্বাস করবেন না। আরকাল প্রাতেই পুনরায় মহিলারা আমাকে য়ণ করার বলবে "কই সৈরিঙ্গী! তোমার গন্ধর্কপতিগণ কীটক সিংহের লাজুল লোমও উৎপাটন করতে পারেনা?" আপনাদের এরূপ নিন্দা শুনে কিকরে প্রাণ ধারণ করব বলুন দেখি? পতী নিন্দা শুনলে সত্যের মহাপাতক হয়, কিন্তু সেই যদি নিন্দার কারণ হয়, তবে তার মুহূর্ত্তই ভাল। বাহগ্! এখন আমার প্রতিজ্ঞা শুমন, যদি কালি এ অসৎ পুরুষকে উপযুক্ত শাসন না করেন, তবে আমি নিতান্তই এ জীবন ত্যাগ করব।

ভীম। প্রিয়ে! পাণ্ডবলক্ষ্মী পাঞ্চালীর জীবন যে কুন্তীনন্দনের

অমূল্যধন তা পুণ্যকর্মা দেবগণও বিবেচনা করেছেন। প্রাণধন ! তোমার প্রতি অত্যাচার করও যে কীচক জীবিত রয়েছে, এজন্য আমি আপনাকে ধিক্কার দিই। বাহগ, যদি কীচককে উপযুক্ত দণ্ডই দিতে হয়, তবে উপস্থিত অবস্থাতে এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করাই বিহিত, যে আমাদের অর্থসাধন হয়, অথচ প্রকাশ আশঙ্কাও থাকে। কাল তুমি তাকে কোন নির্জন স্থানে আহ্বান কর, পরে আমি তথায় গিয়ে তার সঙ্গে উপযুক্ত আলাপ করব।

দ্রৌপ। এই পরামর্শই ভাল, এতে উভয় দিগ বজায় থাকবে। কাল কীচক যখন স্নানোৎসবের অন্তঃপুরে আসবে সেই সময় আমি তাকে গোপনে বলব 'কীচক ! যদি তুমি আজ রাত্রি ছুই প্রহরের সময় একাকী আসতে পার, তবে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে' কিহু, নাথ ! আপনি ঐ নির্দিষ্ট সময়ের কিহু পূর্বে নারীবেশে তথায় অপেক্ষা করবেন। এতে বোধ হয় ধর্ম্মরাজ অসন্তোষ হবেন না।

ভীম। হৃদয়েশ্বর ! ভীমসেন, 'প্রিয়তমা পাণ্ডালীর অহরোধে ছুরি বাপারও সাধন করা কর্তব্য' এইটাই জানেন। তুমি নিশ্চয় কীচকের সহিত ঐ কাল নির্দিষ্ট কর। যাজ্ঞশ্রীর কটক নাশনে ভীমসেন সদাই অগ্রণীল। প্রিয়ে ! এখন তোমার এখানে অপেক্ষা করানয় ; এ কথা বলতে কুন্তীপুত্রের হৃদয় যে বিদীর্ণ হল ?

দ্রৌপ। প্রাণকান্ত ! 'স্বামীগতপ্রাণ-রক্ষাও নিতান্ত বাধ্য হয়েছে' আপনার মিকট বিনায় গ্রহণ কচ্ছ। (নমস্কার পূর্বক) এখন প্রাণপতির চরণে প্রণিপাত করে, এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করে, যেন জন্ম জন্মান্তরে তাঁকে প্রাণেশ্বররূপে পাই।

ভীম। কুন্তিনন্দনদেরও এই কামনা যে তারা যেন চিরজন্ম রক্ষাকে পত্নীরূপে লাভ করেন।

[ ভীমসেন তদবস্থায় শয়ন এবং দ্রৌপদীর প্রস্থান ]

## তৃতীয় অঙ্ক

(সুদেবগার অন্তঃপুর)

দ্রৌপদী দণ্ডায়মান।

দ্রৌপ। স্বগতঃ। দুরন্ত নারকী এই পথেই আসবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যাতে আন্তরিক জীব গোপন করে তাকে ভ্রমে পতিত কর্তে পারি, সেটি অভ্যাস করা আবশ্যিক। ধর্মরাজ এবিষয় পরিজ্ঞাত হলে বোধ হয় অসন্তোষ হবেন না। (কীচককে অদূরে প্রবেশ কর্তে দেখে) জগন্নাথ আমাকে রক্ষা কর।

(কীচকের প্রবেশ।)

কীচ। স্বগতঃ। আহা, যেন খোদিত নীলকান্তমণির প্রতিমূর্তিখানি দাঁড়িয়ে আছেন। মূহ্য সংখ্যা করেও এইটিকে লাভ কর্তে হবে! দেখি, আজ এক বার আক্রমণ করে? (প্রকাশে) সৈরিকি। আমার মূল্য বুঝতে পেরেছ? কই তোমার গন্ধর্বপতিগণত আমার কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হলেন না? চপলে! আমি তোমাকে বারম্বার বলছি, কীচকের গ্রাস হতে মুক্ত কর্ণার কারো ক্ষমতা নাই। (পুঃ স্বগতঃ) এখন কিছু শীতল ভাব দেখ্ চি না? হু, তাইত বলি? যৌবনমদে উৎসবস্বার শেষ অতিকার হয়েছে, কি না? কিন্তু, এই সময় একবার প্রভাত মর্ত্তণ্ডের উপহার স্থান জীমুখের যুবতীমোহন শোভাটা পরিষ্কার করে দেখয়ে লই। [দ্রৌপদীর প্রতি ঈষৎ অবলোকন ও মন্তকাবনত।] না! হলো না, জীমুখের জ্যোতিতে যেন আমার চক্ষুর্দাহ উপস্থিত হল।

দ্রৌপ। কীচক! আমি তোমার মূল্য বিলক্ষণ আলোচনা করে, স্থির করেছি, যে আমার তোমাকে সন্তুষ্ট করাই কর্তব্য; আত্মগোপন

অপেক্ষা আমার তোমাকে জ্ঞানীয় করাই যুক্তিসঙ্গত। আমি  
সবিশেষঃ বিবেচনা করে দেখলাম তোমাকে অসহ্য করি  
আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে।

কীচ । স্বগতঃ । কি সুমধুর বাক্য বিন্যাস, কিন্তু কেমন শীঘ্র মনের  
ভাব পরিবর্তন হয়েছে। তা হবেই না বা কেন ? প্রেমমীতি  
শাস্ত্রবিগারদ মহাজনেরা যে সুপন্থাগুলি উদ্ভাবন করেছেন,  
সে সকল স্বল্প বিচার করে যথাক্রমে আশ্রয় করলে, প্রেমপথের  
কষ্টক সতীত্ব শব্দটাকে সহ্য পূর্ণ বিনাশ করা যায়। বাহগ, এখন তুমি  
মিলনের উপায় বহির্গত করা আবশ্যক (প্রকাশে) প্রেমিকে ! আহা,  
তোমার প্রতি কঠোর ব্যবহার জন্য আমি সহস্র প্রকারে অপরাধী  
হয়েছি বাহগ, যদি আমাকে তুমি প্রেমমানন হতে মুক্ত কর, তা  
হলে আমি চিরকাল তোমার ক্রীত দাস হয়ে থাকব।

দীপ । স্বগতঃ । অধিক কথা কৈতে গেলে, মনের আন্তরিক ভাব প্রকাশ  
হবার সম্ভাবনা। সেনাপতে ! আমি এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা  
করতে পারি না ; তুমি যদি আজ নিশা দুই প্রহরের সময়, একাকী  
রাজকুমারী উত্তার নাট্যগুলার আসতে পার, তা হলে  
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

কীচ । স্বগতঃ । ওঃ কি আশ্চর্য ! আমার মস্তকে যেন বজ্রপাত হল।  
কেন, এরূপ হওয়ার কারণ কি ? ইহা, হলেও হতে পারে।  
ঋগ্বেদে সূর্যের উদয় হয়েছে ? হঠাৎ সম্পদ উপস্থিত হলে  
এইরূপ হওয়াই সম্ভব। অন্ধকারের পর আলোক যেমন  
অসহ্য হয়, এও সেইরূপ, সন্দেহ নাই। কিন্তু, সিংহী আক্রমণ  
পূর্বক গ্রাস করতে, যেন কিছুকাল নিরস্ত্রই আছে, এইরূপ বাহা  
ভাব দেখালে, আহা! প্রাণীর মনের অবস্থা যে রূপ হওয়া সম্ভব  
আমার চিত্তও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হল কেন ? দূর হু, ও গুল  
যথা আলোচনা করে, কোন ফল নাই। (প্রকাশে) কোকিলকণ্ঠে।  
তুমি যদি পূর্বেই স্বীকার হতে তা হলে যে, এতক্ষণ সুদেহাই

তোমার পরিচারিকারূপে নিযুক্ত হও। সুখময়ি! তুমি আমাকে যা অনুমতি করবে আমি তাতেই সম্মত আছি, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আজ নিশ্চিত তোমার নির্দিষ্ট কালের পূর্বে আমি ঐ স্থানে গিরা উপনীত হব। কিন্তু, তুমি যেন আর নির্দিষ্ট করে আমাকে নৈরাশরূপ কালকূটে জর্জরিত কর না। আহা, বুদ্ধিমতি! তোমার অপূর্ব মূলকণে অঙ্কিত জীচরণপদ্মে আমার প্রণিপাত—

দ্রুপ। স্বগতঃ। রে যুবাকুলকলহ! তুই অধিরণ নীল মস্তক থাক। (প্রকাশে।) বিরাটধার! আমি তোমার প্রতিজ্ঞা বাক্যের উপর নির্ভর করে নাট্যালায় বাব, কিন্তু দেখ, যেন অরসিতা প্রকাশ কর না?

(প্রস্থান)

কীচ। (দ্রুপদী পশ্চাৎ দেখিয়া) প্রাণপ্রিয়ে, কীচকমানস সরস-বিলাসিনি, আহা, গজেন্দ্রগামিনি, প্রাণধন, হৃদয়কান্তে, সুধামুখি, লাবণ্যময়ি, চন্দ্রবদনি, কীচক প্রেমার্থিনি! আজ আমার কি শুভ দিন। আজ প্রাতে যার মুখ দর্শন করে গাত্রোত্থান করেছি, সে আমার অধিরণ প্রিয়পাত্র হল, আমি এখনই তাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করি গিয়ে। অহো, কি আনন্দ, আজ সমস্তাষ যুগীমানস ভূমিতে যেন লক্ষ প্রদান করছে।—আহা, স্থির গেল। সৈরিকি, কেমন চরুরতার সহিত রসগর্ভ বাক্যে আমাকে প্রতিজ্ঞা-জালে বদ্ধ করে নিলেন? আর তারইবা দোষ কি? রসিক পুরুষের অগ্রগণ্য, সুচরুর কীচক পাশ বিস্তৃত করে রাখলে, এমৎ হরিনী কি জগতে আছে, যে তাতে বদ্ধ না হয়? এখন আমার সমূহ রসভিষ্ঠ যুবাদলকে উপদেশ, যে, তারা প্রথমে প্রত্যাখ্যাত হলে নৈরাশ না হন। স্থিরতাবাপন্ন গভীর প্রকৃতির মনুষ্যই এজগতে অমৃত উপ-ভোগ করে থাকেন। নীতিশাস্ত্রেবলেছে, পুরুষ চেষ্টা করলে অবশ্যই

কার্য সকল কর্তে পারেন। বিশেষঃ প্রথমতঃ তর্জন করা, কারিগরী  
মাত্রেরই স্বভাব। হা, হা, হা, এসকল অমূল্য শিক্ষা ত্রিভুগতে  
কেহই বোধ হয় পান নাই, হা, হা, হা, ধন্য কীচক, ধন্য তোমার  
দূর দর্শন, শতধন্য তোমার নিত্য রত্নরূপে উদ্ধৃত কামদেব প্রতি  
অচলাভক্তি। (সংগীত) 'প্রেম সরোবরে গদ্য প্রস্ফুটিত হল।  
কীচক ভৃঙ্গ অলিরাজ মধুপানে ছুটিল।'

(প্রস্থান)

!

## প্ৰথমগভাক।

(নাট্যশালা।)

অনতিদূরে ভীমসেন জীবেশে আসীন।

কীচক মনোহরবেশে প্রবেশ।

কীচ। স্বগতঃ। আঃ মনে করেছিলাম নির্দিষ্ট কালের পুরস্কেই  
আসব, তা, গর্দভ পরিচারকটাও আজ যেন প্রতিবাদী হল,  
আমি যত কামিনীমনহারী ললিত বেশ ভূষা আনতে বলি  
সে অর্ধাচীনটা ততই যুদ্ধোপ-যাগী সজ্জাগুলি এনে দেয়।  
নিত্যন্ত রুদ্ধ হয়েছে, তবু যদি প্রকৃত মনোগত ভাব বিবেচনা  
করে, কখনই কার্য করতে পার্বে। তাও যাহগ, সূক্ষ্মজিত হতে  
কিছু অধিক সময় ব্যয় হল, বলে, ব্যস্ত হয়ে যেমন পুরী হতে ব্যয়  
হব, অমনি পশ্চাৎ হতে "একাকী অনবধানরূপে গমন করুচ ?"  
বলে বাধা দিলে, কে তাই নিশ্চয় হলনা; বোধহয় ঐ নির্দো-  
ধেরই কর্ম্ম; আজকার দিনে কারো মনঃপীড়া দিতে ইচ্ছা হল না  
তাই, নচেৎ এক চপেটাঘাতেই হৃদয়ের মস্তক উড়ুড়ীন সংভীন,  
প্রভুভীন, হত।



কীট। (অনুরে অবগুণ্ঠনরূপে হইয়া সান্নিধ্য পূর্বক উপবেশন।

কীট। (স্বা. সেথিয়া) দুঃখ, সেগুন আলোচনার আবশ্যক নাই, এখন বিবিধ বিদ্যার ভূষিতা আমার প্রিয়সীর সঙ্গে প্রথম দ্বিতীয় দেখি, নখরগুলি কিছু বেশি হয়েছে, তাইগ, চিকিটাত ?—হা, হা, ১, বাগ, তৃতীয় ইত্যাদি প্রেম রস উদ্বেলক সমালোচনের' লেখা পদ্ধতি সকল যথাক্রমে যাতে আশ্রয় করতে পারি রতি দীক্ষা গুরু, ইচ্ছা দেব (নয়ত কি ?) সম্মিধানে সত্যতঃ পরতঃ এই প্রার্থনা। গুরু-দেব, আর যেন আমার নৈরাশ্র্যপ অনলে দহমান হতে হয়না, প্রভো, মনে অত্যন্ত কষ্টই পেয়েছি; আমি কাতরচিত্তে প্রার্থনা করি, যেন আমার কামনা পূর্ণ হয়, আমি চক্ৰকখীলন মাত্রেই বহু-বয়সকার; পরলক্ষ আমার শশীমুখিকে যেন সন্মুখেই উপবিষ্ট দেখি!! (অগ্রসর হইয়া) কি চমৎকার! কি আশ্চর্য্য, আমি কি জাগ্রতাবস্থায় সপ্ন দেখছি ? না, না, পরম পুরুষ কীটকের ইচ্ছায় প্রাণে ভ্রম হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়, যা হক, গতাবারে যেমন কঠোর ব্যবহার করা হয়েছে, এইবার, জীগৃকদেব করুণ, যেন আমার বাক্যের প্রতি অক্ষরে রসপ্রবাহিনী উৎপত্তি করে। হ। (সক্রোধে নিশ্বাস পরিত্যাগ। এবং সত্যক হইয়া উপবেশন।)

কীট। মানমসি। অভিমানিনি। আমার উপর কোপের উদ্বেক হয়েছে ? আমি যদি অপরাধী হয়ে থাকি, তবে বিহিত বিধানে দণ্ডনীয় কর; প্রাণপ্রিয়ে! যদিই অমুগ্রহপূর্বক, আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করেছ, যদিই দয়া পূর্বক আমার প্রতি অমুগ্রহ করেছ, যদিই কৃপাষিতা হয়ে আমার প্রতি করুণা কটাক্ষ (আঃ বাক্যে ক্ষুণ্ণ-ময়ী হয়ে বহির্গত হচ্চে না ?) করেছ, যদিই করুণা করে আমার প্রতি কটাক্ষ করেছ, যদিই আমার প্রাণে মগ্না হয়েছ, যদিই পরি-ভ্রম স্বীকার করে এতদূর এসেছ, তবে এস জন্মে মধ্যে স্থাপন করে সেটী বিরহ অনলে কেমন দগ্ধ হচ্চে, দেখাই প্রেমময়ী! আমার আর অপেক্ষা সহ্য হয় না, একবারেই মানভঞ্জে শেষ উপায়

অবলম্বন করিতে বাধ্য ছলাম, (গাভ্রীহস্ত দিয়া, পরে চরণ ধারণ) আহা! অন্দরি! এমন সুকোমল অঙ্গ কতকণে বন্ধে ধারণ কর! অরি চন্দ্রবদনি! তোমার স্পর্শস্থলে আমার সর্ব শরীর পর্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে উৎসাহিত হয়েছে।

ভীষ। (অবগুণ্ঠনমুখ হইতে) রসিকবর! স্পর্শস্থ বিবেচনায় তোমারত অসম্ভব জ্ঞান? আহা, তোমার মত অশেষ রসের আকর পতি পাবার জন্য কোন কামিনী বাঞ্ছিত না হবেন। আমি আজ অবধি গন্ধর্ব্বস্বামীদিকে বিলজ্জন দিয়ে তোমার ভজন করব! কিন্তু, সেদিন বিনা অপরাধে তুমি কেন আমার সভামধ্যে অপমান কল্পে? কীচক—

শচ। প্রাণভয়ে! দয়াশীলে, কৃপাময়ি, আমার তাতে নিতান্ত নির্ভুর, চণ্ডাল প্রায় প্রকৃতি প্রকাশ হয়েছে। হরিণ নরনে, আমি মন্তক অবনত করে দিলাম, তুমি তাতে পদ্মভূলা চরণের আঘাতকরে সুখি হও। (মন্তকাবনত পূর্ব্বক) মৃগাক্ষি! আমি তোমার চরণ রেণু শীষে—

ভীষ। দুর্জনে! প্রতি ক্ষমা করাই অধর্ম্ম, পাপীয্যক্তির শাসনই ধর্ম্ম, (মন্তকে পদাঘাত এতলে মুচ্যাতাই সিদ্ধ। পরে উঠিয়া কীচককে ধারণ পূর্ব্বক) দুর্ভাগ্যন, কাল তোকে স্মরণ করেছে। এখন তার কাছে যেতে প্রস্তুত হও। (বাহুযুক্ত) স্বগতঃ। কুলকন্টকে এ গৃহ মধ্যে বিনাশ করা হবে না। [আকর্ষণ]

ভীষ। কি সর্ব্বনাশ! এ কি? সৈরিকী নয়! মহাবীর কিচকের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হল একে? বাহগ্ উপেক্ষা করা নয়। (চীৎকার পূর্ব্বক) রে কালস্মৃত! তুমি যেই হও, আমার হস্তে পরিজ্ঞান নাই! উভয়ে আকর্ষণ (ও প্রঃ)

দ্রোণ। (আজ্ঞাগতঃ) হৃষীকেশ! ধর্ম্ম জীবন! যদি আমি কখন অন্য পুরুষকে মনমধ্যে স্থান না দিয়া থাকি, যদি আমি যথার্থ সত্যী ছই! তবে প্রাণনাথ মহাবাহুব্রহ্মকোদর অবশ্যই জয়ী হবেন।

বীরপ্রাণী মহাপতিশ্রেষ্ঠ জয়সিংহ সহিত যোঁরতর যুদ্ধ কালে  
যিনি অমৃত কন্যা প্রীতাম্ মহাম পাণ্ডবকে রক্ষা করেছেন,  
তিনিই তাঁকে পাণ্ডু কীচক হতে নিৰ্দ্ধারিত, বিজয়ের সহিত পরিভ্রাণ  
করেন। যিনি ধর্মরক্ষা কারণ অবতার গ্রহণ করেছেন, নতিনি  
নিজ কার্য সাধনার্থেই আজ পাণিনিরত হরাজার সমুচিত শাস্তি  
দিবেন।

(নেপথ্যে গজ্ঞন।)

কি আশ্চর্য্য! পাণ্ডু এখনো যমপুরী যায় নাই। ধর্মের  
বল কি ছীন হয়েছে? অবলার পতিভ্রতা ধর্ম রক্ষণে কি  
দেবতারা পরাঙ্মুখ হয়েছেন? না, ইহা কদাচ সম্ভব নয়।

(নেপথ্যে ভীষণ গজ্ঞন ও মৃত্যুকালীনের হুকার)

দেব। তুমি এক হয়েও অসংখ্য জগতে অনন্ত প্রাণীকে নিত্য  
বিপদ হতে রক্ষা কচ্ছ। আমি যখন তোমার আশ্রয় পাবার  
জন্য যোদন কচ্ছি এই সময়েই হরত কত কোটি ২ প্রাণী বিপদ  
হতে পরিভ্রাণ পাবার আশয়ে তোমার সুধাময় ক্রোড়ের দিকে  
ধাবিত হয়েছে।

(নেপথ্যে মৃত্যু অতি সন্নিকটের অনুরূপ কাতর ধনি।)

আমি তোমার অমৃত পূর্ণ মঙ্গলময় নাম স্বরণ করে প্রীতাম্ ভীম-  
সেনের জয় উচ্চারণ করি। ধর্মসেনো! অসতের বল লাঘব কর।  
গোলোক নাথ! আমি যেন আমার সর্ব্বাধ্ব ধন, প্রাণকান্তিকে  
নির্ধোয়ে সমাগত দেখি।

(ভীমসেনের আগমন এবং দ্রৌপদীকে তদবস্থা দেখিয়া)

ভীম। (কুস্মাণ্ডাকৃতি কাঁচকে পদাঘাৎ পূর্ব্বক, সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া।)

কৃষ্ণ প্রিয়সখি! হৃদয়কান্তে! পাণ্ডব শুভকামনা তৎপরে! সতীর

ঈশ্বরনা ডগবান ভূত ভাবন অবশ্যই সিদ্ধ করেন। প্রিয়ে!

এই দেখ! হরজ কীচক কি দশা প্রাপ্ত হয়েছে। জীবিতেশ্বর!

তোমার প্রতি অজ্ঞাতার করাতে পাণী কুস্মাণ্ডাকৃতি ধারণ করেছে।

(কীকের গলদেশে পদদ্বারা মর্দন পূর্বক) রে জুর ! তুই দুইপুত্র-  
দের প্রণয়ত্ব অপহরণে মন করেছিলি তাই অগত্যা তোরা এই গতি  
হল। চাকনীলে ! আমার আর এখানে অপেক্ষা করা নয়, তুমি  
দ্বার অস্ত্রপুত্র মধ্যে গিয়ে সকলের নিকট এই কথা প্রচার  
কর, যে 'নারকী কীচক গন্ধর্ব্ব হন্তে হত হয়েছে'।

(প্রস্থান)

দ্রোণ । (ভীমসেনের পশ্চাতে প্রেমপূর্ণ অবলোকন পূর্বক) প্রাণ-  
নাথ, ভীমার্জুন বর্তমানে রূপদরাজবালা যে কালস্বরূপ ধর্ম্ম-  
দেবীর হাতে পীড়িত হয় ; এইটাই আশ্চর্য্য, (সম্মুখে কীচককে  
তদবস্থ দর্শনে) দুর্ভাগ্যন, আমি কিরূপ মহাসিংহের কেশরী তা  
অভুতব বল্ল ? (উত্তম রূপে দৃষ্টি কর) এর মস্তক প্রভৃতি ছিন্ন  
হয়েছে নাকি ? কি আশ্চর্য্য, মহাবাহু ভীমসেন প্রিয়র পরিতোষ  
জনা কষ্টভাব ধারণ করেছিলেন সন্দেহ নাই। মৃতদেহের  
প্রতি অত্যাচারে বীরচূড়ামণি ভীমসেনের, স্তম্ভহৎ যশচক্রে কলঙ্ক  
স্পর্শ কর্ত্তে পারে। (কিছুক্ষণ পরে) বাহউক, এখানে আর অপেক্ষা  
করা নয়। এখন পুরী মধ্যে এই ব্রতান্ত্রযোষণা করা উচিত।

(প্রস্থান)

নেপথ্যে ! হে বিরাট অস্ত্রপুত্রবাসিন, রাজকুমারী উত্তরার নাট্য-  
শালায় গিয়ে দেখ ; বলদর্পিত পাণ্ডী কীচক সৈরিক্তীর প্রতি  
অন্যায় ব্যবহার করাতে কি দুর্দশা প্রাপ্ত হয়েছে, )

দুইজন দ্বারপালের প্রবেশ।

১. দ্বার । এ কোন চিত্রতাও হো, এত্না রাত্রে হিঁয়াতো কই নাহি  
রয়তা; কুছ বুটা কাম হুয়া ; মালুম হোতা। (সম্মুখে কীচককে  
তদবস্থ দেখিয়া) আরে, এ কা হায় রে, আরে, পাঁড়ে, এ কা রে  
ভাইয়া, হো, হো, হো, এ কা ঝগুট হুয়ারে ভাই ?

২. দ্বার । (পদদ্বারা টেলিসা) এ কারারে, এ কি হায়রে ? কুছ মহাপ্রা-  
ণীতো নেই হোগা ?—

## লোকসংলাপ

(সেইসঙ্গে পুঃ হে বিরাট সঙ্কল্পের বাসীগণ, ইত্যাদি)

ওয়ো, কোন কার্য বোলতা হুন তো।

১, হার। আরে হাম হীরা পাছারা লাগাই, তোম্ হামরা পাশ খাড়া  
রক্ত, পীড়ে কাঁহা বাও মৎডাই, হাম ডরসে, বোলতে নাই  
লেকেন, (ক্রোপদীর প্রবেশ দেখিয়া) আহা, হা, এতুন্দরী কাসে  
হিঁ আরারে ডাই, পীড়ে, হাম্ তোম্ কোতো আগাতি বোলদিয়া,  
বো এ কাম কই সেওতা কি মহাপ্রাণীকা কাম। লেকেন এই চিহ্নকা  
বাৎ কুহতো সমজাতা নাই।

২, হার। ঠিক বাৎ এতো দেবী হার, এনিকো পুহনেসে সব ঠিক হো  
বাগ। (ক্রোপদীকে) এ মা, বশোদে, এসবাংকা তোমরা কুহ  
মালুম হার?

ক্রোপ। হারপাল। তোমরা ডরার কীচকের আলয়ে গিএ এই সংবাদ  
দেও, যে সেনাপতি গন্ধর্ব্ব হন্তে হত হয়েছে।

১, হার। অগতঃ। আহা, কি সুন্দর বাণী। প্রকাশে। মারি! তোম্ কি  
ঐ গন্ধর্ব্বকা রাণী হার? আচ্ছা ২, হাম বুঝ্ লিয়া।

২, হার। লেকেন কা সরবমাশ ছরা বুঝ্? আহা, সমুদ্রা হিঁয়া  
কাকরনে আরাধারে, আহা হা।

১, হার। বো ওস্তা দিল্ মাঙা। আবচলো, মারিকা হুদম তামিল করি।

২, হার। আলবাৎ। বন্দিকি, মারি বন্দিকি।

(উভয়ে প্রস্থান)

ক্রোপ। আমার একাকী এখানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু কীচক  
প্রতিরোধগণকে বিশেষঃ অবগত করবার জন্য একবার আসা  
লাজ্যাক।

(প্রস্থান)

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

অন্যদিক দিয়া কীচকে ভাতৃগণের প্রবেশ ।

১ম, ভ্রাতা । কি হ'ল গতি? কি? এ দ্বারপাল ব্যাটারি মিথ্যা বলে নাকি? না, আমার সম্মুখে অমূলক কথা উচ্চারণ কর্তে কদাচ সাহস করেনা।

২য়। (দেখিয়া) ওহে ভাই, এটা কিছে! ! !

সকলে । তাইতো হে, কি ভয়ানক, এটা কি ভাল করে দেখ দেখি ।

৩য় । (নিকটে আলোক লইয়া) এ, একি ব্যাপার! একি, একটা

শব হস্ত পদ কিছুই নাই, কি পাপ, কি সর্বনাশ, গম্বুর্ক! —

৪য় । স্থির হও, আমি পরীক্ষা করে দেখি (ভিতর হইতে হস্তক বহিষ্কৃত । পরে দ্বিতীয়দ্বারা পাদ ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে বহিষ্করণ)

সকলে । একি ২, কি সর্বনাশ, এত আমাদেরই সর্বনাশ হয়েছে,

দেখছি । ওহো হো, হা কীচক, হা ভ্রাতা । তোমার এ দশা কে কল্পে

ভাই হে তোমার জন্য, তোমার অপেক্ষা করে, শত হস্তের যুবতী

তোমার পুরী মধ্যে বসে আছে, ভাই তার তোমা ভিন্ন জানেনা ।

আহ! হা! হায় কি হলো, হায় কি সর্বনাশ হলো । ভাই, কি

দুঃখ! এমন বিপদের স্থানে একাকী আসি তে সাহস কল্পে, আমা-

দিককে ইঙ্গিতে বলনা কেন? আহা! শতহস্তের বলধারী

কীচককে আজ্ কে এ দুর্গতি বলে? কে আমাদের মস্তকমণি চুরি

কল্পে? হায় ত, ভাই হে, কে আমাদের মস্তকে একালে, অনবগিতে

বজ্রপাত কল্পে । (ইত্যাদি বিলাপ পরিতাপ করিতে লাগিল)

৫য় । আহা, যে আমাদের এই ভয়ানক অবজ্ঞা সাধন করেছে

ওকদেব শুজাচাৰ্য্য ককণ, তার মস্তকে যেন সর্বনাশ বজ্রপাত হয় ।

তার বকে যেন অনবরত শেল শূল বর্ষণ হয়! কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ!

বুঝা যেনই কখনও সবার মতই কখনও কি হবে? এখন চল, সকলে আমাদের প্রার্থনার অবলম্বন কীচকের আশ্রয়িত্তি ক্রিয়া কর্তে গমন করি, গিরে আগমন করি। যে আমাদের এই মহাভক্তি জ্যোতির মুহুর্ত কারণ, তার সমুচিত শান্তি বিধান কর্ণে।

অন্য সকলে। হাঁ! এই কথাই ভাল! কিন্তু বাহ্যতে আমাদের এই সর্বনাশ হয়েছে তাকে উৎসুক মণ্ড না দিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন কর্ণ না। এই আমাদের অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ, মিথ্যাঘেড়া কীচক মহাজনের সহোদরগণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!

১ম। সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে? স্বরসিক সুপুঙ্খ কীচক-হস্তকে আজ স্বর্গোদয় না হতে হতে নিতান্তই স্বর্গাপুত্রের রাজ্যে পাঠাব। এখন এস ভাই সকল উপযুক্ত উৎসব সহিত বৃদ্ধ [বিরাত্রিযুক্তি, মৎস্যরাজ্যের প্রধান অবলম্বন, দেব সকলের ভয়স্থান, আমাদের জ্যোত্স্নাতাকে সৎকার স্থানে লইয়া যাই।

[কীচকে সকলে হাহাকার করিতে বন্ধন]

[অদূরে দ্রৌপদীর প্রবেশ]

১ম ভিন্ন সকলে। আহা! হাঁ! এ রমণী রত্নটাকে কে হে? এমন জগৎ-মোহিনী, সকল রূপের যেন আকরস্থান, তকণীত এ পর্যন্ত কেহ কখন দেখি নাই। মরে যাই, মরে যাই! আহা কি চমৎকার সৃষ্টাময়ুত দেহখানি ভাই? ইনি কি গন্ধর্ব্ববোমিৎ, না কিন্নরী, না অপ্সরা? আহা, হাঁ।

১ম। ভাইসকল, আমার স্মরণ হচ্ছে এই অশুভ সন্দেহসবাহ দ্বারবানের! বলেছিল \* তথায় একটি দেবী আবির্ভাব হয়েছেন ”। আরও এই ২ রকম কি বলে শুধন মনোযোগ করে শুনা হয় নাই। এ বা সেই হবে? — রস জিজ্ঞাসা করি; যদি উত্তর না দেন তা হলে যে কি কর্তে হবে, সে বিষয়ে বোধ হয় রত্নরত্নে বিশারদ হোদয়—আহা। স্বর্গীয়কীচক মহাভক্তিসহোদরগণকে শিকানিতে হবে না। [দ্রৌপদীর সন্নিকটে গমন পূর্বক] অক্ষরি। আমরা

আজ যে এক ভয়ঙ্কর বিপদ জালে পড়েছি তাতে তোমার সঙ্গে বিশেষঃ রূপে সদালাপে অক্ষর বলে ও কতি নাইকিন্তু তুমিকে ? কোন বংশ উজ্জ্বল করেছে ? কোন কুলকে দীপ্তিশালী করেছে ? যদি অনুগ্রহ করে পরিচয় দেও, তাহলে আমরা শত ভ্রাতায় আবহমান কাল তোমার কীর্তনাস হয়ে থাকিব । আর—

দ্রোণ । কীচকাজ ! তোমার নম্রতায় আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি ! কিন্তু উপস্থিতে তোমরা কি বিপদে পড়েছ বল, তবে অবশ্যই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাব ।

১ম । স্বগতঃ । আহা হা ! কথাগুলি শেষহতে বোধ হল যেন সপ্তমুর-পূরিত বীণাযন্ত্রটির তার গুলি ছিন্ন হ'য় গেল ! আহা হা ! ক্ষণকাল আলাপ করও কাশ্মিরকে তৃপ্তি করা যাক । [ প্রকাশে । ] শশীমুখি ! আহা, নিরুচ্চন্দ্রবদন ! আমাদের বিশেষঃ তেমন কিছু কি জানন ?—আর কীচকসহোদর মুখে ভিন্ন এমন সরস বাক্য—যাহা, আহা, আপনার বাক্যদানধূ যদি কর্তৃত্ব দিয়েও পান কর্তে পাই ? তা যা হবার তাই হইছে তাই পুনরায় পাবার নয় ? তবে কি না ? জেষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের—সে যাহাইক ।

দ্রোণ । স্বগতঃ । পাণীর সঙ্গে সদালাপ নিষিদ্ধ । [ প্রকাশে ] তুমি আমার স্বত্বাপ্ত অবগত হবার জন্য চঞ্চল হয়েছ ? তবে শুন । আমাদের নাম সৈয়দী । কোন বিশেষঃ কারণে বাদ্যহরে মহাপাতকী কীচকের সহোদর রাজ্যী হৃদেস্তার কাছে দাগী ভাবে বাস করছি । তোমার অগ্রজ অসদভিসন্ধি করে আমাদের পাপে নত কর্তে উদ্যত হয়েছিলেন, এই জনাতার আজ, আমার গন্ধর্ব্ব পতি হস্তে এই দশা ঘটেছে । কীচকাজ ! আমি তোমাদিকে এই সমাচার দিবার জন্যই এখানে অপেক্ষা করছি ।

১ম । কি বল্লে ? তোমার গন্ধর্ব্বপতি হস্তে মহাবল পরাক্রান্ত দেবারী কীচক বিনষ্ট হয়েছেন ?

দ্রোণ । তোমরা, বোধ হয়, সে বিষয়ের বিশেষ প্রশ্ন পেরেছ ?



অন্য এক জন। ওহে ? উনি কত কথা কইটেনা হে, দেখ, তাই সকল,  
উনি অত্যন্ত আত্মসম্মান, আমাদের পক্ষতে রাখতে ই দানারমত  
আর দ্বিতীয় নাই। চল, অগ্রসর হওরা যাগ, এ যে আস্তে ২  
আলাপ হচ্ছে, গতিক বড় ভাল নয়।

[ সকলে অগ্রসর ]

অন্য এক জন। ( অগ্রসর হইয়া ) অঙ্গরাবিনিম্নি। সুপুত্র কীচকের  
তাই সকলকে কি আজ্ঞা কচ্ছেন ? আপুনি বোধ হয় জানেন যে  
তীরা মুন্সরীভামিনীর আদেশ পাশনে সদাই উন্মুখ। আহা! —

১ম। তাই সকল। এ কে বা দেখছে, তা নয়। হোঃ! —

সকলে। কেন ২ কি হয়েছে ? ( অন্যকে ) কিহে, নৈরাশ হল না কি ?

১ম। আর, নৈরাশ !!

সকলে। কেন ২, কি হয়েছে, বলনা ?

এক জন, অন্যকে। ওহে আমাদের বা প্রতারণা কচ্ছে ? না, না,  
গতিক ত ভাল নয় ? আপুনা আপুনি খলতা, অসমতা,  
এ বড় ভয়ানক !

১ম। তাই সকল। দেখে কি ? ইনি মানবী নয় !

কয়েক জন। আহা ! তা তো নয়ই ! সে আবার তুমি আমাদের  
শোধাবে ?

অন্য কয়েক জন। তা তেই বা কতি কি ? আমাদের কি “ ঐ ভূত ”  
বলে ডর দেখাচ্ছেন নাকি ? ওঃ ! দেখেচ এক বার ? উনি আপা  
দিকে দূর করবার চেষ্টা করেছেন। উঁ ! তা হলে ? —

১ম। তাই সকল। ইনি রাকসী, এঁ হতেই, হা ! —

সকলে। তা হোগা ! রাকসী, আছে, আমাদেরই আছে, তোমার কি ?  
তোমার কি আমাদের সঙ্গে এরূপ কপট ব্যবহার ধর্ম ? হি।  
জানি আমরা, সুবুদ্ধিমত্ত, পক্ষপাতি শূণ্য, ভ্রাতৃবৎসল, রাজনীতি  
বিশারদ, সুজন কীচক যখন আমাদেরকে ত্যাগ করে গেছেন,  
তখন আর আমাদের কিছুতে জের নাই !

১ম। তাই সকল! তোমরা আগে থাকে তাৎপর্য গ্রহণ করে; পরে আমার গল্পনা দিও।

সকলে। কি, তাই পরিত্যক্ত করে বল না? নির্মূল ব্যবহারে আমার সমুদায় পুরীষ দক্ষিণ হস্তে লতেও স্বীকার আছি। আর—

১ম। তাই সকল! আমি তা বিলক্ষণ জানি; তবে কি জান? এই যে সমুদে বিদ্যাদরী নিমিত্ত, যোড়শী দণ্ডায়মান আছেন; এঁ হতেই আমাদের—হা!!

[ ভূতলে উপবেশন ]

সকলে। কি, কি এঁ হতেই আমাদের কি! কি বল না? তর কি?

১ম। আমাদের যে সর্বনাশ হয়েছে, ইনিই তার কারণ! হা!  
আর কি বলবো! আমরা হুদিক হারালাম।

অন্য সকলে। য্যা! এ হতে আমাদের জোষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হল?  
কেমন করে, কি করে হল? এত নিতান্ত অসম্ভব! এমন সুকোমল, রূপাঙ্গীর ক্ষমরে নিষ্ঠুর ভাব কেমন করে উদয় হল?

দ্রোণ। কীচকানুজগণ! তোমরা আমার কথা শুন। কীচক প্রতারণা করে আমার ধর্ম নষ্ট কর্তে উদাত হয়ে ছিল, তাই আজ আমারই গন্ধর্বপতি হস্তে বিনষ্ট হয়েছে। তোমরা নিশ্চিত জেন, যেকোনো আমার প্রতি অসদভিপ্রায় কর্তে, তার নিতান্তই আমার মহাবীর স্বামীগণ হস্তে এই রূপ শেষ দণ্ড ঘটবে।

করেক জন। কি, হে! বলে কি? এত ভয়ানক কথা, তাই!

অন্য করেক জন। তুমি যে “স্বামীগণ” বলে, তা তোমার কটি?  
দ্রোণ। আমার পঞ্চস্বামী। তারা পঞ্চভ্রাতার একান্ত হয়ে আমার পাণ্ডাগ্রহণ করেছেন।

করেক জন। হা! হা, হা! বলে কি হে? পাঁচটি স্বামী? কি বিপদ!

আর কি বলে? কীচক ওর ধর্ম নষ্ট কর্তে উদাত হয়েছিল?

আরে গেল যা! পঞ্চচারিণীর আবার ধর্ম কি? হা, হা, হা।

অন্য করেক জন। তাইতো হে, এ রাক্ষসী বলে কি? এত হবে

রাক্ষসীই বাটে ? কি ভয়ানক ! — কিন্তু, তাই, একেত কমা করা অধর্ম্য। এস, সকলে একে সমুচিত শাস্তি দিয়ে, রাজাধিরাজ তুলা কীচক ভ্রাতার সংস্কারে উৎসব করি।

১ম। তাই সকল ! তোমরা যা বলছ, আমার তাই মত, আর সেই বিষয়ই আমি এত কণ অসুধাবন করছিলাম। আমার বিবেচনার একে অনাবিধ শাস্তি দেওয়া অপেক্ষা, এই রূপ করাই শ্রেয়, কর্তব্য ; অর্থাৎ যেহেতু আমাদের দ্বিতীয় দিরাটাদ্বিপতি, লোকনাথ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এর জন্যই প্রাণ পরিত্যাগ করেছেন তেমনি একে তাঁর সহমরণে পাঠান যাক।

কয়েক জ্ঞম। উত্তম বুদ্ধি। এই পথ অবলম্বনই সর্বতোভাবে বিধেয় ; এতে ধর্ম্য আছে। আর পরকালে সহনৃত স্ত্রী বা পুরুষ পরস্পর মিলিত হন, এই কথাটি যদি সত্য হয়, তবে কীচকেরও আনন্দের সীমা থাকবে না।

অন্য। নিশ্চিত, এই কথাই সুনিশ্চিত। তবে আর কাল বিলম্ব আবশ্যক নাই। এস, ধর রাক্ষসীকে, ধর প্রেতিনীকে, ধর বারবিলাসীনীকে ? ওর আবার ধর্ম্য ? পাঁচ স্বাধীর মন রাখেন, ওর আবার ধর্ম্য ! বন্ধন কর ; এখনই বন্ধন কর। (এক জন অন্যকে ধাক্কা দিয়া) যাও ত, এই রজ্জুটাই আনো ত--আন রজ্জু। আর অপেক্ষা নয় না ! কি হে, এখনও আশ্রয় গারলে নাই ? (স্বয়ং দ্রুত গমন পূর্বক) রজ্জু মুক্ত করিয়া) আঃ তুমি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ! যাও ! হি ! সময় বোধ হয় নাই, কোন কর্ম্মই উৎসাহের সঙ্গে কর্ত্তে জান্লে না ? (অন্যের প্রতি) দেখো, যেন পলায় না ? যাচ্ছি। (রজ্জু লইয়া গমন)

দ্বীপ। স্বগতঃ। দেবশমোহিনী মহাদেবী চামুণ্ডা, শুভযুদ্ধে ক্লিষ্ট হল, ভীতা হন নাই। তিনি তখন ইষ্টদেব স্বামির স্বরণ লয়ে ছিলেন। আমারও অবশেষে সেই পথ অবলম্বনই বিধি। এরা ঘোরপাপী, নাস্তিক কাত্ত হল অধিকতর নিষ্ঠুর, বাবছারে উৎসাহিত হবে, সন্দেহ নাই।

কীচকানুজগণ। (রজ্জু দ্বারা দৌপদীকে বন্ধন) হুঁ, রাক্ষসি, গন্ধর্ব উপপতি, এইবার, এইবার তোমার গন্ধর্বপতি, উপপতি তুমি উপপতি সকলকে স্মরণ কর। [অন্যকে] আচ্ছা করে, দেখও সাবধান, যেন কোন মতে, উঁ মুক্ত হবে। উঁঃ।

কয়েক জন। একে মহাবীর কীচকের সঙ্গেই বন্ধন করে লওয়া উচিত; আহা, রাক্ষসরাজিনী কি সামান্য সর্বনাশটা করেছে? হায় ও কি বলব? দেখতে একটু ভাল। উঁ! (তরবারি প্রদর্শন)

অন্য সকলে। তা নয় ত কি? এত ক'র্ত্তই হবে।

দ্রৌপ। স্বর্গতঃ। ধর্মের জন্য যিনি প্রাণ ত্যাগে কৃতিত্ব না হন, ধর্মই তাকে রক্ষা করেন।

সকলে। (স্বাক্ষ লইয়া দৌপদীর প্রতি তজ্জন পূর্বক।) এইবার তোমার যে যে ধ্যান আছে স্মরণ কর [অন্যকে] ওঃ উনি মনে করেছিলেন আমরা গন্ধর্বের নামে ভয় পাব। হুঁ!

দৌপ। দুজনেরা মিতান্ত্রই তবে আমার বিনাশে দৃঢ়মানস হয়েছে। এই সময় বর্মরাজ শিক্ষিত পঁচটি সঙ্কেতনাম স্মরণ করি। অবশ্যই আমার কাতরোক্তি তাঁদের মধ্যে কারও কর্ণগোচর হবে। প্রকাশে। জয়, বিজয়, জয়ন্তু, জয়ৎসেন, জয়বল্লভ! হে জয় ইঃ।

কীচকানুজ। ঐ-হ, পতি উপপতিদের লাম স্মরণ হচ্ছে?

অন্য এক জন। হলোত বড় ভয়? চল চল। (প্রস্থান)

(ভীমসেন বেগে প্রবেশ)

ভীম। (আত্মগতঃ) এ কি? পাণ্ডবদিগের সর্বস্ব ধন, চিরকুঃখিনী ভীম-প্রাণ যাজ্ঞসেনীর ন্যায়, পঞ্চমপুত্রিত মধুর কিন্তু কাতরতাপ্রকাশক স্বরে, কে আমাদিকে স্মরণ কচ্ছে? ঐরূপ বীণানিদ্ভিত, আমাদের হৃৎকালে জীবন দারক, সুস্বর তাঁর ভিন্ন অন্য কারো হওয়াত সম্ভব নয়। (সঙ্কোচে—অর্ধক্ষুণ্ট স্বরে) কে এমন নির্দয়, নরাধম, পাণ্ডব, কালমৃত আমাদের প্রাণধনকে পীড়নে উৎসাহিত করেছে? কার স্বন্ধে দুটি মস্তক উপপতি হল?

(নেপথ্যে জ্বরবিজয় ইত্যাদি) অহো! নিশ্চই তাই। কে আবার  
অজাগর মন্তকমণি চুরি কর্তে উদাত্ত হল? সতীত্বী পীড়িত হলে  
স্বামীর মনে কত কষ্ট হয়, দুঃখ নেরা জানে না? এখন, কি করি,  
কোন দিক্ হতে এই শব্দ আসছে?

(নেপথ্যে পুং:) এই নিশ্চিত! (প্রকাশ) প্রিয়ে, তর নাই  
এই আমি আগত। জীবিতেশ্বর, নির্ভয় হও। (সম্মুখে প্রাচীর  
দর্শনে) কুলরমণী, সাদ্বী ত্রী উদ্ধারে, এ সামান্য প্রতিবন্ধক—

(প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্বক দ্রুতবেগে প্রস্থান)

(নেপথ্যে কোলাহল, চীৎকার। মহাকোলাহল, ভীষণ চীৎকার)  
একজন কীচকামুজ (বেগে প্রবেশ)। কি সর্বনাশ, বাপু, কোথা  
পালাব? কে যাবচে, কে যুদ্ধ করতে দেখতেও পোলাম না?  
বাপু, কেবল চপেটাবাংমুট ঘাটের শব্দ! কি আশ্চর্য্য, ভৌতিক  
সেহ গন্ধর্ভইত বটে! কি ভয়ানক, কি কুক্ষণেই বাটি হতে বাহির  
হয়ে ছলাম, সৌভাগ্যক্রমে পালিয়ে এসেছি, নাইলে কি রক্ষা  
আছে? উঃ কি ভয়ানক অন্ধকার! (পশ্চাতে অবলোকন) কি  
সর্বনাশ, আবার বুঝি এই দিকে আসছে? কি হলো গো, কোথা  
পালাব গো!! আহ! প্রেমি! তোমার জোড়ে গুরেছিলাম,  
কেন মর্ডে এলাম? (পুং অবলোকন) ঐ যে এল গো! বাপু  
কোথা যাবগো! আপাতকু এই খানে লুকিয়ে থাকি। কি হবে  
গো, মা, প্রিয়ে! কোথা যাব গো? কেমন করে—

ভীম। (বেগে প্রবেশ)। কুলকলি! কুলকামিনীর প্রতি অত্যাচারে  
লজ্জা। তর হয় না? তখন স্বরণ কর নাই, সৈরিকীর গন্ধর্বপতি  
আছেন?

কীচকামুজ। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি গো, আমি কীচকের কোন  
পুত্রেরকেউ নয় গো, ওগো, আমি তোমার সৈরিকীকে কিছু  
বলি নাই। ওদের সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফেল, যে যেখানে লুকিয়েছে  
সব দেখিয়ে দিচ্ছি—হে গন্ধর্ব, আমি তোমার শরণাপন্ন, আমাকে

রক্ষা কর । আমি আমার গন্ধর্ব্বের দাস হয়ে থাকবো । হে গন্ধর্ব্ব-  
প্রধান ! শরণাকে রক্ষা করলে বিশেষঃ ধর্ম্ম আছে, ওগো আজকের  
দিন টি না হয় আমার রক্ষা কর, আমি সৈরিকীকে 'মা' না ---

ভীম । নরাদাম, যুদ্ধস্থলে শরণা দীন ব্যক্তিকে শাসন করা আমার  
ব্রত । তোমরা মহাপাতকী, তোমাদের নিপাতি করাই আমার ধর্ম্ম ।

কীচকায়ুজ । ওগো, আমি আর কখন পাপ করবোনা । আমি সৈরিকী  
মা, সৈরিকী, না, বন্দি বন্দি ছি---

ভীক । নারকি, কালের সঞ্চাপে দাঁড়াতে প্রস্তুত হও । ( বৃত্তান্ত ) এমন  
পাপিষ্ঠাকে মার্জনা করাটি অধর্ম্ম ।

কীচকায়ুজ । হুঁগ্, হুঁগ্ ! ( ভূতলে পতন ও মৃদা )

( নেপথ্য ) ওরে পলারে, ভাই সকল, পলাও ২, হাং ৩, কি হল,  
এই ছিল কোথা গেল ? আবার যদি এসে পড়ে পলাও ২ ।

ভীম । দুর্ভেদদের মধ্যে কাকও জীবিত রাখা হবেনা । কটেকরুক  
সমূলে উৎপাটনই বিধি । — [ মচকিতে ] কি আশ্চর্য্য, রথী যুদ্ধে  
মত্ত হয়ে জীবিতেরূপীকে মুক কর্তে বিশ্বরণ রয়েছি ?

( ক্ষতাবগে ও স্থান )

( নেপথ্য ) ঐর ২, আবার এসেছে রে: উঃ উঃ উঃ বাপ্ । আমি  
নয় গো । ইত্যাদি । কোলাহল চীৎকার মহাকোলাহল, মৃত্যু-  
যন্ত্রণার কাতরধনি উল্লাসি । কিছুক্ষণের সকল নিস্তব্ধ এবং  
জ্যোতির্দীর হস্তধারণ করিয়া --- ভীমসেন প্রবেশ ।

ভীম । কার সাধ্য পীড়িত তোমার রাজনক্ষত্রী  
ভারতের, তুমি ভীমপ্রাণ, পার্থনধি ?  
হরিব কেইবা ধর্ম্মরাজ প্রণয়িনী,  
কার আছে ধর্ম্মরাজে অবহেলা এত ?  
আরও বলি, জীবন আমার, মণি কি  
সাজেলে বিনা মহাপূর্ণ ডুগু ভীর

মন্তব্য ? নারায়ণ যদি বিনা শোভে কি,  
কৌশলভরত কোথায় ? বিনাভূজ পদ্ম-  
মধু পায় কি লো কীটে ? ক্ষম, প্রাণ, আর  
কিছুদিন । নিপাত যাইবে তব সব  
শত্রুদল, বিপক্ষ ভানিনীরা, কাঁদিলে,  
ভোগিলে দুঃখ শত অধিকতরে : নিতা এ  
কামনা, তপস্যা মম শূন প্রাণধন ।

দ্রোণ ।

নমস্কারী, হে কৃষ্ণাপ্রাণ, কৃষ্ণ তোমার  
চরণে, যাঞছে এই আশীর্বাদ, যেন  
সাদ্বী যে অবলা কুল, জন্ম জন্মান্তরে  
পারিগে অীমান ভীমসেন সম পতি ?  
বীর চূড়ামণি পাঞ্চালীনাথ থাকিতে  
বর্তমান পাঞ্চালীর দুঃখ মন্তব্যে কি ?  
বৈদেহী শত দুঃখ ভোগী, হে প্রাণনাথ,  
লঙ্কাপুরে যবে পাইলেন ক্রীড়াসের  
চরণ করিতে পূজন : হারিছিল তাঁর  
আনন্দ যত তাহাতে অধিক, আজ  
প্লাবিত হৃদয় মোর আনন্দে । অক্ষম  
যদ্যপি, নাথ, হইলেক দাসী, দর্শিতে  
বর্ণিতে, অন্তর অখ অপার অবাচ্য,  
উদার গুণেতে নিজ ক্ষম সেই দোষ ।  
নমে নাথ, দাসী পুনঃ পুনঃ ক্রীচরণে ।

ভীম [ দ্রোণদীকে ধারণ পূর্বক )

অক্ষয় অমূল্য নিধি পাণ্ডবের ভূমি  
সম্পত্তি প্রধান, রাজলক্ষ্মী প্রাণধন ;  
মহৎ কর্তব্য বিপদে করিয়া উদ্ধার

তোমায়, সাধি মোরা । পাণ্ডব জীবন,  
জীবিত আমরা তোমার জীবনে । প্রাণ,  
নাচে কিরে কভু হারা হয়ে ফনি, মনি ?  
নৃপহৃৎ কোথা হয়েছে কাতর তারিতে  
রাজলক্ষ্মী ? বিমল আনন্দ, প্রিয়ে, আজ  
লভিয়াছি সমূলে কণ্টক উৎপাটন  
করিয়া তোমার । এস, যদি বিহারিনি,  
সমাদর করি আলিঙ্গন । ( হস্তধারণ )  
তব পরশের সূখে হৃদয় রতন ।  
পূরিল অমৃতরসে হৃদয় অমাব ।  
মরি, প্রিয়ে কত সুখা ও চন্দ্র আননে,  
করিতে জীবন দান বিপদে সঙ্কটে  
ভ্রুংখ পাণ্ডবর তার রেখেছ যত্নেতে ।  
এমন অমূল্য রত্ন লভি কে না মানে  
এভারত ভ্রমে, ধন্য বাল আপনার ?  
কে বা নৃপুংসক ভ্রামে আছয়ে হেন,  
তোমাসম ধর্মে গেই করিতে উদ্ধার  
প্রাণ দিতে হইবে কাতর ? শতধন্য  
প্রিয়ে, অহলনরূপে অনুপম গুণে  
দেবতা মানব স্থানে পাইতেছ তুমি ;  
ধন্য হইয়াছি মোরা লভিয়া তোমায় ।  
মনে কি হয়, প্রাণ রতন, যুঝিলাম  
অগম সাহসে, যবে, লক্ষ নৃপবর  
সনে যত বার হেরিলাম তব ( এই )  
মুখশশীপানে, যেন চকোরের প্রায়  
সুখাপানে মত্ত হয়ে, প্রতিফলনে নব  
বল পাইমু মনেতে : “লভিব এমন



ধন নয় বাবে, প্রাণ, কিস্তি তাহার ?

এইত প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হইল তখন ॥

তাইবলি, প্রাণধন, তব শত্রু নাশি

মোর। সে ত তব বলে ; তোমার নিকাট

তুই মহিরাছি বাধা জীবনের তরে ।

রুকোদরপ্রাণ ! লইতে বিদায় বাধা

হলাম এক্ষণে, সুখে থাক কিছুদিন

আর, মৎস অন্তঃপুরে । হৃদয়ের ধনে

ধরিতে হৃদয়ে তবে পাব অবসর ।

প্রিয়ে, পাণ্ডবরতন, আসি আমি তবে ?

দোঁপ ।

পাঞ্চালী জীবন, সকলি সম্ভবে, নাথ !

দেশকাল মতে । অন্তঃগত দাসী স্থানে

হয়েছ যে তুমি বিদায় লইতে বাস্ত

এতে হইলে অসুখী মোর হইবে

অধর্ম—সেই ভয়ে প্রাণের ঈশ্বর

হইলাম কান্ত বিসজ্জিতে অশ্রুজল

এ পদ যুগলে । দাসী পুনঃ আলিঙ্গয়ে

শ্রীচরণ । পালনে প্রভু আদেশ, কর

উচিত নাহয় দাসীর অপেক্ষিতে ।

কেমনে, কিস্তি, কাঁহলে, নাথ, থাক সুখে

সুদেশ্য আলয় ? কত যে বিরহ জ্বালা

সহিতেছে দাসী, অভাগিনী, তাকি হলে

বিস্মরণ ? প্রাণনাথ, বিষম বিরহ

দাহ কুল বধু কতই সহিবে আর ?

ভীম ! ( আলিঙ্গন পূর্বক )

নাহলে বাধা নিতান্ত, মানমরি, ভুজ

কি কখন দেয় অবসর পদ্মিনীরে ?

হুকোদর সময় থাকিতে করে হয়  
 পানেতে বিরত ওই মুখ মধু ? কিছু  
 কাল ইতিমধ্যে দণায় কাটাইতে দিন  
 হয়েছে তোমায় । সহস্র বিকার আমি  
 দিই বালু বলে সে কারণ । পতি দুঃখ  
 তুমি তোমাসম কে বা আছে একালে,  
 এভারত ভূমে ? স্মরিতে সে সব কথা  
 বিদূর্ণ হইল ভীমসেন বধ আজ ।  
 যত দুঃখ, যত ক্লেশ হইল তোমার  
 পাইলে, হে প্রাণ, পাণ্ডব কারণ । মম  
 এ প্রতিজ্ঞা, এ হাত সহস্র রূপে সুখী,  
 আদর্শ করিব তোমায় । -তোমার  
 বিজয় বারতা, করহ ঘোষণা, যাও  
 এবে রাজপুরী মধ্যে । অতি অপেক্ষাকাল  
 পরে সুখে হইবে মিলন । অমুচিৎ  
 এই স্থানে অপেক্ষিত আঁর । -আদি তম ?

প্রস্থান ]

[ ভীম পশ্চাতে প্রেমপূর্ণ অবলোকন । ]  
 বিনা পতিবাস সুখ, অযোনিমল্লবা  
 স্নাজসেনী আশে না যে কিছু ভারতের ;  
 সতীর দুর্লভ রতন পতী । পবিত্র,  
 পরম সুখ পায় যদি দাসী, কেনই  
 বা সুখী আনন্দিনী না হইবে সে ? —

[ পুঃ অবলোকন পূর্বক । ]

গুঞ্জে যে চরণ স্পন্দন কুমারী, কুম্ভা  
 পবিত্র হইত জন্মে, বাড়িমে অক্ষয়

সে পদে, কেন বা সে, না হবে সুস্থি ত  
জীবন ধরে কেমনে তাইত আশ্রয় ?

[ গুঃ দোষের ]

হৃদিনীরে আশা দিয়া চলি গেলো নাথ ?

শান করি সুখাসম সেই বাকা, আছা !

কৃষ্ণপ্রিয়মখী করে জীবন দারণ !

পাইছু যত কামন্দ পতি পদে নমী,

বুঝিবে কে সে, দেব কুতৌস্ত হিমা ?

আছা ! কতই চঃমহ জ্বালা, অগ্নিদাহ

বিগ্ৰহের সহে কুল বধু, বিনা পতি

উপযুক্ত যমো কি বুঝিবে ? প্রাণনাথ,

পুনঃ উদ্দেশ্যে নমিলি দাসী যাজ্ঞসেনী,

পতির চরণে ইষ্টদেব তার।—কিন্তু,

এ কু স্বানে থাকি আর না হয় উচিত ।

কহি গিয়া, পতি উপদেশ নতে যাই,

রাজবালাবর্গে । তবে হাসে কিবা কীদে

দেখিব তাই ? ———

( অহাস্য মুখে প্রস্থান । )

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।



( সত্যবানের প্রবেশ । )

সত্যবান । মহারাজ ! ঋষিকুমারগণের সহিত বন মধ্যে ফলাশ্বেষণে গিয়া ছিলাম এক্ষণে আমি উপস্থিত কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন ।

রাজা । বৎস ! আমরা অতি নিষ্ঠুর, যে তোমার কুসুম-কুমার বপু দ্বারা সমধিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে রাজতনয় ও রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বনবাসিগণের সহিত বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ ও গিরিনদীর কবায় জল পান ও একাকী অসহায় হইয়া বৃক্ষমূলে শয়ন করত যৌবন কাল অতিক্রমণ করিতেছ ইহাও আমরাগিকে সহ্য করিতে হইল ।

সত্যবান । পিতঃ ! এই অচিন্তনীয় অভূতপূর্ব বিষয় জগদীশ্বরের স্বেচ্ছাভিষ্ট কদাচ ঘটনা হইবার নহে । অতএব জগদীশ্বরের স্বেচ্ছাধীন বিষয় কখনই উল্লেখনীয় নহে পিতা ইহাতে আপনাদিগের দোষ কদাচ অপেক্ষিত হয় না, এক্ষণে এই সকল সুপক্ব ফল ভক্ষণ করত প্রাণ্তি দূর করুন ।

রাজা । বৎস ! মহারাজ অভ্যস্ত পিপাসান্বিত হইরাছেন, "অতএব অগ্রে কিঞ্চিৎ জল প্রদান কর ।

সত্যবান । জননি ! এ স্থানের পার্শ্বভাগে অতি কবায় অনতি দূরে বনমধ্যে একটি উত্তম সরোবর আছে, তথা হইতে এই পত্র সম্পূর্ণে সুমিষ্ট পানীয় জল

